

ভাববিহ্বল শ্রীগৌরমুখ-নিঃসৃত
শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক



শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখ-নিঃসৃত এবং তাঁহা দ্বারা

গণ্ডারায় আশ্বাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

বহু প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সম্পাদক এবং প্রণেতা
শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ বি. ই., সি. ই.

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ-ইঞ্জিনিয়ার

পশ্চিমবঙ্গ পি. ডব্লু. ডি.

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

কৃত

ভক্তচিত্তপ্রসাদন ভাষ্য

প্রকাশিকা :

শ্রীসাবিত্রী গুহ (পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ)

১২৮, রাধারমণ মন্দির,

বন্দাবন, (মথুরা)

গ্রন্থকার ও প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর :

শ্রীহরিনাম প্রেস, বাগবুন্দেলা

বন্দাবন

আনুকূল্য—পাঁচ টাকা

* শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি *

নাম বিজ্ঞানাচার্য মদীয় শ্রীগুরুদেব

(৩ বিষ্ণুপাদ)

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভুপাদের আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক ভক্তি-সিদ্ধান্তের অতল রত্নাকর স্বরূপ । তুঞ্জে নবনীতের স্থায় ইহাতে নিহিত রহিয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য সমুদয় সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব,—অতি সূক্ষ্ম ও সূত্ররূপে । সেই অপরিসীম রত্নরাজি উত্তোলনের পরিসীমা সাধিত হইয়া থাকে, ডুবুরিয়ার সামর্থ্যের সীমা অনুসারে । তথাপি তাহা নিঃশেষে উঠাইতে কেহই সমর্থ হয়েন না,—যিনি যত বড় ডুবুরিয়াই হউন ।

সেই অমূল্য শিক্ষাষ্টকের বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনায় স্বেচ্ছায় সম্পাদক কর্তৃক যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বারা তিনি যে, ভক্তসমাজের প্রীতিবিধান করিয়া, তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ভাজন হইবেন, তদীয় ব্যাখ্যান-নৈপুণ্য দেখিয়া, ইহাই বিশেষভাবে আশা করা যাইতে পারে ।

তদীয় সেই কৃতিত্বের মধ্যে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, উক্ত শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভ শ্লোকের ব্যাখ্যানে 'নামাপরাধ' বিষয়ে কথঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তদ্বারা বর্তমানভজননিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেকের পক্ষেই ভজনপথের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ শ্রীভগবন্নামই বর্তমান যুগের শাস্ত্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং সেই সাধনপথে পরম বিঘ্ন স্বরূপ হইতেছে—নামাপরাধ সংঘটন।

শ্রীনামের অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমাди অপ্রকাশের পক্ষে, কেবল নামাপরাধ, অর্থাৎ নামের অপ্রসন্নতা সংঘটন ভিন্ন অন্য কোন কারণ শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। সুতরাং শ্রীনামের শক্তি প্রকাশের ও অপ্রকাশের পক্ষে—নামাপরাধ বর্জন ও অর্জনকেই একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করা আবশ্যিক।

এই হেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শ্রীচরণানু-চর—বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রায় সকলেই নামাপরাধ ও শ্রীনামের ভজনপথে উহার সর্বাধিক অনর্থকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন বহুলভাবেই—নামাপরাধ হইতে আমাদের মুক্ত থাকিবার প্রয়োজনে।

কিন্তু হুর্দৈববশতঃ এদেশের বর্তমান জনসমাজ মধ্যে সেই নামাপরাধ বিষয়ে অজ্ঞতা কিম্বা উপেক্ষা এবং উহার প্রচার বিষয়ে অলসতা ও ঔদাসীন্যই পরিদৃষ্ট হইতেছে অধিকরূপে। ইহা কলি-রই প্রভাব ও প্রতারণা।

নামাপরাধজনক বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্টতা ও তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে উহা সঞ্চারিত হইবার যেরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর অপর দেশে, অনেকের পক্ষে তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকায়, সেখানে নামাপরাধ সংঘটিত হইবার অবকাশ অল্পই রহিয়াছে। এই কারণে সেই সকল নিরপরাধ ক্ষেত্রে, যে কোন প্রকারে স্ত্রীনামের সংযোগ-মাত্রই, উহার অমোঘশক্তির অভিব্যক্তির যেরূপ সম্ভাবনা,— অপরপক্ষে নামাপরাধের বিপুল সংযোগ জন্ম বহু নাম গ্রহণেও উহার প্রভাব প্রায়শঃ পরিলক্ষিত না হইবার সম্ভাবনা থাকে,— নামাপরাধকে ভজন বিশ্বের মূল কারণরূপে অবধারণ করিতে পারিলেই, বর্তমান ভজনপথের এই জীবন মরণ সমস্তার সুসমাধান হইতে পারে।

“পৃথিবী পর্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥” ইত্যাদি

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-গৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবার সুদিনের আর বেশি বিলম্ব না থাকিলেও প্রদীপের নিম্নদেশেই যেমন অন্ধকার পুঞ্জীভূত থাকিয়া দূরে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আজ বিদায়োন্মুখ রুষ্ঠ কলিকৃত নানাপ্রকার বিষোদগার ও বহির্মুখতার অত্যাধিক প্রসার সহ, বিশেষভাবে নামাপরাধের অবাধ সঞ্চাররূপ ঘনান্ধকারে নিপতিত আমরা একদিকে বিড়ম্বিত হইতেছি, অগ্ৰদিকে—পৃথিবীর অপর দেশে স্ত্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত

নাম-প্রেম-ধর্মের অরুণালোকের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ আভাসও দৃষ্ট হইতেছে ।

এই পরমশুভ আন্দোলনের প্রবাহ, ক্রমশঃ আত্মমহিমায় সারা পৃথিবী উদ্ভাসিত করিবে ও বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কাম্য যাহা, সেই পরাশান্তির উদয় করাইয়া যথাকালে নাম-প্রেমের সেই মহাপ্লাবন এদেশে উপনীত হইবে, তাঁহাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের জন্ত । কিন্তু তৎকালে নামাপরাধ-গরলে চেতনাহত আমাদের দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইলেও, তাঁহাদের আনীত সেই মৃতসঞ্জীবনীই আমাদের উজ্জীবিত করিবে, ইহাই অনুমান করা যায় ।

তৎপূর্বে যদি কোন অলৌকিক সৌভাগ্যের সংযোগে নামাপরাধ বর্জনপূর্বক, নামাশ্রয়ে থাকিতে পারিতাম আমরা, তাহা হইলে সেই সাক্ষাৎ নামীর সহিত নামের আবির্ভাব-গৌর-বান্বিত—এই পুণ্যদেশবাসী আমরা, তৎপূর্বেই প্রকৃষ্ট চেতনা লাভ করিয়া সেই সমাগতগণকে স্বাগত-সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানাইয়া, তৎসহ প্রেমানন্দের বিনিময় করিতে পারিতাম,— যাহা হইতে এদেশের আর কিছু ছিল না অধিক গৌরবের !

বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই, ভক্তিমান্ সম্পাদক কর্তৃক নামাপরাধ বিষয়ে এই আলোচনার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সংসাহস, ইহা সময়োপযোগী ও জনকল্যাণের নিমিত্ত অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে হইতেছে । অন্ততঃ ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া

ও ভগবৎ-প্রেরণায় যদি অধিক যোগ্যতর জনগণ কর্তৃক, নামাপ-
রাধের অনর্থকারিতা ও তৎপ্রতিকার বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রচারভার
গৃহীত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক আশা ও আনন্দের
কথা আর কি হইতে পারে ?*

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রাধম ও অনভিজ্ঞ
জনের পক্ষে এই গ্রন্থের সমালোচনা বিষয়ে যোগ্যতা বা উহার
কোন সার্থকতা নাই। এ বিষয়ে বিচারভার সাধু ও সুধীবৃন্দের
উপর সন্ন্যস্ত করিয়া আমি কেবল পরম কল্যাণীয় ও ভক্তিমান্
সম্পাদককে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইয়া তৎসহ তদীয় অপর
গ্রন্থের ত্রায় এই গ্রন্থের সার্থকতা-বিধানের জগ্ন ও তাঁহার ভজন-
নিষ্ঠা ও কীর্তনাবেশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের নিমিত্ত, শ্রীগৌর-
গোবিন্দ-চরণারবৃন্দে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইয়া—এই প্রসঙ্গ
শেষ করিতেছি। ইতি—

* এখানে মদীয় শ্রীগুরুদেব ৩ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলাপুবিষ্ট নাম
বিজ্ঞানাচার্য শ্রীকান্তপিয় গোস্বামি প্রভুপাদের অপূর্ব বিশালগ্রন্থ নামাপ-
রাধদর্পণ প্রকাশের ইঙ্গিত করা হয়েছে মনে হয়, যার পাণ্ডুলিপি তৎ-
কালে নিমিত্ত ছিল এবং শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর প্রকাশিত হয়েছে।

মদীয় গ্রন্থে তো সংক্ষেপে শ্রীজীবপাদের [ক্রমসন্দর্ভের ২।১।২১]
নামাপরাধ সম্বন্ধে টীকার অনুবাদ করা হয়েছে মাত্র, শ্রীগুরুদেবের মুখ-
শ্রুত আলোচনার দিগদর্শন অনুসারে—সবই তাঁর দান, এ গ্রন্থকার তো
নিমিত্ত মাত্র।

* শ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ *

উৎসর্গপত্র

এই জীবকীটের

শ্রীগুরুবংশের মূলপুরুষ

শ্রীগৌরচন্দ্রদেয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়

সর্বশ্রী সদাশিব-পুরুষোত্তম-ঠাকুরকানাই-এর

জীবনসর্বস্ব

নদীয়াবিহারী শ্রীশচীনন্দনের

শ্রীচরণকমলে ভক্ত্যর্ঘ্যরূপে

নিবেদিত হইল ।

* শ্রীগৌরহরি *

সম্পাদকীয় নিবেদন

মংকৃত শ্রীগৌরকরণা-চন্দ্রিকা-কণায় গৌরলীলা কীর্তন করিতে করিতে নীলাচলে গন্তীরায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন সেখানেই অক্ষয় চৈতন্যলীলাসরোবরের মধ্যে অত্যাশ্চর্য লীলা প্রসঙ্গে শ্রীশিক্ষাষ্টকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে একদিন শ্রীনামপ্রভুর প্রেরণায় ইহাকে পৃথক্ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়াতে আজ 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক' নামে এই স্বতন্ত্র গ্রন্থরত্নের প্রকাশ হইল। ইহাকে শ্রীনামসন্দর্ভও বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে শ্রীনামেরই জয় জয় ধ্বনি শোনা যায়।

শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত এবং আশ্বাদিত এই অষ্টকের প্রথম শ্লোকটিতে 'বীজধর্মী' নাম হইতে কি করিয়া চিত্তশুদ্ধি এবং তৎপর ভক্তিকল্পলতার ক্রমবিকাশ হয় তাহা দেখানো হইয়াছে; যথা—(১) চেতোদর্পণমার্জনং, (২) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা—রতি, (৩) বিঘ্নাবধূ—প্রেম, (৪) আনন্দানুধিবর্ধনং, (৫) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (৬) সর্বাত্মস্নপনম্।

প্রথম শ্লোকটিরই সুগন্তীর ভাষ্য হইল পরবর্তী সাতটি শ্লোক; যথা—

দ্বিতীয় শ্লোক : 'নাম্নামকারি বহুধা' অর্থাৎ 'অনেক নামের প্রচার' ইত্যাদি দ্বারা 'বীজধর্মী নামের' মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশ

করা হইয়াছে এবং শেষ চরণে সাধকের (আসক্তি-স্তর পর্যন্ত) দৈত্য প্রকাশ করা হইয়াছে ।

তৃতীয় শ্লোক : ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা রতির স্তরকে বলা হইয়াছে ।

চতুর্থ শ্লোক : ‘ন ধনং ন জনং ইত্যাদি দৈত্যোক্তির দ্বারা ‘বিদ্যাবধু’ অর্থাৎ প্রেমের ভূমিকায় আরুঢ় ভক্তের কথা বলা হইয়াছে । প্রেম ও দৈত্য পরস্পর কার্য-কারণ সম্বন্ধে ও পরস্পর সহযোগিতায়—একতালে বাড়িয়া চলে ।

পঞ্চম শ্লোক : ‘অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং’ ইত্যাদি বাক্যে প্রেমসাগরের তরঙ্গ দাস্ত্রভাবের কথা বলা হইয়াছে । ইহা প্রেম-স্তরের উচ্ছসিত অবস্থা—‘আনন্দাস্বুধিবর্ধনং’ । শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার মাধুর্য আশ্বাদন উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলিয়াছে ।

ষষ্ঠ শ্লোক : ‘নয়নং গলদশ্রুধারয়া’ ইত্যাদি বাক্যে প্রেমের উচ্ছস্তরের একটি বিশেষ অবস্থা যাহাতে সাত্ত্বিক ভাবগুলি ‘দীপ্ত’ আকারে প্রকাশ পায় তাহার কথা এবং নাম ও প্রেমের অভেদের কথা বলা হইয়াছে । প্রথম শ্লোকের ঐ ‘আনন্দাস্বুধিবর্ধনং’ বাক্যেরই অর্থ-বিশ্লেষণ এই শ্লোকেও চলিতেছে ।

সপ্তম শ্লোক : ‘যুগায়িতং নিমেষেণ’ ইত্যাদি বাক্যে মহা-ভাব-স্তরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—‘পূর্ণামৃতাস্বাদনং’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি নাই, আশ্বাদনের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে । বিরহেই রস-আশ্বাদন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টম শ্লোক : ‘আশ্লিষ্য বা পাদরতাং’ ইত্যাদি বাক্যে মহাভাবের স্তরে—মাধুৰ্য আশ্বাদন করিতে করিতে সৰ্ব ইন্দ্রিয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। শ্যামসাগরে রাধারাণী ডুবিয়া গিয়াছেন। এখন আর কোন বিচারের অবসর নাই, ‘সৰ্বাঙ্গম্পর্শনং’।

পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ-নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের তাৎপর্য বুঝিবার শক্তি আমার নাই—ইহার এক-একটি বাক্যের শত সহস্র অর্থ-বিস্তার হইতে পারে।

শ্রীনামপ্রভুর কুপায় আমার চিত্তে যতটুকু অর্থের ক্ষুৰ্ণ হইল, তাহা শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণে আশ্বাদনের চেষ্টা করিয়াছি এই গ্রন্থে। এ বিষয়ে আমার প্রধান সহায় হইল শ্রীগুরুকরণা,--নামাচার্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ বিগলিত শ্রীনামমহিমা-মাধুৰ্য বহুদিন শুনিবার ভাগ্যা হইয়াছে এ অধমের। এই শ্রুত কথার মননের ফল এই গ্রন্থের সর্বত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষতুষ্টি আমার চিত্তের মলিনতার দরুণ এইগ্রন্থে ভুল-ত্রুটি যাহা প্রবেশ করিয়াছে তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া শ্রীবৈষ্ণব-সজ্জনগণ শ্রীনামমাধুৰ্য আশ্বাদন করিবেন—ইহাই প্রার্থনা; আর তাঁহারা যেন এই অধমকে একটু কৃপা করেন, যেন কোনদিন এই অধমের নামমাধুৰ্য আশ্বাদনের সৌভাগ্য হয়।

এই গ্রন্থের প্রকাশিকা এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমাকে নানা-ভাবে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহার অঙ্কিত প্রচ্ছদপট

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাজ চিত্রখানি গ্রন্থের মৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে ।
 শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীপ্রফুল্ল দাস মহাশয় এই গ্রন্থের প্রেসকপি
 করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন । শ্রীমতী মনো গুহ
 এই গ্রন্থের কাজে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আমার শ্রম অনেক
 লাঘব করিয়াছে । শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বি. এ. মহাশয় প্রফ
 দেখার কাজে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন । শ্রীগৌরচরণে ইহা-
 দের মঙ্গল কামনা করিতেছি ।

বাঞ্জাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীপাট পানিহাটি

শ্রীকানুকুঞ্জ

শ্রীহরিবাসর তিথি

১৯।৫।৭১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থী

শ্রীমগীন্দ্রনাথ গুহ



* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

প্রকাশিকার নিবেদন

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু অতি উল্লাসে নামের জয় জয়
ধ্বনি দিয়াছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুয়ারে-
বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিষত্বম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

—বৃং ভাং ১।১৯

শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়া অত্যাদরে দুইবার
জয় জয় ধ্বনি করা হইয়াছে । শ্রীনাম হইলেন আনন্দের মূর্তি—
ঘনীভূত পরমানন্দ । বর্ণাশ্রম ধর্মের ধ্যান-পূজাদিতে যে দুঃখ
তাহা নিরাকৃত করেন এই নাম; কারণ নামসংকীর্তন মাত্রেই ঐ
ঐ সাধনের যাহা ফল, তাহা লাভ হইয়া যায় । কোন প্রকারে
নামাভাসাদি দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, আর সর্বনিরপেক্ষভাবে নাম
গ্রহণে মুক্তিসুখের অধিক বৈকুণ্ঠসুখ হইয়া থাকে । এই নামই
আমার একমাত্র পরম জীবন ও সর্বশোভা-সম্পাদক ভূষণ ।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ
শ্রীগৌরহরির মনের ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন উল্লিখিত শ্লোকে ।

শ্রীগৌরমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার—
 তাঁহারা প্রতিদিন উষালোকে এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন ।
 আজ শিক্ষাষ্টকের একটি উপাদেয় ভাষ্য দেখিয়া মন আনন্দে
 ভরিয়া উঠিল—ইহার প্রকাশের ভার পাইয়া আমি নিজেকে
 কৃতার্থ মনে করিতেছি । প্রায় একই সময়ে পর পর দুইটি গ্রন্থ
 প্রকাশের পর এই তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশে হাত দিলাম ।

আসুরিক শক্তির অভ্যুত্থানে আজ বাঙ্গালী জাতি বিধ্বস্ত
 —অর্থাৎ জনতার করুণ সুরে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস ভরিয়া
 গিয়াছে; ঘুমন্ত বিশ্ববিবেকের জাগরণের লক্ষণ এখনও তেমন দেখা
 যাইতেছে না—ইহারই মধ্যে আমাদের কাজ করিয়া যাইতে
 হইতেছে । সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাতে বিশ্ববিবেক ঘুমাইয়া আছে,
 তাহাকে জাগাইবার শক্তি শ্রীনামপ্রভুরই আছে । দুর্যোগের
 মধ্যেই শক্তিমানের সাহায্য—অন্ধকারেই আলোর প্রয়োজন
 বেশী—তাই শ্রীনামপ্রভুকে বুকে লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়া
 চলিয়াছি । এই গ্রন্থের প্রকাশে ত্রই দীনার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একমাত্র
 তাঁহার কৃপাতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে । আমাদের বিশ্বাস আছে
 অচিরেই নামের ধ্বনিতে বিশ্ব ভরিয়া উঠিবে—মানুষের চিত্তে
 শ্রীভগবৎপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম জাগিয়া জগৎ ভরিয়া শান্তির লহরী
 বহিবে । এই প্রার্থনা লইয়া পরমমঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-
 যুগলে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্দিত করিতেছি ।

শ্রীবৃন্দাবনের এক ভজনবিজ্ঞ বাবাজী মহারাজের কৃপা-
দেশে এবং শ্রীগৌরহরির প্রেরণায় একটি প্রাচীন চিত্রপটের ভাব
অবলম্বনে আমার দ্বারা একটি ‘গম্ভীরায় শ্রীগৌরানন্দ’ চিত্রপট
অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহা আজ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইলেন ।

“বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥”

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভিলাষিণী

সাবিত্রী গুহ

(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ)



* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কালশ্রোতের মধ্যে বর্তমান সময়টি মহা দুর্যোগপূর্ণ । বর্ত-
মানে কলির মহাতাণ্ডব চলছে । সমাজদেহ হিংসা ঘেষ মিথ্যা
মাৎসর্ঘ্যে মৃতপ্রায়, ভক্তগণ প্রায় বিভ্রান্ত । মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ-
গুণ হৃদয়ের কোমলতা, যা অগ্র সব গুণের জনক, যার অভাবে
অগ্রসব গুণই নিস্প্রলভ হয়ে যায়, তা মনুষ্য হৃদয় থেকে অন্তর্হিত
প্রায় । ভগবৎবিশ্বাস, যা মানুষের প্রাণ, নিশ্বাসস্বরূপ, যা মানুষের
হৃদয়বৃত্তিগুলিকে স্পৃঙ্খলিত করে মধুর সুন্দর করে তুলতে পারে
তারই বিলোপ সাধনের চেষ্টাই ধ্বনিত হতে শোনা যাচ্ছে সমাজ-
পতিদেরও মুখে ।

যে কালের অমোঘ গতিতে আজ সমাজ দেহের এই
ছুরবস্থা, সেই কালেরও নিয়ন্তা যিনি সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরির
ইচ্ছাতেই দুঃখরজনী অবসান হয়ে আসছে—শুভদিনের আগমন-
পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে । নামসঙ্কীর্তনরূপ অমৃত বর্ষণে জীবচিত্তের
দাবানল তাপ সমষ্টিগত ভাবে নির্বাপিত হওয়ার দিন সমাগত
প্রায় । তাই দেখা যাচ্ছে নামসঙ্কীর্তনের বিজয়বার্তা—“পরং
বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্,” যা একদিন প্রায় ৫০০ শত বৎসর
পূর্ব নিলাচলে গন্তীবার গভীর নিশিথি শ্রীগৌরমুখে শ্রীশিক্ষাষ্টক-

রূপে সৃষ্টিত হয়েছিল, তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যাচ্ছে, সমস্ত বিশ্বমধ্যে দিকে দিকে ! ইহা মানবজাতির নবজাগরণ— শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমযুগের শুভ আগমনী ধ্বনি । শ্রীগৌরহরির এই জগতে শুভাগমনের ৫০০ শত বৎসর পূর্তির দিনটিই যুগসন্ধিক্ষণ, কলি অর্থাৎ কলহযুগের নির্গমন আর শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমযুগের আগমন ।

সম্মুখের এই শুভদিনটিকে স্মরণ করে আজ শ্রীশিক্ষাষ্ট-কের এই দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হচ্ছে । যাঁর করুণায় ইহা সম্ভব হল সেই শ্রীগৌরহরির চরণে বার বার দণ্ডবৎ প্রণতি জানাচ্ছি, আর দণ্ডবৎ প্রণতি জানাচ্ছি সেই সব ভক্ত পাঠকগণের গণের শ্রীচরণে যাঁদের আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে এ কাজে হাত দিয়েছি । এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হলেও দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে বিলম্ব হল, এই শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালা প্রেসের অভাব এবং নিজেরও অন্যান্য গ্রন্থের কাজে বিশেষ ব্যস্ততা থাকায় । বর্তমানে ছাপাখরচ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে— শুধুমাত্র ছাপাখরচ ও বই-এর দোকানের কমিশনই গ্রন্থে মূল্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে । আর অধিক বলার কি প্রয়োজন, ইতি ।

১৭ই শ্রাবণ ১৩২০

শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ



শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখনিঃসৃত-শিক্ষাষ্টক

চেতোদর্পণ-মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাসুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সৰ্ব্বাশ্মপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তনম্ ॥ ১ ॥

নাগ্নামকারি বলধা নিজসৰ্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা !
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীধরে ভবতাদ্তক্তিরহেতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাসুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্ৰুধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুযা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শৃণ্বায়িতং জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥ ৭ ॥

আল্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্নর্স্বহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত্ব স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

বিষয় সূচী

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------|----------|
| সৃচনা | ১—৬ |
| শিক্ষাষ্টক—প্রথম শ্লোক | |
| ভজন স্তর | ৭—২১ |
| চেতোদর্পণ-মার্জনং | ২১—২৬ |
| নামসঙ্কীর্তনের শক্তি | ২৬—৩৮ |
| নামাপরাধ | ৩৯—৫১ |
| ভজন চাতুরী | ৫১—৬১ |
| ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনং | ৬১—৬৩ |
| শিক্ষাষ্টক—দ্বিতীয় শ্লোক | |
| অনেক নামের প্রচার | ৬৪ - ৮০ |
| সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ | ৮০—৮৩ |
| নামগ্রহণে, কাল দেশ নিয়ম নাই | ৮৩—৮৪ |
| আমার ছুর্দেব, নামে নাহি অনুরাগ | ৮৪—৮৫ |
| শিক্ষাষ্টক - তৃতীয় শ্লোক | |
| তৃণাদপি সুনীচেন | ৮৬ - ৯২ |
| তরোরিব সহিষ্ণুনা | ৯২—৯৬ |
| অমানী-মানদ | ৯৬ - ১০২ |
| সদা নাম সঙ্কীর্তন | ১০২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|----------------------------|---------|
| শিক্ষাষ্টক—চতুর্থ শ্লোক | |
| দৈন্যভাব | ১০৩—১০৬ |
| শুদ্ধভক্তি | ১০৬—১১২ |
| রাগানুগভক্তি | ১১৩—১২৪ |
| শিক্ষাষ্টক—পঞ্চম শ্লোক | |
| প্রেমানুধিবর্ধন | ১১৫—১৩৭ |
| শিক্ষাষ্টক—ষষ্ঠ শ্লোক | |
| প্রেমানুধি উচ্ছলিত-উদ্বলিত | ১৩৮—১৪৯ |
| শিক্ষাষ্টক—সপ্তম শ্লোক | |
| পূর্ণামৃতাস্বাদন | ১৫০—১৫৪ |
| শিক্ষাষ্টক—অষ্টম শ্লোক | |
| সর্বাঙ্গসম্পন্ন | ১৫৫—১৫৮ |



* শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তি *

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক

সূচনা

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্বা,
বন্দেঁ। মুণ্ডিও সাবধান মনে।—শ্রীনরোত্তম

শ্রীগৌরহরি নীলাচলে রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল অবস্থায় যাপন করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার এই ভাববিহ্বলতার সাক্ষ্য হইল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীৰ্তন, আর মরমী বন্ধু স্বরূপ ও রামরায়ের সহিত রসগীত এবং শ্লোক আশ্বাদন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে কোন দিন কোন শ্লোক পাঠ করিয়া সেই শ্লোকের আশ্বাদনে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটিয়া যায়।

কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন।

সেই শ্লোক আশ্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥—চৈ০ চ০ অ ২০।৭

এই ভাবে দ্বাদশ বৎসর নানারূপ ভাববিহ্বলতায় কাটিবার পর যখন তাঁহার মধুর লীলা সংবরণের সময় আসিল তখন জীব-হিতৈষ্যেকব্রত ভগবান্ শ্রীগৌরহরি তাঁহার সমস্ত শিক্ষার সার-সম্পদ একটি শ্লোকস্তবক জীবকে দান করিয়া গেলেন। এই স্তবকটিরই নাম হইল 'শ্রীশিক্ষাষ্টক'।

একদিন গন্তীরায় স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধরিয়৷ সোনার
চাঁদ গোরা বলিতেছেন—

হর্ষে কহে প্রভু শোন স্বরূপ রামরায় ।

নাম সঙ্কীৰ্তন কলৌ পরম উপায় ॥—চৈ০চ০অ২০।৮

সূর্যস্বরূপ শ্রীভগবানের অস্তাচল গমনে জগৎ অন্ধকারে
আবৃত হইয়া যাইবে । ভাবী জীবের এই ছুঃখ-দৈন্তের কথা চিন্তা
করিয়া প্রভুর যে বিষাদভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিরোহিত
হইয়া গেল নামসঙ্কীৰ্তনের মহামহিমার স্মরণে,—তাই হর্ষে অর্থাৎ
পরমানন্দে উদ্ভাসিত হইয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বর্তমান
বিশেষ কলিযুগের উপাস্ত্র-উপাসনা নির্ণায়ক একটি নামপর শ্লোক
আস্বাদন করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈ ঘজন্তি হি স্ত্রমেধসঃ ॥

—ভা০ ১১।৫।৩০

এই শ্লোকটির বিশেষ আলোচনা মৎকৃত ‘শ্রীগৌরকরণা
চন্দ্রিকা-কণায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই শ্লোকের প্রথম চরণ
হইতে দেখা যায় বর্তমান বিশেষ কলির যুগাধিদেবতা হইলেন
সোনার বরণ শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি নামমাধুৰ্য আস্বাদনে আঞ্জুত
হইয়া সর্বক্ষণ নামসঙ্কীৰ্তন করিতেছেন এবং জীবমাত্রকেই পরমা-
মৃত স্বরূপ এই নামসঙ্কীৰ্তন রসের আস্বাদন দান করিতেছেন ।
আর এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের নিগূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এই

যে, বর্তমান যুগে (এখন হইতে আরও ৪ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত) এক-মাত্র এই যুগাধিদেবতার শ্রীচরণাশ্রয় হইতেই জীবের পরমমঙ্গল-স্বরূপ প্রেমলাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে ঐ পরমবস্তু লাভ হইতে পারে না। আর এই যুগাধিদেবতার উপাসনা-পদ্ধতি হইল নামসঙ্কীর্তনপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ যাজন। সমগ্র শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও তাহার রহস্য যাঁহার করতলগত ছিল সেই বিদ্বৎ-শিরোমণি-শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের ৯ সংখ্যক শ্লোকে এই সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—(চৈঃ চন্দ্রা ৯) ‘যশ্চৈব পদাঙ্গুভক্তিলাভঃ প্রেমাভিধানঃ’ অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগৌর-হরির শ্রীচরণকমল আশ্রয় হইতেই প্রেম নামক বস্তুটি লাভ হয় ॥ আনন্দি নামক কোন মহানুভবও তাঁহার রসিকাম্বাদিনী টীকাতে এই কথাটিই আরও পরিষ্কার করিয়াছেন— ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপাসনং বিনা প্রেমধনং ন লভ্যতে, তস্ম কলিকালোপাসনং ৷’—চৈঃ চন্দ্রাঃ ৩৯ আনন্দি টীকা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই কলিকালের উপাস্য বলিয়া এই সময়ে তাঁহার উপাসনা বিনা প্রেমধন লাভ করা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ‘কৃষ্ণবর্ণং’ শ্লোকে সূত্রাকারে যে নামযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহারই অনবগ্ন সুগম্ভীর ভাষ্য হইতেছে এই ‘শিক্ষাষ্টক’। নামসঙ্কীর্তন যজ্ঞ যে কি বস্তু তাহারই স্বরূপ ও মাধুর্য নির্ণীত হইয়াছে এই ‘শিক্ষাষ্টকে’। শ্রীনামমাধুর্যের আশ্বাদনের আনন্দে গলিয়া গিয়া শ্রীগৌরহরি নিজেই যেন জগতে

প্রকট রহিয়া গেলেন এই অষ্টকরূপে—তাই ভক্তজনের ইহা
প্রাণধন । শ্রীগৌরহরির নিজ স্বরূপের মতই এই অষ্টক হইতে
যে প্রেমামৃতমাধুরী নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে তাহাই জীবজগতের
জীবনোপায় ।

এই ‘শিক্ষাষ্টক’ ছাড়া শ্রীগৌরহরির স্বরচিত আর মাত্র
দুইটি শ্লোক শ্রীরূপপাদের সমাহৃত পণ্ডাবলীতে দেখা যায় ।* ইহা
ব্যতীত আর কোন শ্লোক বা গ্রন্থ শ্রীগৌরাজ্ঞের রচিত আছে
বলিয়া আমাদের জানা নাই ।

* শ্রীগৌরাজ্ঞের স্বরচিত শ্লোক—

দধিমথননির্নাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমাগারং বল্লবীনাং শ্রবিষ্টঃ ।
মুখকমলসমৌরৈরাশু নির্ঝাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥

অর্থাৎ যিনি প্রভাতকালে দধিমস্থনের ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গোপিকাগণের গৃহে প্রবেশপূর্বক মুখকমলের ফুৎকারে
শীঘ্র দীপটি নির্ঝাপিত করিয়া নবনীত হস্তগত করিয়াছিলেন সেই বাল-
কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন ।

সব্যো পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদামং ধৃত্বা
কুঞ্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্ত ।
অঙ্কো ভৃগ্যা বিহসিতমুখী বারয়ন্ সন্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরি জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্ ॥

অর্থাৎ—কোন দিবস শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে কিঙ্কিণীদাম ধারণ পূর্বক
তাহার ‘কিনি-কিনি’ ধ্বনি নিবারণিত করিয়া ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত

যাঁহার মেধা, বিদ্যাবত্তা ও রচনাকৌশলে তখনকার দিনের পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃৎকম্প হইত, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বিজয়পত্র তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া যাইত, যাঁহার পদাদ্ৰুষ্ঠচূষণে শ্রীশিবানন্দ সেনের পঞ্চবর্ষীয় বালক মহাকবিতে পরিণত হইল, সেই তিনি আর কোন গ্রন্থ বা শ্লোক রচনা করিলেন না কেন, ইহার উত্তর শিক্ষাষ্টকের এই শ্লোক কয়টির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যাহা জানিলে সব জানা হইয়া যায়, তাহাকেই যদি একস্থানে পাওয়া যায় তবে আর বহুস্থানে বিচরণ করিবার প্রয়োজন কি? আর বহুস্থানে বিচরণ করিয়াও যদি সেই আসল বস্তুটি না ধরিতে পারা যায় তবেই বা সেই বহুস্থানে বিচরণের প্রয়োজন কি?

জীবের যাহা একমাত্র প্রয়োজন এবং যাহা পাইলে সব পাওয়া হইয়া যায়, সেই নামপ্রেমের মালা এই আটটি শ্লোকে গ্রন্থন করিয়া শ্রীগৌরগুণমণি এই জগৎ হইতে অন্তর্ধানের পূর্বে জগজনকে দান করিয়া গেলেন, গস্তীরায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রেমাশ্রুতে নিষিক্ত করিয়া।

আর একটি কথা শ্রীগৌরহরি নিজে ইহার বেশী রচনা না করিলেও তিনি কয়েকটি জীবন্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বন্ধনে কুঞ্জ দেহে অগ্রসর হইতে হইতে এবং সন্মুখস্থ হাশ্রমুখী গোপী-দিগকে নেত্রভঙ্গীতে বারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদিকে যাইয়া নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

তঁাহার শ্রীচরণাঙ্গুচর গোস্বামিগণই এই জীবন্ত গ্রন্থ । তিনি ইহাদিগকে নিজে শিক্ষাদান ও কৃপাসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন স্মৃতিতীর্থ উদ্ধার ও নাম সঙ্কীৰ্তন রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মটিকে দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ত । যেরূপ নদীতে সেতু তৈয়ার হওয়ার পরও সেই সেতুটিকে সুরক্ষিত করবার জন্ত গাইডবান্ধ ইত্যাদি বহু কাজ চীফ ব্রিজ-ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশমত তঁাহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ পরবর্তীকালে করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি শ্রীগৌরপ্রবর্তিত, প্রচারিত ও প্রদত্ত 'নাম-প্রেমের' মাধ্যমে তৎকালে যে মাদুর্য-মহারত্ন-রাশি বর্ষিত হইল বৃষ্টিধারার মত এই জগতে, তাহাই সংগ্রহ ও সঞ্চিত করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে গ্রন্থসম্পূটরূপে শ্রীগৌরচরণাঙ্গভঙ্গ মহাভাগ-বতগণ কর্তৃক—সকলুণায় কলির ভাবী জীবকুলের জন্ত । জীব-কল্যাণব্রতী এই গোস্বামিগণের কৃপালোক রূপ সার্চলাইটের সাহায্যেই আমরা এই 'শিক্ষাষ্টক' বুঝিবার ও আশ্বাদন করিবার প্রায়স করিব ।



শ্রীশিক্ষাষ্টক—প্রথম শ্লোক

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিগ্ণাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাস্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাশ্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥*

অর্থাৎ যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যাহা সংসার-
তাপ-রূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাণিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কুমুদের
প্রকাশ বিষয়ে চন্দ্রতুল্য হইয়া থাকে, যাহা ভক্তিরাগীর প্রাণস্বরূপ,
যাহা আনন্দসমুদ্রের বৃদ্ধিকারক, যাহার প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের
আস্বাদন আছে এবং যাহা সর্বোদ্ভ্রিয়কে আনন্দে আশ্রুত করিয়া
দেয়—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন (অর্থাৎ সুর-তাল-লয়াদিতে
উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণ) সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন ।

ভজনস্তর

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে ভজনের স্তরগুলি অতি সুকৌশলে
বিগ্ণস্ত আছে । আমরা প্রথমে এই ভজনের স্তরগুলি সম্বন্ধে

• শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ পদটিকে উপযুক্ত চেতোদর্পণ হইতে সর্বাশ্ন-
পনং পর্যন্ত প্রত্যেক পদের সহিত অঙ্ঘিত করিয়া শ্লোকের অর্থ করিতে
হইবে—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন পদটি কারণ, আর ঐ কারণের কার্য হইল অশ্নাত্ত
পদগুলি ।

ভাবভক্তি একই । অতঃপর প্রেমভক্তি । প্রেমভক্তি লাভ হইবার পর শ্রীভগবানের দর্শন ও মাধুর্যানুভব হয় ॥

অশুদ্ধচিত্ত জীবের জিহ্বা-কর্ণাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার শ্রবণ কীর্তন হইল 'সাধনভক্তি' । ভক্তি 'জ্ঞা' পদার্থ নয়—অর্থাৎ ভক্তির জন্ম হয় না—ইহা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ । ('ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা'—ভা० ১১।৩।১১) ।

ভক্তি হইতে ভক্তির উদয় হয় । নামকীর্তনাদি সাধন-ভক্তির যাজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, সেই শুদ্ধচিত্তে ভাবভক্তির উদয় হয় ।*

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ।

'তটস্থ' লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ।

শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

—চৈ० চ० মধ্য ২২।১০৩-১০৪

সূর্য অকাশে থাকিলেও আমার ঘর দরজারূপ আবরণ দ্বারা বদ্ধ থাকিলে যেমন তাহার ভিতরে সূর্যের আলোক প্রবেশ করে না, তেমনি মায়ামলিনতারূপ আবর্জনা দ্বারা আচ্ছাদিত চিত্তে স্বরূপশক্তির বৃত্তি ভাবভক্তি প্রতিফলিত হইতে পারে না ।

* কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা । নিত্যসিদ্ধশু ভাবস্য প্রাকট্যাং হৃদি সাধ্যতা ।—ভা० রং সিং ১।২।২

সাধনভক্তির দ্বারা চিত্তের মলিনতা যেই অপসারিত হয়, অমনি ভাবভক্তির উদয় হয় । সূর্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সর্বত্রই কিরণ বিতরণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সর্বত্রই স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষকে নিষ্কিপ্ত করিতেছেন ।* এই ভাবভক্তি হইল শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশেষ স্বরূপ,—প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ সদৃশ । রুচি (অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষ, ভগবদানুকূল্যের অভিলাষ ও তদীয় সৌহার্দের অভিলাষ) দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নাম ভাব ।* এই ভাবভক্তিরূপ কুমুদটি শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত হইয়া ‘প্রেম’ নাম ধরে ।^v

কৃষ্ণ-রতি গাঢ় হইলে ‘প্রেম’ অভিধান ।

কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই ‘স্থায়িভাব’ নাম ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩

শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ রস-সমুদ্র হইতে উথিত শিক্ষাষ্টকের রত্নরাজি পরপৃষ্ঠায় সাধনক্রমরূপ সম্পূর্টে সজ্জিত করিয়া ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে ।

* তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিনিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিষ্কিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যায়া বর্ততে । প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ ।

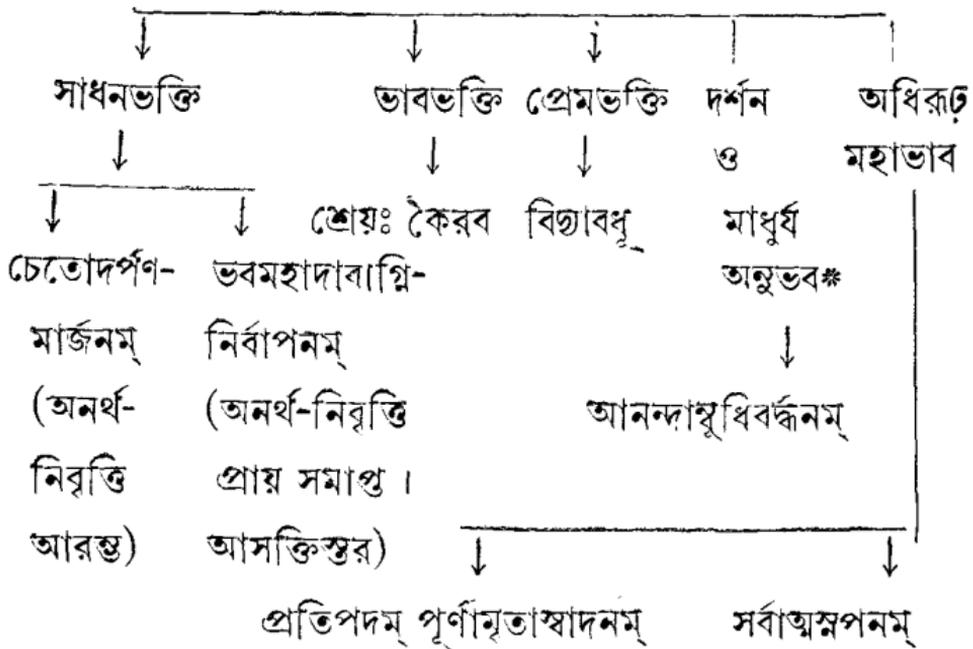
★ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ । রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥—ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।১

v সম্যগ্‌স্থণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াক্তিঃ ।

ভাবঃ স এব সাজ্জাত্মা বৃধৈঃ প্রেমা নিগত্বতে ॥

—ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১

পরং বিজয়তে শ্রীনামসঙ্কীৰ্তনম্



শ্রদ্ধা না হইলে কোন কাজে প্রবৃত্তি হয় না, কাজেই শ্রদ্ধাকে ভজনের সর্বপ্রথম স্তররূপে শ্রীরূপপাদ নির্ণয় করিলেন । 'শ্রদ্ধা শব্দে কহে শাস্ত্রে সূদৃঢ় বিশ্বাস ।' আবার সগুণা জীবের নিগুণা শ্রদ্ধা স্বতঃ হইতে পারে না বলিয়া এই শ্রদ্ধার পূর্বেও সূক্ষ্মভাবে কোনও নিগুণা বস্তুর স্পর্শ অবশ্য স্বীকার্য বলিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রদ্ধার পূর্বে নিগুণা বস্তু সাধুকুপা ও সাধুসেবা এই দুইটি স্তরকে স্বীকার করিলেন,—যেমন আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নি স্বতঃ জ্বলে না,কোনও জ্বলন্ত অগ্নির সংযোগ অবশ্য স্বীকার্য ।

• ষধাবস্থিত দেহে জীবের প্রাপ্তির সীমা এই পর্যন্ত—সেই হেতু উপযুক্ত ক্রমে এই পর্যন্তই দেখানো হইয়াছে ।

এই সাধুরূপা ও সাধুসেবারূপ স্তর দুইটি পূর্ব পূর্ব জন্মে কিম্বা এই জন্মেও হইতে পারে। শ্রদ্ধার পর আবার দ্বিতীয় সাধুসঙ্গের প্রয়োজন আছে, যাহা জীবকে ভজনক্রিয়ার স্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। এই ভজনক্রিয়া স্তরের ৬৪ প্রকার অঙ্গের মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয় প্রথম। সুক্লভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই ভজনের সর্বাঙ্গিস্তর, কারণ শ্রদ্ধার পূর্বে যে সাধুসঙ্গ-রূপ স্তরটি দেখানো হইয়াছে, সেই সাধুর মধ্যে তিনটি বস্তু আছে, যথা-সাধু নিজে, তাঁহার মুখে হরিনাম ও হৃদয়ে সাক্ষাৎ শ্রীহরি। কাজেই সর্বাঙ্গিস্তরে সাধুসঙ্গ হইতে ‘ধর্মক্রমশ্চ বীজং’ শ্রীনামই পাওয়া যাইতেছে। এই হেতু সর্বাদিকারণ রূপে সমস্ত ভজন-জগতের অঙ্গীরূপে শ্রীনামকে নির্দেশ করিলেই সর্বসামঞ্জস্য হয়। বীজধর্মী শ্রীনাম হইতেই ক্রমশঃ সমস্ত সাধন-ভজনের উদগম হইয়া থাকে। ‘নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।’—চৈঃ চঃ ১৫।১০৭। ‘সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব-ভক্তি সাধন উদগম।’—চৈঃ চঃ অ ২০।১৩। শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবে ধন্যাতিধন্য বর্তমান কলিযুগে ভজনের সর্বাঙ্গিস্তরে জীবের ভাগ্যে একটি মহা সুযোগ আসিয়াছে। এই সময়ে অগ্র কোন মহৎ সঙ্গেরও আর অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবান্ নিজেই মহামহৎরূপে আসিয়া এই কলির জীবকে সমস্ত ভজনের বীজ-স্বরূপ ‘নাম’ ও তাহা গ্রহণের যোগ্যতা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেওয়া এই ‘নাম’ যে কেহ গ্রহণ করিবে, সে-ই শ্রদ্ধাদি

সমস্ত ক্রম পার হইয়া যথাকালে প্রেমের ভূমিকায় পৌঁছাইয়া যাইবে ।* এই যুগের আর একটি বিশেষ কথা হইল এই যে, এই যুগে আর বিধিভক্তিও নাই । শ্রীনামকীর্তনের প্রভাবে সকলেই রাগমার্গে প্রবেশ করিবে এবং ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া ব্রজের কুঞ্জ-সেবা প্রাপ্ত হইবে, যথা—দাম্শ্রে কেচন...ময্যাবদ্ধ হৃদোহখিলান্ বিতনৈব বৃন্দাবনসঙ্গিনঃ ।—চ০ নাটক ১০।৭০

বীজধর্মী অঙ্গী নাম হইতে যেমন ভজনক্রিয়া স্তরে শ্রবণ-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ হয়, তেমনি শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ অঙ্গেরও প্রকাশ হয় । যেমন বৃক্ষের কারণরূপ একটি বীজ হইতে কার্যরূপ শাখা-প্রশাখা-পত্র-ফলাদিরও প্রকাশ হয়, আবার অসংখ্য বীজেরও প্রকাশ হয় । শিক্ষাষ্টকে ভজনক্রিয়া-স্তর হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে—তাই প্রথমেই বলা হইল, ‘চেতোদর্পণ মার্জনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ।’ এখানে কার্যরূপ অসংখ্য নামের কথাই বলা হইয়াছে । এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন সাধনভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া চিত্তদর্পণ মার্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন । চেতোদর্পণ-মার্জন অর্থাৎ ‘অনর্থনিবৃত্তি’ ভজনের চতুর্থ স্তররূপে নির্দেশিত হইলেও এখানেই কিন্তু ইহার শেষ হয় না । ‘অনর্থনিবৃত্তি’ নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি স্তরের সীমা পর্যন্ত চলিতে থাকে । এই আসক্তি-স্তর পর্যন্তই সাধনভক্তি, যথা—[‘হরাবাসক্ত্যবধিকা

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ ।

মজ্জয়ন্তু জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়া ॥

সাধনভক্তিঃ—ভ০ র০ সি০ ১।৩।১ মুকুন্দগোষামী টীকা] ।
 কাজেই সাধনভক্তির চরম অবস্থা আসক্তি-স্তরে পৌঁছিলে সাধ-
 কের 'ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাণ' হয় । কিন্তু এই 'ভবমহাদাবাগ্নি-
 নির্বাণ' বাক্যের তাৎপর্য কি তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়ো-
 জন । সাধনভক্তিকে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।১।১৩ কারিকাতে
 'ক্লেশলী' বলা হইয়াছে এবং 'ক্লেশল্লহ' বাক্যের অর্থ তৎপরবর্তী
 ১।১।১৪ কারিকায় পাপ, পাপবীজ ও তাহার মূল অবিচার নাশ
 বলা হইয়াছে । কাজেই উপযুক্ত কারিকা অনুসারে আসক্তি স্তরে
 'ভবমহাদাবাগ্নির নির্বাণে' পাপ, পাপবীজ ও অবিচার নাশ হইয়া
 যায় । শ্রীরসামৃতের এই সিদ্ধান্ত পূর্বাপর সঙ্গতি করিয়া, বুঝিতে
 না পারিলে 'চেতোদর্পণ' শ্লোকের ভজনস্তর-ক্রম বুঝা যাইবে
 না । কারণ কষায়হীন নিরপরাধ ক্ষেত্রে এক কৃষ্ণনামে প্রেম
 অর্থাৎ 'বিদ্যাবধূ'-স্তর প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রসম্মত অথচ এই শ্লোকের
 'ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাণে'র পর কৃষ্ণনামে 'শ্রেয়ঃকৈরব' অর্থাৎ
 রতি-স্তর প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে । ইহার মীমাংসার সূত্র
 শ্রীরূপপাদের কারিকায় এবং শ্রীবিঘ্ননাথের টীকায় পাওয়া যায়,*
 যথা—ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাণেও চিত্ত সম্পূর্ণ অপরাধ শূন্য—

* (ক) উৎপন্নরতয়ঃ সমাঙ্কনৈবিন্যামনুপাগতাঃ ।

কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

—ভ০ র০ সি০ ২।১।২৭৬

অর্থাৎ ঐহাদের কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে

নির্ধৃতকষায় হয় না। জলধারা বর্ষণে দাবাগ্নি নির্বাণিত হইলেও যেমন কোথাও কোনও মৃত্তিকাসংলগ্ন এক নিভৃত কোণে কোনও একটি অগ্নিকণিকা থাকিয়া যাইতে পারে,—যাহা কিছু বিলম্বেই নিঃশেষে নির্বাণিত হয়। তেমনি পাপ, পাপবীজ ও তাহার মূল বাসনা পর্যন্ত অপরাধের সহিত ক্ষয় হইয়া গেলেও নামাপরাধ-লক্ষণ কষায়ের কোনও কোনও প্রবল অংশ ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় ভজনের রতিস্তর পর্যন্ত থাকিয়া যায়, যাহা এই রতিস্তরে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপর একটি কৃষ্ণনামেই প্রেমপ্রাপ্তি হয়।
—‘এক কৃষ্ণনামে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায় !—চৈ০ চ০।

নির্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারেরও যাহারা যোগ্য, তাহারাই সাধক বলিয়া কীর্তিত।

(খ) নামাপরাধলক্ষণশ্রীভদ্রশ্রী কশ্চন কশ্চন প্রবলো ভাগঃ ক্ষীণত্ব গচ্ছন্ রতিপথ্যন্তোহপি ভবতীতি ভাবঃ।—ভা০ ১২।১৮ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা
অর্থাৎ নামাপরাধলক্ষণ অভদ্রের কোনও কোনও প্রবলভাগ ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত অবস্থায় রতির ভূমিকা পর্যন্ত থাকিয়া যায়।

(গ) ভ০ র০ সি০ ১২।১ টীকা শ্রীবিষ্ণুনাথ—সাধকভক্তলক্ষণশ্রী মধ্যে রতাপর-পর্যায়শ্রী ভাবস্যাবির্ভাবেহপি ‘সমাঙ্ নৈর্বিঘ্নমমুপাগতাঃ’ ইতি বিশেষণে প্রবলতরস্য কস্যচিন্মহদপরাধস্য কশ্চন ভাগোহবশিষ্টোহ স্তীতি লভাতো... অর্থাৎ সাধকভক্তলক্ষণের মধ্যে রতিপথ্যে ভাবের আবির্ভাবেও ‘সমাক্ প্রকারে নির্বিঘ্ন হইতে পারে নাই’ এই বিশেষণ দ্বারা বুঝা যায় প্রবলতর কোনও মহদ অপরাধের কোনও অংশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

যাহোক আসক্তি স্তরে ভক্তের চিত্র এতটা পরিমার্জিত হয় যে, সেই শুদ্ধপ্রায় চিত্রদর্পণে শ্রীভগবান্ সহসা প্রতিবিম্বিত হইয়া অবলোকিতের মত প্রতীয়মান হন ।* এ অবস্থায় ভক্তের শ্রীনামামৃত আশ্বাদন তৎপর রসনা প্রায় নিরন্তর স্পন্দিত হইতে থাকে । এইভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন* চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে ভক্তের সেই নির্মল চিত্তরূপ হৃদে অপূৰ্ব শোভাশালী ভাবরূপ^v একটি কুমুদের বিকাশ হয়, ইহাকেই শিক্ষাষ্টকে 'শ্রেয়ংকৈরব' বলা হইয়াছে । জীবের ভাগ্যাকাশে ইহাই হইল পরম মঙ্গলময় ঘটনার উদয়, যাহার উপর আর কিছু হইতে পারে না, তাই ইহাকে শ্রেয় বলা হইল এবং সৌন্দর্যে মাধুর্যে অতুলনীয় বলিয়া কুমুদের সহিত উপমা দেওয়া হইল । এই ভাব সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত সং-চিৎ-আনন্দ শক্তিত্রয়ের মুকুলিত অবস্থা—ইহাকেই ভক্তিকল্পলতার উৎফুল্ল পুষ্প বলা হয় ।^x

• 'আসক্তিরেবান্তঃকরণ মুকুরং তথা মার্জয়ন্তী, যথা তত্র সহসা প্রতিবিম্বিতো ভগবানালোকামান ইব ভবতি ।-মাধুৰ্ঘকাদম্বিনী বস্ঠামৃত বৃষ্টি

★ 'লঘু লঘুচারিত শ্রীকৃষ্ণনামামৃতাস্বাদপ্রতিক্ষণ লোলিত রসনঃ'

—মাধুর্যা কাদম্বিনী ৬

v এই রতি বা ভাবের ভূমিকায় ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হয়, যথা—সদা নামগানে রুচি, ক্ষান্তি ইত্যাদি ।

x 'য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্যা স্বরূপভূতস্যা কন্দলী-
ভাবং ভজতে । যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উ ফুল্লং পুংসনমাচক্ষতে ।

—মাধুৰ্ঘকাদম্বিনী সপ্তম বৃষ্টি ।

চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ সুধাধারার স্পর্শে কুমুদ যেমন প্রস্ফু-
 তিত হইয়া উঠে, তেমনি শ্রীনামকীর্তনরূপ অমৃতধারায় সিদ্ধ
 হইয়া ভাবরূপ কুমুদ-কলিকাটি (অবশিষ্ট কষায়লেষ অপগমে)
 সুনির্মল ভক্তচিত্তে শতদলে বিকশিত হইয়া উঠে প্রেমকুমুমরূপে ।
 ইহাকেই শিক্ষাষ্টকে বলা হইয়াছে ‘বিগ্ণাবধু’ । শ্রীরায়রামানন্দ
 সংবাদে শ্রীরামরায়ের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘বিগ্ণ’ শব্দের অর্থ আমা-
 দের এইরূপ জানাইয়াছেন—‘শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিনা বিগ্ণ নাহি আর ।’
 —চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৯৯ । আবার মুগুকশ্রুতির ‘যদাপশ্য পশ্যতে’
 শ্লোকের শেষ চরণের ‘বিদ্বান্’ শব্দের মুক্তপ্রগ্রাহবৃত্তিতে ‘প্রেম-
 বান্’ অর্থই পাওয়া যায় । কারণ শ্রীগৌরের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে
 ‘প্রেম’ প্রাপ্তির কথা বলাই শ্রুতির এই শ্লোকের উদ্দেশ্য । কাজেই
 শিক্ষাষ্টকের এই ‘বিগ্ণাবধু’ শব্দের অর্থ ‘প্রেমধন’ । প্রেমকে বধু
 বলা হইল কেন, তাহা প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিলেই বুঝা
 যায় । ‘প্রেম’ চিত্তকে অতিশয় ম্লিঙ্ক করে, পরমানন্দ দান করে
 এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা দান করে । এই ‘প্রেম’ বধুর গায়ই
 কোমলস্বভাবা, ম্লিঙ্কা, সেবাপরায়ণা ও মধুরস্বভাবা ।* প্রেমিকের
 ক্রিয়া মুদ্রা বুদ্ধির অগম্য । শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে
 কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও উন্মাদের মত নৃত্য

• সমাঙ্গসৃণিতস্বান্তো মমত্যাতিশয়াক্তিতঃ । ভাবঃ স এব সাদ্রাত্মা

বুধৈঃ প্ৰেমা নিগন্ততে ॥—ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১

করে ।* 'যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম—করয়ে উদয় । তাঁর বাক্য, ত্রিয়া
মূদ্রা বিজেহ না বুঝয় ॥'*—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৩৫ । প্রেমিক
নামমাধুর্য আশ্বাদনের তন্ময়তায় বাহ্যিক স্মৃতিহার। হইয়া নিরন্তর
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন করিতে থাকেন । তাঁহার শ্রীনামাকৃষ্ণরসনা কখনই
শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন ত্যাগ করিতে পারে না ।

পূর্ণিমার চন্দ্রের আকর্ষণে জলনিধি পূর্ণ হইয়াও যেমন
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনই প্রেমনিধি পূর্ণ হইয়াও শ্রীনামসঙ্কীৰ্তরূপ
সুধাবর্ষণে উচ্ছলিত, উদ্বেলিত হইয়া উঠে । শিক্ষাষ্টকের উপরোক্ত
শ্লোকের 'আনন্দাসুধিবর্ধনং' বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে ।
এই অবস্থায় শ্রীনামের মাধুর্য অনুভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—শ্রীকৃষ্ণ
নামাক্ষর হইতে মাধুরীপ্রস্রবণ যেন প্রবাহিত হইতে থাকে,—'যঃ
কৃষ্ণনামাক্ষর-মাধুরী-বরৈরাশ্বাদতে'—গোপালচম্পু পূর্বঃ ১৫শ
পৃষ্ঠা—৬৪ । মনে হয়, নামের প্রতিটি অক্ষর যেন কি এক অদ্ভুত
অমৃত দিয়ে গড়া,—'যাতে কৃষ্ণেতি শব্দ শ্রুতি-পথমমৃতাদপ্যতি
শ্বাদযুক্তে'—গোপালচম্পু পূর্বঃ ১৫শ পৃষ্ঠা—৬৬ । আশ্বাদনের

* ধনুশ্রায়ং নবপ্রেমা সশ্রোণীলতী চেতসি ।

অন্তর্কনিভিরপ্যস্ত মূদ্রা স্তম্ভু স্তুহর্গমা ॥—ভঃ বঃ সিঃ ১।৮।২২

★ এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা

জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-

ত্যানাদবনু ত্যতি লোকবাহুঃ ॥—ভাঃ ১১ ২।৪৮

মত্ততায় প্রেমিকের দেহ মন সমস্ত ইন্দ্রিয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। উপরোক্ত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের ‘প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং’ এবং ‘সর্বাশ্মপনং’ বাক্যে এই কথাই বলা হইয়াছে। ভজনের এই স্তরে ভক্তের শ্রীনামমাধুর্য-আস্বাদনচমৎকারিতা শ্রীগৌর-হরির অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ গোস্বামিগণ এইরূপে বর্ণন করিরাছেন। শ্রীজীবচরণ গোপালচম্পুতে :

শ্রীরাধার স্বগতোক্তি—

শ্রব্যণাং স্বাদসারং শ্রুতিরনুমত্তুতে যত্ত্ব যদ্বা সুধাক্কে-

র্মস্থাল্লকং রসজ্জা সুখহৃদিজসুখং চিত্তবৃত্তির্ভিদেব।

কিন্তুৎ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ময়মথবা কৃষ্ণবর্ণহ্যতিন-

মাজীব্যঃ কোহপি শশ্বৎ স্ফুরতি নবযুবেতূহয়া মোহিতাস্মি ॥

—শ্রীগোপালচম্পু পূর্ব ১৫শ পৃষ্ঠা ৬৭

অর্থাৎ সুখপ্রদ শব্দসমূহের আস্বাদন-সার যাহা শ্রবণে কর্ণ উদ্গ্রীব, অথবা জিহ্বা সুধাসিন্ধু-মস্তন-লক্ক যে বস্তু প্রার্থনা করে, অথবা চিত্তবৃত্তি হর্ষযুক্ত হৃদয়জাত যে সুখ প্রার্থনা করে, তাহা কি ‘কৃষ্ণ’ এই ছুই ‘অক্ষর’ অথবা ‘কৃষ্ণ’ বর্ণের জ্যোতি-সমূহের আশ্রয় কোন এক নবযুবা, কে’ই বা বার বার স্ফূর্তি পাইতেছেন ! এইরূপ বিতর্ক করিয়া আমি বিমোহিত হইতেছি।

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী স্তবাবলীতে :

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধুমুগ্ধম্

কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্বুত-গাঢ়হৃগ্ধম্।

সর্বক্ষণং সুরভিরাগ- হিমেন রম্যং

কৃতা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ভে ॥

অর্থাৎ 'রাধা' এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের গ্রায় মনোহর এবং 'কৃষ্ণ' এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের গ্রায় অতিশয় স্বাদু । হে ক্ষুধাতুর মদীয় রসনে ! তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিমদ্বারা সর্বদা রমণীয় করিয়া পান কর ।

শ্রীরূপচরণ বিদগ্ধমাধব নাটিকে :

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলকয়ে
কর্ণক্ৰোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ক্বদেভ্য স্পৃহাম্ ।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১ অঙ্ক । ৩৩)

যত্নন্দন ঠাকুরের পয়ার ব্যাখ্যা :

মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাড়ায় অতিশয় ।

নাম সুমাধুরী পাণ্ডা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্জা হয় ॥

কি কহব নামের মাধুরী ।

কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দুই আর্থর করি ॥

আপনি মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কাণে
 তাতে কানে অঙ্কুর জনমে ।
 বাঞ্জা হয় লক্ষ কান যবে হয় তবে নাম
 মাধুরী করিয়ে আশ্বাদনে ॥
 'কৃষ্ণ' ছু আঁধর দেখি জুড়ায় তপত আঁধি
 অঙ্গ দেখিবারে আঁধি চায় ।
 যদি হয় কোটি আঁধি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
 নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
 চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
 বিস্তারিতে হৈতে হয় সাধ ।
 সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
 নামে করে প্রেম উনমাদ ॥
 যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
 সব ভাব করয়ে উদয় ।
 সকল মাধুর্ঘ স্থান সব রস কৃষ্ণনাম
 এ যত্নন্দন দাস কর ॥

চেতোদর্পণ-মার্জনং

চিৎকণ জীবের কতগুলি জড় উপাধি আছে, যথা—দেহ,
 ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি বা চিত্ত । চিত্ত হইল অনুসন্ধানাত্মিকা
 বৃত্তি । এই বৃত্তির পাঁচটি প্রকাশ, যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, সঙ্কল্প,
 নিদ্রা ও স্মৃতি । বিভূর্চৈতন্য শ্রীভগবানের অণু অংশ জীব স্বরূপে

শুদ্ধমুক্ত ও আনন্দময় কিন্তু ইহা স্বরূপশক্তি ও মায়া শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া এবং শক্তিতে অতিক্রম্য বলিয়া এই তটস্থশক্তিগণ স্বাধীন থাকিতে পারে না—স্বরূপশক্তি কিংবা মায়াশক্তির মধ্যে যে-কোন একটির অধীনতা ইহাকে স্বীকার করতেই হয়। স্বতন্ত্রতা জীবের নৈসর্গিক ধর্ম বলিয়া এই দল নির্বাচনে জীবের স্বাধীন ইচ্ছাই বলবতী। একদল অনাদিকাল হইতে স্বরূপশক্তিবর্গের অধীনে নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইল। আর একদল শ্রীভগবান্ হইতে বিমুখ হইয়া মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিল এবং অনাদিকাল হইতে ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিল। এই নিত্যবদ্ধ জীবের চিন্তের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। দাসের অঙ্গে যেরূপ প্রভুর পরিচয়সূচক পোষাক অর্থাৎ চাপরাস আঁটিয়া দেওয়া হয় তেমনি মায়া তাহার অধীন জীবকে কতকগুলি পোষাকের দ্বারা আবৃত করিয়া দিল। এই পোষাকগুলির নাম—অবিद्या, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিद्या অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জীবের নিজ শুদ্ধ পরিচয় ভুল হইয়া গেল অমনি অস্মিতা আসিয়া বলিল 'তুমি ভাবছো কেন, এই দেহটি ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুই তো সত্য-কার 'তুমি' ও 'তোমার'। অস্মিতার রমণীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মভোলা জীব এই দেহ-গেহকেই 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করিয়া মমতায় জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের প্রতি তীব্র-ভাবে আসক্ত হইল। জড়ীয় বস্তুতে ভুলবশতঃ এই আত্মসম্বন্ধ রচনাই জীবের সংসার। এই সংসারপ্রবাহে পড়িয়া জীবের

অবিद्या-জনিত দুর্ভাসনা হইতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ অনিবার্য হইয়া পড়িল ।*

চিৎ-এর বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই হইল জড় । চিদ্বস্তু নিত্য আনন্দময় আর জড়বস্তু নিত্য দুঃখবহুল । এই দুঃখবহুল জড়বস্তু দেহে-গেহেতে ভুলবশতঃ আত্মবুদ্ধি হইতেই যখন আনন্দময় জীবের সংসারদুঃখের ভোগ হইতেছে তখন এই ভুলটি ভাঙ্গাইয়া দিতে পারিলেই জীবের সমস্ত দুঃখের অবসান হইতে পারে এবং সেই ভুলভাঙ্গা অবস্থায় তাহার নির্মল চিত্তদর্পণে বিভূচৈতন্য শ্রীভগবান্কে প্রতিফলিত করাইয়া সেই সংযোগে সে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে । এই সংসারাসক্ত জীবের পশ্চাতে পাপে পুণ্যে মিশ্রিত অনাদি কর্মস্তুপ সঞ্চিত আছে । সেই অনাদি কর্মস্তুপ হইতে কিঞ্চিৎ অংশ ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়া এই বর্তমান জীবননাট্যের শুরু হয় এবং এই মূলধনকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান জীবনে অসংখ্য অসংখ্য নূতন কর্মের সৃজন হইতে থাকে । এই কর্মপ্রবাহের শেষ নাই । এইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে ‘গহনা কর্মণো গতিঃ’ অর্থাৎ কর্মের গতি ছুঁবিজ্ঞেয় ।

• সুখের মত (সুখাভাস) বাহা দেখা যায়, এই সংসারে তাহা চিদ্বস্তুর সঙ্গে সংযোগ হেতুই দেখা যায় । টাকায় যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে ব্যাঙ্কে অল্পের মজুত টাকার কথা শুনিলেই আমার চিত্তে সুখের উদ্বেক হইত, কিন্তু তাহা হয় না—কিন্তু আমার দশটি টাকাও ব্যাঙ্কে জমা পড়িলে সুখ হয়, তফাৎ শুধু ত্রি আমার কথাটির সংযোগ টাকার

এই পাপপুণ্য ব্যতীতও জীবের আর একটি বস্তু সঞ্চিত আছে। সেইটিই সবচেয়ে বেশী মারাত্মক, যাহা জীবচৈতন্যকে কঠিন আবরণে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে। সেইটি হইল অপরাধ। পাপপুণ্যের উৎপত্তি হয় এই জড়ীয় দেহগেহের সম্পর্কে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রসম্মত কর্ম হইতে, আর অপরাধ উৎপন্ন হয় শ্রীভগবান্ ও সাধু-গুরু শাস্ত্র সম্বন্ধে নিষিদ্ধ কর্ম হইতে। কাজেই চিন্তের আবরণক ময়লা হইল, পাপপুণ্যাদি কর্মপ্রবাহ এবং অপরাধ এই দুই জাতীয়। শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ মার্জক এই দুই জাতীয় ময়লাই পরিষ্কার করে।

বিভিন্ন চিন্তামলের শক্তি ও তারতম্য বিচার : জীবকে ক্লেশ ভোগ করাইতে পাপপুণ্যাদি কর্মপ্রবাহ দাবানল সদৃশ ভয়ঙ্কর হইলেও শ্রীনামসূর্যের নিকট ইহারা নীহারবিন্দুর মত অতি ক্ষীণবল। নিরপরাধ ব্যক্তির অনাদিসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ কর্মস্তুপ নামের একবার প্রসঙ্গক্রমেও উচ্চারণে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু অল্প অপরাধ সূতার বন্ধনের মত ক্ষীণবল হইলেও প্রচুর অপরাধ লৌহশৃঙ্খলের মত অতিকঠিন। ইহা বজ্রলেপের মত চিন্তে আঁটিয়া থাকে, সহজে যাইতে চায় না।

আবার প্রচুর অপরাধযুক্ত ব্যক্তির যতক্ষণ অপরাধ নিঃশেষে

সঙ্গে। কাজেই সুখ টাকায় দেয় না, দেয় 'আমার' কথাটির সংযোগে— এই 'আমি' হইল চিৎকণ জীব যাহার সঙ্গে সংযোগে সুখ হইতেছে।

ক্ষয়প্রাপ্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পাপাদিও ক্ষয় হয় না। তবে নামাশ্রয়ীর এই পাপাদির কোন ক্রিয়াও থাকে না। ইহারা যেন ভোগ হইয়া গিয়াছে এইরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে।* বার বার নামের আবৃত্তি করিতে করিতে যেই অপরাধ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাপাদি সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং নির্মলচিত্ত ভক্তের শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

চেতোদর্পণ মার্জনে নামসঙ্কীর্ণের শক্তি

শ্রুতিতে শ্রীভগবান্কে বাক্য ও মনের অগোচর বলা হইয়াছে। ভগবান্ হইতেও তাঁহার নামের মহিমা অধিক—ইহাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এই নামের সর্বাতিশায়ী মহা ঐশ্বর্যের কথা ভাষায় কি করিয়া বর্ণনা করা যাইবে! তাই আজ স্বয়ং নামী শ্রীগৌর-হরি নামের অপরিমিত অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতে যাইয়া বার বার শুধু নামের জয়ধ্বনি দিতেছেন—‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্।’ শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বা নামের সম্পূর্ণ উদয়ের শক্তি অবর্ণনীয় বলিয়া শাস্ত্র নামাভাসের মহিমা বলিয়াই কৈমুতিক হ্রাসে ঐ অবর্ণনীয় মহিমাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন! এই ‘নামাভাস’ তিন শ্রেণীর; যথা—(১) অগ্ৰত্ৰ সঙ্কেতে ও নির-

* ‘তেষাং ষাবল্লামাপরাধক্ষয়াভাবস্তাবদনষ্টানি পাপানি ভুক্ত ফলা-
নেব তিষ্ঠান্তি ভক্তিবৃদ্ধ্যা তদভ্যাসেন নামাপরাধক্ষয়ে সতি সত্বে এব সমূল-
পাপক্ষয়াং ভগবন্তু প্রাপ্নোতি। ভা० ৩।২।৯-১০ - শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ

পেক্ষভাবে গীতালাপাদি পূরণে নামগ্রহণ । (২) বিরুদ্ধভাবে পরি-
হাসাদিতে নামগ্রহণ । (৩) ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের
উদয়ারম্ভ ।

নামাভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নামাভাস

নামাভাস হৈতে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ।

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥

—চৈ০ চৈ০ অ০ ৩৩১

তাৎপর্যার্থ : এখানে ‘সর্ব পাপক্ষয়’ বাক্যটি বিশেষ অর্থ
প্রকাশ করিতেছে; যথা—আমরা বর্তমান এই জন্মটিতে ভোগের
জন্ম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সমস্ত প্রারক পাপকর্ম তো
নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ই, আরও আমাদের পশ্চাতে পর পর
জন্মে ভোগের জন্ম যে কর্মস্তুপ অপ্রারক, কুট ও বীজাকারে
জমা আছে, তাহাও নামাভাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । পয়ারের প্রথম
লাইনে সর্বপাপ ক্ষয়ের কথা বলিয়া দ্বিতীয় লাইনে সংসারের
ক্ষয়ের কথা বলিবার উদ্দেশ্য—শুধু যে পাপক্ষয় হয় তাহাই নয়,
পুণ্য এবং পাপ-পুণ্যের মূল যে অবিগ্ন বা সংসার তাহাও ক্ষয়
হয়,—নামাভাসেরই এমনই শক্তি । নাম-কীর্তনের ইচ্ছাবশতঃ
একটি নাম একবারও উচ্চারণে যে কি ফল তাহা আর বলিবার
কি আছে ।

উপরোক্ত পয়ারের বক্তব্যের উদাহরণ স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল ।

মিয়মাণো হরেন্নাম গুণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।

অজামিলোহপ্যাগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গুণন্ ॥

—ভা° ৬।২।৪৯

অর্থাৎ মুমূর্ষু অজামিল পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করিল, শ্রদ্ধায় নামগ্রহণের মহিমা আর বলিবার কি আছে ।

নামাভাসে ‘মুক্তি’ হয় সর্বশাস্ত্রে দেখি ।

শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী ॥

—চৈ° ৮° অ° ৩।৬৪

শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানে নামাক্ষরের দুর্ভাগ-অদ্ভুত বীর্যের কথা ব্যক্ত আছে । শ্রীকৃষ্ণকে যেমন মানুষের মত দেখা গেলেও তিনি মানুষ নন্ তেমনি শ্রীভগবানের নামের অক্ষর-গুলিও সাধারণ অক্ষরের মত দেখা গেলেও ইহা সাধারণ অক্ষর নহে, ইহা তইল পরমাক্ষরাকৃতি চিদ্ব্যনানন্দ বিগ্রহ । অগ্নি যেমন নিজ স্বাভাবিক ধর্মে সুগন্ধি চন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া পুতি-গন্ধময় আবর্জনা সবকিছু নিঃশেষে পুড়াইয়া দেয়, তেমনি সান্নিধ্য মাত্র পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনাম যে কোন প্রকার ঈষৎ সম্বন্ধে সাপেক্ষ নিরপেক্ষ সমস্ত ভাবের ব্যক্তির পাপপুণ্যাদিময় সমস্ত বিষয় ধ্বংস করিয়া দেয়, এবং ‘নামে’র যে মুখ্য ফল ‘প্রেম’ তাহা

কিঞ্চিং বিলম্বে হইলেও দান করে,—(ভা० ৩২।২০ ক্র० স०
টীকা)। শ্রীনামের উপরোক্তরূপ আভাসের অদ্ভুত শক্তি শুধু
স্তুভিত হয় অপরাধ-ক্ষেত্রে। অপরাধ-ক্ষেত্রে পরম স্বতন্ত্র নাম
তাহার এই শক্তি আচ্ছাদিত করেন।

পাপী ছুরাচারী অজামিলের পুত্রের নাম হইল নারায়ণ।
মুমূর্ষু অবস্থায় ভয়ে অজামিল পুত্রকে 'নারায়ণ বলিয়া আহ্বান
করিয়াছিল। এইরূপে পুত্রের স্মরণে পুত্রকে আহ্বানে 'নারায়ণ'
শব্দটি জিহ্বায় উচ্চারিত হইল, আর তাহাতেই অজামিলের মুক্তি
হইয়াছিল, এবং শ্রীবিষ্ণুপার্বদগণের সঙ্গপ্রভাবে ও উপদেশে ভজন
করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীহরির বিনা স্মরণে উপরোক্ত-
ভাবে অগ্রত্ব সঙ্কেতে যে তাহার নাম উচ্চারণ তাহাকে শাস্ত্রে
'নামাভাস' শব্দে অভিহিত করা হয়। অজামিল নিরাপরাধ ছিল
তাই নামাভাসেই মুক্তি হইয়াছিল। অজামিলের মত নিরপরাধ
ক্ষেত্রে অগ্রত্ব সঙ্কেতরূপ নামাভাসে এবং ঈষৎ উদয়রূপ নামের
আভাসে—যথা, পরিহাস, গীতালাপাদি পূরণে বা হেলায়
নামগ্রহণে—নিঃশেষে সমস্ত পাপ-পুণ্যাদি ও তাহার মূল সংসার-
বাসনা পর্যন্ত ক্ষয় হইয়া যায়। অজামিল উপাখ্যানের দ্বারা
কৈমুতিক গ্নায়ে* নামের শক্তির অদ্ভুত মহিমা জগতে প্রচার

* কৈমুতিক গ্নায়—দুর্বল ব্যক্তিই যখন এই কাজ করিতে পারে,

তখন সবল যে পারিবে, ইহা আর বলিবার কি আছে ?

করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, নামাভাসে প্ররোচিত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয় । কারণ সাধারণ সংসারী জীব সবই অল্পবিস্তর অপরাধগ্রস্ত, নামাভাসে তাহাদের কাজ হইবে না ।* যাহারা নামাপরাধযুক্ত তাহাদের নামসঙ্কীৰ্তন করিয়াই অপরাধমুক্ত হইতে হইবে । আর নামাশ্রয়ী ভক্তগণ তো নাম করিতেছেনই, তাহাদের আর নামাভাসে প্ররোচনার প্রয়োজন কি ?

উপরোক্ত নামাভাস ব্যতীতও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অত্র একটি নামাভাসের কথা পাওয়া যায় । সেটি হইল শ্রীভগবানের নাম-অনুশীলনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের প্রথম উন্মেষ । এই প্রথম-উন্মেষের উপমা হইল সূর্য-উদয়ের পূর্ব অবস্থা ।

হরিদাস কহেন যৈছে 'সূর্যের উদয়' ।

উদয় না হৈতে আরম্ভ, তমের হয় ক্ষয় ॥

চোর প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।

উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম আদি পরকাশ ॥

ঐছে নামোদয়ারন্তে পাপ-আদির ক্ষয় ।

উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদ ॥

—চৈ० চ० অ० ৩।১৮২-৮৪

* অত্র (১৪শ শ্লোক) 'সাক্ষেত্য' ইত্যাদৌ সক্রম্যনামাভাসেনাপি যন্নিঃশেষাঘ—ধুননোক্ত্যা বাসনাপর্ষন্তু ক্ষয়মুচ্যতে (১২শ শ্লোক) গুণানুবাদঃ' ইত্যাদৌ তু ভক্ত্যাবৃত্তৌবেত্তি যত্তত্তু যথাক্রমং নামাপরাধশূণ্ণতদযুক্তভজনাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ম্—'নামাপরাধযুক্তানাং নামাগ্বেব হরন্ত্যাঘম্ ।'

এইরূপ নামের 'ঈষৎ উদয়'ও যাহাকে 'নামাভাস' শব্দে অভিহিত করা হয়, পাপ অপরাধ এমনকি সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তি দান করে, ইহা সত্য । কিন্তু নাম সেবনের যে মুখ্য-ফল 'প্রেম' তাহা সচ্চ সম্পাদিত হয় না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে নামাভাস

সাক্ষেত্যং পরিহাস্তম্বা স্তোভং হেলনমেব বা ।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমাশেষাঘহরং বিহুঃ ॥ —ভা० ৬।২।১৪

অর্থাৎ অজামিলের মত অগ্রত্ব সাক্ষেতে এবং ঈষৎ উদয়ে, যথা—পরিহাসে, গীতালাপাদিতে অথবা হেলায়ও শ্রীহরিনাম গৃহীত হইলে আশেষ পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

পরিহাসে নামাভাস; যথা—হয়েছে হয়েছে, তোমার হরিনামের দৌড় দেখা গিয়াছে । স্তোভে অর্থাৎ গীতালাপাদি পূরণে নামাভাস; যথা—যাত্রাগানে কিংবা দেশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া বন্ধুর নিকট গল্পচ্ছলে নামগ্রহণ, যেমন—আরে ভাই জয়পুরে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে 'গোবিন্দ' বিগ্রহ অগ্রতম ইত্যাদি । হেলায়; যথা—রাতদিন 'হরি হরি' করে আমার ছেলেটা বয়ে গেল ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।১৪ শ্লোকের স্তোভে অর্থাৎ গীতালাপাদিত যে নামাভাসের কথা বলা হইয়াছে সেই অনুরূপ নামভাসের কথা আমরা পদ্মপুরাণ হইতেও পাই; তবে ভাগবতের স্তোভের ক্ষেত্রটি নিরপরাধ আর পদ্মপুরাণের ক্ষেত্রটি অল্প অপরাধযুক্ত এইটুকু তফাৎ ।

শ্রীপদ্মপুরাণে নামাভাস

নামৈকং যন্ত বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা ।*

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিলাস

অর্থাৎ নাম একবার মাত্র যাঁহার বাক্যগত, স্মরণপথগত ও কর্ণস্পৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবহিত বা রহিত যে ভাবেই হউক, তাঁহার নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ হয় ।

বিবৃতি : একটি নামের একবার উচ্চারণ যদি প্রসঙ্গক্রমেও হইয়া পড়ে—প্রসঙ্গক্রমে বাক্যের অর্থ : নাম করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়, অথ কথ্য বলিতে বলিতে কথাচ্ছলে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ হইয়া গেল । ধরুন, স্বাস্থ্যানুতির উদ্দেশ্য লইয়া কেহ পুরী গিয়াছিল সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধুর নিকট গল্পাচ্ছলে কাহারও শ্রীজগন্নাথের নাম জিহ্বায় আসিয়া পড়িল । কিংবা সেই একটি নাম কোনও ভাবে কাহারও কর্ণ কিংবা মনকে ঈষৎ

* বাচিগতং প্রসঙ্গাদাঙ্ মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্ননঃ স্পৃষ্টমপি । শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিং শ্রুতমপি । শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্যবধানং বক্ষ্যমান নারায়ণশব্দশ্চ কিঞ্চিচ্ছা-রণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপত্তিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং যৎ । যদা যদ্যপি হলাং রিক্তমিত্যাছ্যন্তৌ হকাররিকারমৌৰ্ব্বত্তা হরীতি নামাস্ত্যেব তথা রাজ-মহিবীত্যত্র রামনামাপি, এবমগ্গদপুঙ্গবঃ তথাপি তত্তনামমধ্যে ব্যবধায়-কমঙ্করান্তরমন্তীতোতাদৃশ ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ ।

স্পর্শ করে, এবং এইরূপ ঈষৎ উদয় যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ব্যবহিত বা রহিত ভাবেও হয়, তবে সেই নাম বক্তা শ্রোতা সকল-কেই উদ্ধার করিয়া থাকে। নামের শুদ্ধ উচ্চারণ হইল কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি; অশুদ্ধ উচ্চারণ হইল কাহ্লু, নারাগ ইত্যাদি। ব্যবহিত শব্দের অর্থ হইতেছে—নামের একাংশ উচ্চারণের পরই অগ্র একটি শব্দের দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত, যেমন 'রাম' নাম উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইয়া 'রা' বলিবার পরই 'জ' অক্ষরের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া পরে 'ম' অক্ষর উচ্চারিত হইল, যথা 'রাজম'। আর রহিত শব্দের অর্থ হইল নামের প্রথম অংশ উচ্চারিত হইবার পর আর বাকী অংশ উচ্চারিত হইল না, যথা—'নারায়ণ' নামের 'নারা' বলিবার পর আর বাকী অংশ 'য়ণ' উচ্চারিত হইল না।

এরূপভাবেও নামগ্রহণে পাপ-অপরাধ এমন কি সংসার হইতেও উদ্ধার লাভ হয়, ইহা সত্যই। কিন্তু নাম-সেবনের যে মুখ্য ফল তাহা সত্ত্ব লাভ হয় না—কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হয়।

যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চানি বা; তত্র ব্যবহিতং নামঃ কিঞ্চিৎপ্রচা-
রণানন্তরং কথঞ্চিদাপত্তিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চাত্তামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণ-
মিত্যেবংক্রমঃ, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদ্বিশিষ্টা-
ক্ষরগ্রহণবজ্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারস্নেহেত্যেব
সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যোহপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুকারয়ন্ত্যেতি সত্যমেব।
কিন্তু নামসেবনশ্চ মুখ্যং যৎ ফলং তন্নসত্ত্ব সম্পদ্বতে।—শ্রীহরিভক্তি-
বিলাসঃ শ্রীমনাতন গোস্বামীর টীকা।

নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ

কথঞ্চিদুগবন্মানামাভাসস্ত্যপি স সিধ্যতি ।

সকৃচ্ছারমাত্রেন কিংবা কর্ণ-প্রবেশতঃ ॥

—শ্রীবৃ° ভা° ২।২।১৭৩

অর্থাৎ কোন প্রকার নামাভাসেও উচ্চারণ মাত্র কিংবা শ্রবণ মাত্র মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

বিবৃতি—শ্রীভগবানের একটি নাম উচ্চারণের ইচ্ছাবশতঃ একবার উচ্চারণের মহিমা কি বলিব, তাহার নামের যে আভাস অর্থাৎ প্রতিবিশ্ববৎ অনুকারক শব্দ ও কোন প্রকার পরিহাস অবহেলাদি ভাবে একবার উচ্চারণ কিংবা শ্রবণতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে । যথা ষষ্ঠস্কন্ধে—‘মহাপাপী অজামিল মুমূষু’ অবস্থায় পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া আহ্বান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।’ এইটি হইল অশ্রুত সঙ্কেতে নামাভাসের উদাহরণ । আবার শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ উপাখ্যানারম্ভে কথিত আছে—‘এক ব্রাহ্মণ জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য করিতেছিলেন— এমন সময় তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্ত এক ব্যাঘ্র আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল—দূরে এক ব্যাধ তাহার ধনুকে শর যোজনা করিয়া বসিয়াছিল,—অবসর বুঝিয়া ব্যাধ শরনিক্ষেপে ব্যাঘ্রকে আহত করিলে—মৃত্যুসময়ে ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণের কর্ণ-নিঃসৃত শ্রীহরিনাম শ্রবণে মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।’ এইটি হইল নামের ঈষৎ উদয়রূপ নামাভাস ।*

* তথাপি কিং তৎ সাধনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তিমাহাত্ম্যানির্বাচনাত্বেব

নামাভাস সম্বন্ধে শ্রী রূপপাদ

যদাভাসোহপ্যুত্‌ন কবলিতভবধ্বান্ত বিভবো
 দৃশং তত্রাক্রানামপি দিশতি ভক্তি প্রণয়িনীম্ ।
 জনস্তম্ভোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম তরণে ।
 কৃতি তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ?

—শ্রীনামাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক—

অর্থাৎ—হে শ্রীভগবন্নামসূর্য ! যে আপনার উদয়াভাসও প্রকাশিত হইতে হইতেই সংসারদাবানলের নির্বাপন করিয়া, শ্রীনামের স্বরূপ-তত্ত্বাদি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকেও ভক্তিতে অনুরাগিণী দৃষ্টি প্রদান করেন; সেই আপনার অপার মহিমা নিঃশেষে বলিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তিই বা সমর্থ হয় ?—অর্থাৎ কেহই সমর্থ হয় না ।

ভগবদ্ভক্তানামনামাসেনৈব মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহঃ—কথঞ্চিদিতি । অস্তু
 ত্বাৎ ভগবন্নায়াং সেবয়া, ভগবন্নায়াং ষঃ আভাসঃ প্রতিবিশ্ববদনুকারক-
 শব্দস্ত্রাপি কথঞ্চিৎ কেনাপি পরিহাসাবহেলাদিপ্রকারেণাপি সক্রুৎ বার-
 মেকমপি উচ্চারণ মাত্রেন জিহ্বাগ্রে করণেন । কিংবেতি পক্ষান্তরে তশ্চৈব
 কথঞ্চিৎ কর্ণয়োঃ প্রবেশাৎ স মোক্ষঃ সিধ্যতি, তদুক্তং বট্টস্বন্ধে (শ্রীভাঃ
 ৬৩ ২৪)—‘বিক্রুশ্চ পুত্র মঘবান্ যদজামিলোহপি নারায়ণেতি ত্রিয়মাণ
 ‘ইয়ায় মুক্তিম’ ইতি । তথা শ্রীবরাহপুরাণে সত্যাতপউপাখ্যানারম্ভে—
 ‘কিঞ্চিজ্জলে মগ্নং জপসরং ব্রাহ্মণং ভক্ষয়িতুমাগতশ্চ ব্যাঘ্রশ্চ তেনৈব
 ব্যাধেন হতশ্চাকস্মাদুদগতভগবন্নামশ্রবণেনৈব মুক্তির্জাতা’ । ইতি দিক্ ।—
 শ্রীসনাতনগোবামিপাদের টীকা বৃঃ ভাঃ ২২।১৭৩ ।

উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীনামের দুঃস্থ-অদ্ভুত বীর্যের কথাই কৈমুতিক ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, কাজেই এখানে আভাসের অর্থ মুক্তপ্রগ্রাহবৃত্তিতেই করিতে হইবে, এবং সেইভাবে অর্থ করিলে অত্র সঙ্কেতে এবং ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের উদয়ারশ্চে,—এই দুই প্রকার নামাভাসেই ভক্তিতে অনুরাগিণী দৃষ্টি লাভের কথাই এখানে পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যানের উপসংহার—‘অজামিলোহপ্যাগাদ্ভামম্—(ভা० ৬।২।৪২) অর্থাৎ অজামিলও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং শ্রীভাগবতের (৬।২।২০) শ্লোকের ক্রম-সন্দর্ভের টীকার ‘বিলম্বেন প্রাপয়তি’ অর্থাৎ বিলম্বে ভগবল্লোক প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সংক্ষেপ-সার

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতেছি, নামাভাসকে নিম্ন তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) ক্ষেত্র—নিরপরাধ যেমন অজামিল।

নামাভাসের প্রকার—(ক) অত্র সঙ্কেতে—যেমন অজামিল পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া আহ্বান করিল। ফল—পাপ-পুণ্যাদি এবং তাহার মূল সংসার-বাসনা পর্যন্ত ক্ষয় হয় এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোক প্রাপ্তি হয়।*

* কথং সত্ব এব পার্শদৈবৈকুণ্ঠং ন নিশ্চে ? ইতি তদ্বাক্যাদিশা বিলম্বেন প্রাপয়তি। তদেবং সত্যাজামিলোহপায়মারোপিত তন্নামঃ পুত্রস্ত

(খ) বিরুদ্ধভাবে নামের উচ্চারণ—উপহাসে বা হেলায় ।

ফল—মুক্তি, কিন্তু ভগবল্লোকপ্রাপ্তি হয় না ।

(২) ক্ষেত্র—নিরপরাধ এবং অল্প অপরাধ ।

নামাভাসের প্রকার—নিরপেক্ষভাবে গীতালাপাদি পূরণে ।

ফল—পাপ-পুণ্য-সংসারবাসনা এবং অপরাধ সবকিছু হইতে মুক্তি প্রাপ্তি এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোকপ্রাপ্তি ।

(৩) ক্ষেত্র—নিরপরাধ এবং অল্প অপরাধ ।

নামাভাসের প্রকার—শ্রীভগবানের নাম অনুশীলনে প্রবৃত্ত সাধকের চিত্তে নামের প্রথম উল্লেখ ।

ফল—পাপ-পুণ্য ও সংসার বাসনা পর্যন্ত অপরাধ সবকিছু হইতে মুক্তি প্রাপ্তি এবং বিলম্বে শ্রীভগবল্লোকপ্রাপ্তি ।

উপসংহার : এই প্রকরণে শ্রীনামের ছরুহ-অদ্ভুত বীর্ষ প্রচারের উদ্দেশ্যেই কৈমুতিক গ্রায়ে নামাভাসের কথা আলোচিত হইল, নামাভাসে প্ররোচিত করা ইহার উদ্দেশ্য নয়; ইহার উদ্দেশ্য হইল নামের অদ্ভুত শক্তি জানাইয়া নামে প্রলোভিত

সম্বন্ধে তন্নান্যপি মিহতি স্ব, তস্মিন্ স্ব-নামি শ্রীভগবতোঃপাভিমানঃ
সান্দ্রো দৃশ্যতে,—(১০ম শ্লোক “যতস্তদ্বিসয়া মতিঃ” ইত্যত্র । যতঃ পার্শদা
ন মপি মহানোব তত্রাদরো দৃষ্টস্তস্মাৎ স্নেহসম্বলনয়া গৃহীত স্বনামি সত্যপি
তস্মিন্নুৎকণাপর্বক-সাক্ষ্যমিজকীর্তনাদি দ্বারা সাক্ষ্যমিভস্নেহং প্রকৃষ্টং দস্তা
তং নেতুমিচ্ছতি প্রভূরিতি জ্ঞাত্বা সহসা নাভ্রভিঃ সহ তং নীতবস্ত ইতি
সর্বং সমঞ্জসম্! —ভাঃ ৬:২:২০ ক্রমসন্দর্ভ ।

করা । এখানে গায়ত্রি হইল শ্রীনামের আভাসেই অর্থাৎ অস্পষ্ট ছায়ার মত কিঞ্চিৎ উদয়েই যখন এত ফল, তখন স্পষ্ট সম্পূর্ণ একটি নাম একবার ভজনে প্রবৃত্ত সাধকের দ্বারা উচ্চারিত হইলে যে আরও অধিক উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে তাহা আর বলিবার কি আছে ? শ্রীনামের অদ্ভুত শক্তির প্রচারের দ্বারা জীবচিন্তে শ্রীনামের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আদরবৃদ্ধির উন্মেষ করাই এখানে পরমকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ।

কলির যুগাধিদেবতা শ্রীগৌরহরির নিজের দ্বারা যুগধর্ম নাম-সংস্কীৰ্তন প্রবর্তিত ও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখন সকলেই ইচ্ছামাত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছে । কিন্তু অল্প যুগে এই নাম উচ্চারণে পাপী অপরাধী জীবের ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হইত । রত্নাকর দস্যু (শ্রীবাল্মীকি) শ্রীনারদ ঋষির উপদেশে রামনাম জপ করিতে ইচ্ছা কবিয়া প্রথমে সক্ষম হন নাই এবং শ্রীগৌরচরণাশ্রিত হওয়ার পূর্বে কাশীতে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও প্রথমে 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই । তখন অবস্থা ঐরূপই ছিল—অপরাধীর মুখে পরমস্বতন্ত্র শ্রীহরিনাম উদিত হইতেন না; কিন্তু শ্রীগৌরকরণায় বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । আমাদের মত প্রচুর অপরাধগ্রস্ত জীবও এখন ইচ্ছামাত্র শ্রীহরিনাম করিতে পারিতেছে । জীবকল্যাণে শ্রীগৌরের ইহাই শ্রেষ্ঠ অবদান । এখন মানুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ শুদ্ধবর্ণে স্পষ্টাঙ্করেই যথা 'হরে' 'কৃষ্ণ' এইভাবে নাম করিবার অধিকার পাইয়াছে,

শ্রীগৌরকরণায় । কিন্তু এত সহজে বিনা পরিশ্রমে এত বড় অবদান লাভ হইয়াছে বলিয়াই আমরা ইহার প্রকৃত মূল্য দিতে না পারিয়া অবহেলা করিয়া নূতন নূতন অপরাধের সৃজন করিয়া নিরয়গামী হইতেছি ।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নিজমুখে ও তাঁহার শ্রীচরণানুচর গোস্বামিগণ রাজমন্ত্রিহ ও কুবেরসম বৈভব তাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এক এক বৃক্ষের নীচে এক এক দিন বাস করিয়া ও চানা চিবাইয়া জীবনরক্ষা করিয়া নিজেদের অনুভবের উপাদানে গড়িয়া যে শ্রীনামভজন-কৌশল (Technique) জগতে প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বোধে অত্যাধারে শ্রীনামপ্রভুকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি, তবেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিব এবং কলির পতিত জীব হইয়াও ব্রহ্মাদি-তুল্য ও সত্য-ব্রহ্ম-দ্বাপর এবং অগ্ন্য কলিতে অপ্রাপ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজপ্রেম (যাহার উপরে জীবের প্রাপ্য কিছু নাই) লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিব ।

শ্রীনামের মাহাত্ম্য যাহা কিছু শুনিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, শুধু যে বই-এর পাতায় লেখা আছে তাহাই নহে, বিশেষজ্ঞগণের ইহা অনুভব বেণু । পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহাও দেখা গিয়াছে যে শ্রীনামভাসের শক্তির অদ্ভুত প্রকাশ-ক্ষেত্রটি সর্বত্রই নিরপরাধ কিংবা অল্প অপরাধ যুক্ত ।

নামাপরাধ

পদ্মপুরাণের ‘নর্মৈক যশ্ব বাচি’ শ্লোক অনুসারে আমাদের একটি নামেই শ্রীভগবৎস্মৃতি হয় না কেন, তাহার উত্তর ঐ পদ্মপুরাণেরই পরবর্তী শ্লোকে [“তচ্চ দেহ দ্রবিন”] প্রচুর নামাপরাধ ও তৎফলে বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশকেই কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীজীবপাদও বৈষ্ণবতোষণীতে নামাপরাধময়ী সংসারবাসনাকেই প্রতিবন্ধক রূপে নির্দেশ করিয়াছেন।* ‘ফলেন ফলকারণমনুমিয়তে’ অর্থাৎ ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয়। কাজেই নামের ফলে সত্ত্ব সত্ত্ব আমাদের শ্রীভগবদ্ অনুভব হইতেছে না দেখিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয় আমরা আধুনিক বা পূর্ব পূর্ব জন্মের অর্জিত প্রচুর অপরাধগ্রস্ত জীব।

‘এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
 প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
 প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
 শ্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার ॥
 অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
 এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥

* “ননু তৎক্রিয়া চেত্তদনুভবশ্ব হেতুস্তহি কথং প্রথমত এব স ন
 শ্রাৎ ? উচ্যতে, অন্ত্যত্র নামাপরাধময়ী সংসারবাসনা প্রতিবন্ধিনী; সা
 চ তদাবৃত্ত্যেবাপগচ্ছতি”—বৈষ্ণবতোষণী—১০।২।৩৬-৩৭।

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অক্ষুর ॥

— চৈঃ চঃ আ- ৮।২৬-৩০

বাজারের সেরা বীজ আনিয়া জমিতে ফেলা হইল, অথচ বীজ অক্ষুরিত হইতেছে না, এ অবস্থার বুদ্ধিমান্ মালী যেমন জমিতে কি দোষ ঘটিয়াছে তাহাই প্রথমে অনুসন্ধান করে এবং সেই দোষটি দূর করিবার জন্ত যত্নপরায়ণ হয় তেমনি ছুরাহ-অদ্ভুত বীর্য নাম, যাহার আভাসেই মহাপাপী অজামিলাদি শ্রীবৈকুণ্ঠ লাভ করিল, সেই নামের বহুবার কীর্তনেও আমার কিছুই হইল না, বিষয়াসক্তি যেমন ছিল তেমনি রহিল, তখন অবশ্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন কোন্ দোষে এমন হইতেছে । অজামিলাদির সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায় । অজামিলের অপরাধ ছিল না - শ্রীনামের অসন্তোষ হইতে পারে এমন কার্য সে জন্ম-জন্মান্তরেও কোনদিনই করে নাই । পরমস্বতন্ত্র নামের অসন্তোষই অর্থাৎ অপরাধই একমাত্র কারণ যাহা নামের অপরিমিত শক্তি-প্রকাশের পথে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে । জন্ম-জন্মের শত সহস্র পাপ তো নামাভাসেই এক নিমেষে চলিয়া যায় । কাজেই আমাদের প্রতি নামের ফল না দেখিয়া অবগু স্বীকার করিতে হয় আমরা প্রচুর অপ-রাধগ্রস্ত জীব ।

['অপরাধ' = অপ—বিযুক্ত + রাধ—রাধা ।—শ্রীকবিকর্ণপুর ।
অয়ারাধিতো নৃনং (ভা° ১০।৩০।২৮) শ্রীকৃষ্ণবাজাপূর্তিরূপ করে
অনারাধনে । অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ —চৈ° চ°]

তাহা হইলে যাহার অসন্তোষে আমাদের এই দুর্গতি
তাহার সন্তোষবিধানে সর্বপ্রথমে যত্নপরায়ণ হওয়াই আমাদের
বুদ্ধিমানের কার্য হইবে ।

যে সকল কার্যদ্বারা নামের অসন্তোষ হয় সেই দশবিধ
নামাপরাধের কথা নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে, যথা—

- (১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাং তং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ।
- (২) শিবস্ত শ্রীবিষেগর্ষ ইহ গুণ-নামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
- (৩) গুরোরবজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্,
- (৫) তথার্থবাদো, (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
- (৭) নাম্নো বলাদৃশস্ত হি পাপবৃদ্ধি, ন বিদ্বতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
- (৮) ধর্ম ব্রত-ত্যাগ-হুতাদিসর্ব-শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ।
- (৯) অশ্রদ্ধাধানে বিমুখেহপ্যশ্ৰুতি, যশ্চোপদেশঃ শিব
নামাপরাধঃ ॥
- (১০) শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ ।
অহংমাদিপরমো নাম্নি সৌহৃদ্যপরাধকৃৎ ॥

নামাপরাধ সম্বন্ধে শ্রীজীবচরণ

—ভা० ২।১।১১ শ্লোকের টীকা-শ্রীক্রমসন্দর্ভের তাৎপর্যার্থ :

(১) সাধুনিন্দা—শ্রীনামাশ্রয়ী ও শ্রীনামের মাহাত্ম্য বিস্তারকারী সাধুগণের নিন্দা কিংবা তাঁহাদের প্রতি যে-কোন বিদেষ-ভাব-পোষণ সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ। এই কারণেই এইটিকেই প্রথমে বলা হইল। সাধুনিন্দা শ্রবণেও দোষ।*

(২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র মনন—‘একামেবা-দ্বিতীয়ং’ শ্রীভগবানের অংশের অংশ শ্রীশিব হইলেন শ্রীভগবানের শক্তি পরিণতি—ছন্দ-স্থানীয় শ্রীভগবান্ হইতে দধি-স্থানীয় শ্রীশিব ব্যক্ত হন। এই শিবকে যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব মনে করে

শ্রীক্রমসন্দর্ভে সামাপরাধ—ভা० ২।১।১১

• (১) অথ সতাং নিন্দেত্যনেন [সতাং দেষ]—হিংসাদীনাং বচনা-গোচরত্বং দর্শিতম্। নিন্দাদয়স্ত—যথা স্বান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ সংবাদে—‘নিন্দাং কুর্বন্তি যে মুঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কং মহারৌরব সংজিভে ॥ হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। জুব্যাতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি যট্।’ ইতি। তন্নিন্দাপ্রবণেহপি দোষ উক্তঃ—(ভা० ১০।৭৪।৪০) “নিন্দাং ভগবতঃ শৃংস্তংপরশ্চ জ্ঞানশ্চ বা। ততো নার্টপতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ স্ককুতাচ্চ্যুতঃ ॥” ইতি। ততোহপগমশ্চাসমর্থশ্চৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যঃ; তত্রাপ্য-সমর্থেন তু স্বপ্রাণপরিত্যাগঃ কর্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা (ভা० ৪।৪।১৭) “কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্যদকল্প ঈশে, ধর্মাভিতধ্যশ্নিভিন্ভির্নুভিরশ্রুমানৈ। জিহ্বাং প্রসহ ক্রমতীমসতাং প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদশুনপি ততো বিন্শ্জেৎ স ধর্মঃ ॥” ইতি।

তাহারা নামাপরাধ করে। শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-
রূপে দর্শন ও সম্মান করা উচিত। হরিহর একাত্মা,—ইহা
প্রিয়তায়।*

• (২) অথ ‘শিবশ্চ শ্রীবিষ্ণোঃ’ ইত্যত্রৈবেদমনুসঙ্কেয়ম।—শ্রুতং হি-
(গী• ১০।৪১) ‘যদ্ যদ্ বিভূতিমং সৎস্ব মম তেজোহংশসম্ভবম’ ইতি; (ভা•
১০।৬৮।৩৭) “ব্রহ্মা ভবোহপি যশ্চ কলাঃ কলায়াঃ” ইতি; (ভা• ৩ ২৮ ২২)
“যৎ পাদনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধাধিকৃতেন শিবঃ
শিবোহভূৎ” ইতি; (ভা• ২ ৬ ৩২) “স্বজামি তন্নিষুকোহহং হরো হরতি
তদ্বশঃ। বিশ্বঃ পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধুক্।” ইতি তথা মাধবভাষ্য
দর্শিতানি বচনানি ব্রহ্মাণ্ডে— ‘কৃজং দ্রাবয়তে যস্মাদকৃদ্রস্তগাজ্জনর্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ ॥ পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ
সংসারসাগরাৎ তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবঃ
স্বখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাক্ষরঃ। কৃত্যাত্মকমিদং দেহং যতো বস্তু প্রবর্ত-
য়ন্। কৃতিবাসাপ্ততো দেবো বিরিক্ষিচ্চ বিরোচনাৎ। বৃহনাদব্রহ্ম নামা-
সাবৈবধ্বাঙ্গাদিন্দ্র উচ্যন্তে ॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥’ ইতি; বামনে—‘স তু নারায়ণা-
দীনং নাম্নামনুত্র সংশয়ঃ। অন্তনাম্নাং গতিবিষ্ণুরেক এব প্রকীর্তিতঃ ॥’
ইতি; স্বাক্ষে—‘ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। অদাদনুত্র
ভগবান্ রাজেবর্তে স্বকং পুরন্ ॥’ ব্রাহ্মে—চতুর্মুখঃ সতানন্দো ব্রহ্মণঃ
পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবশ্চ চ। বিশেষ নামানি
দদৌ স্বকীরাত্মপি কেশবঃ ॥” ইতি। তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বাঙ্গকত্বেন
ত্রাসিদ্ধান্তস্মাৎ সকাশাচ্ছিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্তান্তরসিদ্ধমিতি যো
ধিয়াপি পশ্চেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদ—তাৎপর্যেণ বর্ধন্তত্বে সতি শ্রীবিষ্ণো-

(৩) শ্রীগুরুর অবজ্ঞা—শ্রীগুরুদেব পারমার্থিক জগতের শিক্ষক, পালক ও বন্ধু—স্নেহে পিতা হইতেও অধিক। শ্রীগুরুদেব তদ্ব্যতঃ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানই কোনও রতিমানভক্ত আধারকে অবলম্বন করিয়া শিষ্যের জন্ম গুরুরূপে প্রকাশিত হন। রাগানুগা ভজনে ঐশ্বর্যাংশ অপগমে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখি মঞ্জরীরূপে মধুর দর্শন হয়। [সাক্ষ্যকরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রে রক্তসুখা ভাব্যতে এব সদ্ভিঃ । কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্ম বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দং ॥ —শ্রীবিষ্ণনাথ] অবজ্ঞার অর্থ হইল অনাদর। এ হেন স্নেহময় পারমার্থিক পিতাকে অনাদর একটি নামাপরাধ।*

(৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, অবহেলা বা অবিশ্বাস হইল চতুর্থ নামাপরাধ। ['শাস্ত্রা-বিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং'—শ্রীভা০ ১০।৩৩।৪৯ শ্রীবিষ্ণনাথ]*

(৫) অর্থবাদ—শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য যাহা আছে তাহা স্মৃতি-মাত্র এইরূপ মনে করা একটি নামাপরাধ।^v

শ্বেত্যপেক্ষ্য চ শব্দঃ ক্রিয়তে; তৎ প্রাধাণ্য বিবক্ষয়ৈব শ্রীশব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ অতএব 'শিবনামাপরাধঃ' ইতি শিব শব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতি-পাদিত ইত্যভিপ্রেতম্। সতস্রনামাদৌ চ স্থাণুশিবাди শব্দান্তথৈব।

* (৩) অথ গুরোরবজ্ঞানাদরঃ।

★ (৪) অথ শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনম্; তথা পবেণ্ডমার্গেণ বুদ্ধদত্তত্রেয়র্ষভ দেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্।

v (৫) অথার্থবাদঃ স্মৃতিমাত্রমিদমিতি মননম।

(৬) শ্রীহরিনামে কল্পনা—শ্রীনামের মাহাত্ম্য গোণ করি-
বার জন্য গতান্তরের চিন্তা, অর্থাৎ নামে কাজ হইতেছে না দেখিয়া
কেহ যদি নিজের অপরাধের দিকে দৃষ্টি না দিয়া মনে করেন
ঔষধ যেমন অনুপান সহযোগেই কার্যকারী হয় সেইরূপ নামকে
কার্যকারী করিতে হইলে অথ কোন প্রক্রিয়া, যথা—দেহ-মন
শুদ্ধ, ত্রাস-প্রণয়ামাদি কিংবা স্মরণমননাদির সাহায্য প্রয়োজন
আছে। সর্বৈশ্বর্যশালী সাক্ষাৎ শ্রীহরি হইতে অভিন্ন তাঁহার নামের
অপরিসীম শক্তির প্রতি আস্থা হারাইয়া অথ আশ্রয়ের সন্ধান
করা হইল নামের প্রতি ষষ্ঠ অপরাধ।*

(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি—যে ভগবানের নামের বলে
পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল
প্রাপ্ত হওয়া যাইত সেই নামের বলে পাপ বিষয়-বাসনা চরিতার্থ
করা, নামের উপর পরম দৌরাভ্যা। ইহা শ্রীশ্রীশালগ্রামের দ্বারা
বাদাম ভাস্কর মতই মনোবৃত্তির পরিচয়। শ্রীনাম বা শাস্ত্র

* (৬) হরিনামি কল্পনং তন্মাহাত্ম্যাগোণতাকরণায় গতান্তরচিন্তনম্; যথোক্তং
কৌর্মে ব্যাসগীতায়াম্, —‘দেবদ্রোহাদ্ গুরুদ্রোহঃ কোটিকোট গুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্ ॥’ ইতি। যত্নু শ্রীবিষ্ণু-
পার্বদেভ্যঃ শ্রুতনাম মাহাত্ম্যাস্যাপাজামিলস্য—(ভা० ৩২।২২) “সোহং
ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভূশদাক্ৰনে” ইত্যোতদ্বাকাম্, তৎ খলু স্বদৌ-
রাভ্যাদৃষ্ট্যা নাম মাহাত্ম্যাদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, (ভা० ৩২।৩২ ৩৩) “অথাপি
মে দুর্ভগস্য” ইত্যাদি দ্বয়ম্।

কাহারও প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই শুধু ব্যবসা বা চাকুরী-দ্বারা অর্থ-উপার্জনের অক্ষমতায় বলরূপীর মত সাধুর সাজ গ্রহণ করা হইল—ফোঁটা তিলক-মালাদির ঘটীর অভাব কিছু রহিল না; লম্বা লম্বা শাস্ত্রের বুলিও আওড়ানো হইল; ভিক্ষার বুলি কাঁধে করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে হানা দেওয়া হইতে থাকিল—উদরপূরণ ও লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যথেষ্ট লাভ হইতে থাকিল। এইটি একটি ভীষণ অপরাধ। এই শ্রেণীর লোকের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।*

(৮) শ্রীনামের অনুশীলনকে ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ ইত্যাদি সর্বশুভ-ক্রিয়ার সহিত সমান মনন হইল অষ্টম নামাপরাধ।

★ (৭) নামো বলাদিত্তি; যত্বেপি ভগবন্নামো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়ন্তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দ-সাক্ষং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণাবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তশ্চেনৈব পরমঘৃণাম্পদং পাপং বিষয়ং সাধয়ন্তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়তোব তন্নাম চেতি পাপকোটিমহত্তমস্যাপরাধস্যাপাতো বাচ্যমেব। ততো যমৈর্বহুভির্ঘম-নিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রারশ্চিতস্য ক্রমেণ প্রাপ্তাধিকারৈরনেকৈরপি দণ্ডধৈরীর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধাভাবোযুক্ত এব,—‘নামাপরাধযুক্তানাম্’ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্তত-নামকীর্তনমাত্রস্য তত্র প্রারশ্চিতত্বাৎ, ‘সর্বাপরাধকুদপি’ ইত্যাহ্যক্তানুসারেণ নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তি-মতোহিপ্যধঃপাতলক্ষণ—ভোগ নিয়মাত্ম। তত্রৈন্দ্রস্যাশ্বমেধাধা-ভগবদ্ যজনবলেন বৃত্তহত্যাপ্রবৃত্তিশ্চ লোকোপদ্রবশাস্তিঃ তদীয়াসুর ভাবধণ্ডনক্ষেচ্চু নামুঘীণামাজ্জাকৃতভ্রাম দোষ ইতি মন্তব্যম।

যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্ত ধর্ম-ব্রতাদি সাধন সেই সাধ্য-বস্তুরই শ্রীনাম—শ্রীনাম একধারে সাধন ও সাধ্য দুইই।—‘কিং বক্তব্যং শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব’ বৃং ভাং ২।৩।১৬৫ টীকা। আবার শ্রীনাম হইলেন সমস্ত ভজনাঙ্গের বীজস্বরূপ, ইহা হইতেই অর্চন-স্মরণাদি ভজনাঙ্গের উদগময় হয়,—‘সর্বভক্তি সাধন-উদগম’—(চৈং চং অ ২০।১৩। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমুখে বলিলেন—(চৈং চং অ ২০।৮) ‘হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়। নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥’ (চৈং চং অ ৪। ৭১)—‘তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন’। শ্রীরূপপাদ পড়াবলীতে এই নামকে বিশাল ধর্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ বলিয়াছেন ‘বীজং ধর্ম-ক্রমস্য’। ঋতিতেও শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে নির্ণীত আছে, যথা—‘এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং’। শঙ্করভাষ্য—‘যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্ততমম্।’ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত প্রকার উপায় আছে তার মধ্যে শ্রীনামই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীনাম রাগভক্তির অঙ্গী বা আত্মা। রাগভক্তির মুখ্য অঙ্গ যে স্মরণ তাহারও এই নামকীর্তনের অধীনত্ব অবশ্য স্বীকার্য, কারণ কীর্তনেরই এই যুগে অধিকার হওয়াতে সর্বভক্তিপথে এবং সর্ব-শাস্ত্রে এই শ্রীনামকীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়া আছে। [‘অত্র রাগানুগায়াং যনুখ্যস্য তস্মাপি স্মরণস্য কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্য-মেব কীর্তনশ্চৈব এতদ্যুগাধিকারত্বাৎ সর্বভক্তিমার্গেষু সর্বশাস্ত্রে স্তশ্চৈব সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনাচ্চ’!—শ্রীরাগবত্মচন্দ্রিকা]।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(বৃ. ভা. ২।১।২ টীকা)—‘কৃষ্ণশ্রবণপাশাহং নির্ঘাতো ধ্যানরজ্জুভিঃ । গ্রাহস্তাত্যশ্চ নির্ঘাতো নামকীর্তন-শৃঙ্খলৈঃ ॥’ অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রবণাঙ্গভক্তি তোমাকে বন্ধন করিতে পাশস্বরূপ কিন্তু সেই পাশ শিথিল হইয়া আসে ধ্যানরূপ দৃঢ় রজ্জুদ্বারা যখন তুমি ধৃত হও, আবার এই ধ্যানরূপ রজ্জু হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া লইয়া নামকীর্তনরূপ লৌহশৃঙ্খল তোমাকে অতীব কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে । এখানে শ্রবণাঙ্গ ভক্তি হইতে ধ্যান এবং ধ্যান হইতে নামকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব বলা হইল । (বৃ. ভা. ২।৩।১৪৮) ‘মণ্যামহে কীর্তন-মেব সত্তমং’—ধ্যানযোগী পিপ্পলায়নের স্মরণের শ্রেষ্ঠত্বপরবাক্য অনুবাদ করিয়া (‘এবং পরমতমনূহ স্বমতং নির্দিশন্তি—মণ্যামহ ইতি’—বৃ. ভা. ২।৩।১৪৮ টীকা) এখন ‘মণ্যামহে’ শ্লোকে নিজে-দের মত বলিতেছেন,—আমাদের মতে চঞ্চল স্বভাব একমাত্র মানসে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত স্মরণাঙ্গ ভক্তি হইতে কীর্তনই উৎকৃষ্টতম । শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—(ভ. র. সি. ১।২।২০ টীকা)—‘নবত্র শাস্ত্রে ভক্তিরভিধেয়েত্যবগম্যত এব, তত্রাপি ভক্ত্যাঙ্গেষু মধ্যে মহারাজচক্রবর্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে তত্রাহ—নামানুকীর্তনমিতি । সর্বেষু ভক্ত্যাঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন স্মরণানি মুখ্যানি ‘তস্মাদ্ ভারত সর্বায়েতি’ (ভা. ২।১।৫) শ্লোকেনোক্তানি । তেষু ত্রিষপি মধ্যে কীর্তনং, কীর্তনেইপি নাম-

লীলাগুণাদি-সম্বন্ধিনি তস্মিন্ নামকীর্তনম্। তত্রাপ্যনুকীর্তনং স্তভক্ত্যানু-
-রূপকীর্তনং নিরন্তরকীর্তনং বা।' অর্থাৎ এই শাস্ত্রে ভক্তিকেই অভি-
-ধেয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। সেই ভক্তির অঙ্গের মধ্যেও মহা-
-রাজচক্রবর্তিরূপে কোন একটি মুখ্যরূপে নির্ণীত আছে— সেই
-কথা বলিবার জগুই মূলে 'নামানুকীর্তন' শ্লোকটি অবতারণা করা
-হইয়াছে। সর্বভক্তিঅঙ্গের মধ্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ এই তিনটি
-মুখ্য—শ্রীভা० ২।১ ৫ শ্লোকের 'তস্মাদ্ভারত সর্বাশ্বেতি' ইত্যাদি
-বাক্যে উহাই বলা হইয়াছে। এই তিনটির মধ্যেও আবার কীর্তনই
-সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার, নামলীলাগুণাদি কীর্তনের মধ্যে—নামকীর্তনই
-শ্রেষ্ঠ। আবার, নামকীর্তনের মধ্যেও নিজের প্রিয় নাম অথবা
-নিরন্তর কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এইরূপে ঋতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রে যে 'নামে'র সর্বশ্রেষ্ঠত্ব
-নির্ণীত হইয়া আছে তাঁহাকে যদি আজ কেহ নিজের মস্তিষ্ক
-চালনার বলে বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জগু বা অগু কোন কারণে অগু
-কোনও সাধন এমন কি অগু ভঙ্গ্যঙ্গের সঙ্গেও সমান মনে করেন
-তাহা হইলে যে সে ব্যক্তি নামাপরাধগ্রস্ত হইবেন তাহা আর
-বলিবার কি আছে ?

**অন্য ভক্ত্যাঙ্গের সঙ্গে শ্রীনামের তুল্যত্ব চিন্তনও
নামাপরাধ :**

সাধারণ সংসারী লোকের নানা ক্রিয়া-কর্ম-পূজা-ব্রতাদির
-সহিত শ্রীহরিনামে তুল্যত্ব চিন্তন তো একটি নামাপরাধই, এমন

কি ভক্তির অগ্ন্যাগ্ন অঙ্গের, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রপঠন, শ্রবণ
 অর্চন-স্মরণাদির সহিতও শ্রীনামের তুল্যত্ব চিন্তন এই ‘অষ্টম
 অপরাধের’ মধ্যে গণিত করিয়াছেন শ্রীজীবচরণ তাঁহার ক্রম-
 সন্দর্ভের টীকায়। ফুটনোটে উদ্ধৃত টীকায় এই অষ্টম নামাপরাধের
 উদাহরণে পদ্মপুরাণের (উঃ ৯:২৬) রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রের
 ‘বিষ্ণোরৈককনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্’ ইতি (অর্থাৎ বিষ্ণুর একটি
 নামই সর্ববেদ হইতে অধিক) উদ্ধৃতি হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে।
 পদ্মপুরাণের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ‘সর্বশুভক্রিয়া’র ভিতরে
 ভক্তি অঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সর্ববেদ অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি
 পুরাণাদির অনুশীলনরূপ শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ হইতেও শ্রীনামের অনু-
 শীলনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইল। এখানে ‘সর্ববেদ’ বাক্যের ব্যবহার
 উপলক্ষ্যেই হইয়াছে জানিতে হইবে অর্থাৎ অর্চন স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ
 হইতেও নামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলে নামাপরাধগ্রস্ত হইতে
 হইবে।

* (৮) অথ ধর্ম ব্রত- ত্যাগেতি; ধর্মাতিভি; সাম্যমনমপি শ্রমাদোহপ-
 রাধো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব ‘বেদাঙ্করাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ।
 তাবন্তি হরিনামানি কীর্তিতানি ন সংশয়।’ ইত্যাদিশেষোপায়াপি নাম্ন এত-
 মাহাত্ম্যামায়াতি। উক্তং হি ‘মধুরমধুরমেতং’ ইত্যাদৌ ‘সকলনিগমবল্লী-
 সৎফলম্’ ইতি; তথা শ্রীবিষ্ণুধর্মে ঋগ্বেদো হি ষজুর্বেদঃ সামবেদোহপাথ-
 বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তঃ হরিরিত্যক্ষরহয়ম্।’ স্বাক্ষে পার্বত্যুক্তৌ—
 ,মা ঋচো মা ষজুস্তাং মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরেনাম গেয়ং

(৯) অশ্রদ্ধাহীন, বহিমুখ এবং শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ করা একটি অপরাধ। যতক্ষণ পর্যন্ত অশ্রদ্ধা-দির ভাব ব্যক্ত না হইতেছে ততক্ষণ জীবমাত্রেই অন্ততঃ নির-পেক্ষ, ইহা ধরিয়া লইয়া নামোপদেশ করিতে হইবে, কিন্তু অশ্রদ্ধাদির ভাব ব্যক্ত হইলেই উপদেশ বন্ধ করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।*

(১০) বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ বশতঃ শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে অনাদর হইল দশম নামাপরাধ। পূর্বসঞ্চিত অপরাধরূপ কারণের কার্যরূপে প্রকাশ হয় বিষয়ে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ; আবার ইহাই কারণ হইয়া পরে নূতন নূতন অপরাধের সৃষ্টি করে।^v

ভজন-চাতুরী

অপরাধই আমাদের সর্বনাশ করিতেছে—কাজেই এই সর্বনাশকর বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রথম অবহিত হওয়াই বুদ্ধি-মানের কাজ। নূতন অপরাধের পথ বন্ধ করিয়াই তবে প্রাচীন ও আধুনিক সঞ্চিত অপরাধ ক্ষয়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে

গায়ত্রী নিত্যশঃ ॥' পাদ্মে (উ० ৯৬২৬) রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—
'বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মন্তম্' ইতি।

• (৯) অথ 'অশ্রদ্ধাধানে' ইত্যাদিনোপদেশ্তুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশশ্চ গ্রাহ,
v (১০) শ্রুত্বৈতি; যতোহহংমাদিপরমোহহস্তা মমতাচ্ছেকতাৎপর্যাত্মেন
তপ্তিন্ননাদরবানিত্যার্থঃ। (পাদ্ম० স্বর্গ ৪৮।৫৫)—'নামৈকং মস্য বাচি স্মরণ-

হইবে, শুধু ক্ষয়ের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে না। সেচের দ্বারা পুকুর জলশূন্য করিতে হইলে প্রথমে পুকুরটিতে নূতন জল আগমানের পথ বন্ধ করিয়া তবেই পাম্পিং মেশিন লাগাইতে হয়। অপর কথা পরমস্বতন্ত্র শ্রীনাম সাক্ষাৎভগবান্ হইতে অভিন্ন, পাম্পিং মেশিনের মত জড় বস্তুও কিছু নন যে কল টিপিলেই কাজ দিবে। অপরাধ চলিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভুর অপ্রসন্নতায় একেবারে কিছুই কাজ না হইতে পারে। সেইহেতু ভজনজগতে আমাদের সর্বপ্রথম কাজই হইবে এই নামাপরাধ বন্ধ করা। অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জননীতি যে কোন কার্যসিদ্ধির জন্ত অবশ্য গ্রহণীয়; শুধু একদিকের সঙ্কল্প দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না। নামাপরাধ বর্জন করিয়াই নাম করিবার বিধি সর্বশাস্ত্র সম্মত এবং এই বিধি অবলম্বনে নামের প্রসন্নতা সম্পাদন হইয়া থাকে। তখন এই সুপ্রসন্ন নামের করুণায় অপরাধ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া থাকে। যতটা যতটা অপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে ততটা ততটাই শ্রীনামের প্রসাদও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরাধের সম্পূর্ণক্ষয়ে পূর্ণ প্রসাদ লাভ হয়।* তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুন্নি-বৃদ্ধি যেমন প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই হয়—অন্ন আহারে অন্ন তুষ্টি

পঞ্চগতম্, ইত্যাদৌ দেহদ্রবীণাদিনীমিত্তক পাৰ্শ্ব শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে,—পাবণময়ত্বান্তেষাম্।

* তেষামেবাপরাধক্ষয় তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদতারতম্যাক্ষ।
সর্বাপরাধক্ষয়ে প্রসাদ এব। - (ভাঃ ৬২৯) ১০ শ্রীবিষ্ণুখণ্ড টীকা)

এবং তৎফলে অল্প পুষ্টি এবং ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হইয়া থাকে তেমনিই অল্প নামকীর্তনে অল্প অপরাধক্ষয় ও তৎফলে অল্প বিষয়বিরক্তি এবং নামের আশ্বাদন লাভ হয়। বহুভজনে সম্পূর্ণ অপরাধ-ক্ষয়ে সম্পূর্ণ বিষয়বিরক্তি ও নামের পূর্ণ আশ্বাদন অর্থাৎ মাধুর্য অনুভব হইয়া থাকে।* ভজন করিতে করিতে যদি মনে হয় অগ্রগতি কিছু হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে কোনও রক্কে অপরাধের প্রবেশ হইতেছে। কাজেই অত্র কোনদিকে অনুসন্ধান না করিয়া এই রক্তটি বন্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

এখন কথা হইতেছে—ইচ্ছা থাকিলেও উপরোক্ত দশটি অপরাধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখা দুর্বল জীবের পক্ষে সম্ভব কি না। বর্তমানে কাল কলির দুর্দণ্ড প্রতাপ চলিতেছে। ভক্তি-পথে নির্বিঘ্নে চলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ‘কালকলি-বলিন**শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীক্লদ’ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪৯। সাধারণ ব্যবহারিক জগতে কলি তো প্রায় সবাইকে কবলিত করিয়া জীর্ণ করিয়াছেই—হিংসা-দেষ-কলহের বিষবাস্পে সমাজ-দেহ কলুষিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। দু’চার জন মুষ্টিমেয়

• ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তি-

বহুত্রৈ চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপত্তমানস্ত যথাস্ততঃ স্যা-

স্তপ্তিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়োঽহুঁষাসম্ ॥

—(ভা० ১১৭২।৪২)

লোক যাঁহার! মহাভাগ্যবলে কলির যুগধর্ম শ্রীনামপ্রভুর শরণে আসিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের ভিতরেও কলি আর কোন স্বেযোগ না পাইয়া নামাপরাধরূপে প্রবেশ করিয়া ভজনপথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। কলি তাহার এই শেষ অস্ত্র-প্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কারণ নিরপরাধে নাম করিতে দিলেই শ্রীভগবান্ তাহাকে আশ্রয় দিবেন আর তাঁহাকে অধীনে রাখা যাইবে না। কলি কোন্ ছিদ্রে যে অপরাধ ঢুকাইতেছে তাহা সাধকের নিজেরও বুঝিবার প্রায় সাধ্য থাকে না—ইহা যেন উত্তাল তরঙ্গসমাকুল নদী সাঁতরাইয়া পার হওয়ার মত, কোন বলবান ব্যক্তি অতি ক্লেশে হয়ত পার হইলেও হইতে পারেন তবে হান্সর-কুমীরের পেটে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে পার হওয়া তো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

এরূপ অবস্থায় বুদ্ধিমানজন যেরূপ একটি সুপটু নৌকাকে আশ্রয় করিয়া অনারাসে নদী পার হইয়া যায় সেইরূপ চতুর সাধক অপরাধসমুদ্র পার হওয়ার জন্তে একটি নির্ভরশীল আশ্রয় খুঁজিয়া লন। এই নির্ভরশীল আশ্রয়টি হইল শ্রীনাম নিজেই। আশ্রিতকে রক্ষা করা তাহার একটি প্রতিজ্ঞা—‘ন মে ভক্ত প্রনশ্চতি।’ গীতা।

শ্রীনামপ্রভু আশ্রিতকে সমস্ত অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়া পরমকরণায় হাত ধরিয়া লইয়া চলেন। এখন কথা হইতেছে এই আশ্রয় কাহাকে বলে ?

‘নামাশ্রয়’ শব্দের অর্থ : “এই যুগে সর্বভজনের কারণ-রূপে নামেরই একমুখ্যতা থাকায় (নাম বিনে কণিকালে ধর্ম নাহি আর’—চৈঃ চঃ ১।৩।৯৯) অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী বা কারণ রূপে গ্রহণপূর্বক, সেই নামেরই কার্যরূপে সমস্ত সাধনাঙ্গের বিকাশ হইতেছে ও হইবে এই বোধে, নামকেই প্রেমোদয়ের পরম উপায় জানিয়া অত্যাদর-বুদ্ধিতে যে নামগ্রহণ, তাহাকেই ‘নামাশ্রয়’ বলা হয়। যুগপৎ একাধিক সমবিষয়ে আনুগত্যকে আশ্রয় বলা যায় না। সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরমমুখ্যবোধে একান্তী হইয়া একেরই আনুগত্যের নাম ‘আশ্রয়’। *

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার নামাষ্টকে বলিলেন—‘পরি-তস্তাং হরিনাম সংশ্রামি’ অর্থাৎ হে হারিনাম ! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছি। এখানে বীপ্সায় অর্থাৎ অত্যাদরে ‘সর্বতোভাবে’ ও একান্তভাবে’ এই একই অর্থ-সূচক দুইটি বাক্যের একসঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে জীবকল্যাণের জন্ত ভজনরহস্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

স্মাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিছা

পিত্তোপতপ্ত-রসনস্ত নরোচিকানু

কিস্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা

স্বাদী ক্রমাস্তবতি তদগদমূল-হস্তী ॥

অর্থাৎ পিত্তরোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে মিছরিখণ্ড যেমন তিক্ত বোধ হয় এবং রুচিকর হয় না তেমনি পাপ-অপরাধাদি দ্বারা মলিন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্বভাবতঃ মধুর হইতেও অতীব মধুর হইলেও রুচিকর হয় না—তবে পিত্তরোগী যেমন তিক্তবোধে মিছরিখণ্ড ফেলিয়া না দিয়া অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মত উহা চূষিয়া রোগমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ মিছরির আশ্বাদন লাভ করে তেমনি পাপ অপরাধাদির দ্বারা মলিনচিত্ত ব্যক্তিও সাধুগুরুশাস্ত্রের নির্দেশ মত আদরের সহিত নিরন্তর এই নামের সেবা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ অপরাধ যতটা যতটা মার্জিত হইবে ততটা ততটা নামের আশ্বাদন করিতে পারিবে ।

এই ‘আদর’ কথাটিই সমস্ত ভজন জগতের খেই বলিয়া শ্রীরূপপাদের মত মিতভাষী লোকও ‘স্বুনানি-খনন’ ন্যায়ে বার বার এই কথাটি বলিয়াছেন । গুটি সূতায় জট্ পাকাইয়া গেলে যেমন এলোমেলো টানাটানি করিলে তাহা না খুলিয়া জট্ আরও বেশী করিয়া পাকায় তেমনি ভজন জগতের এই খেইটি না ধরিতে পারিলে ভজনে অগ্রগতি না হইয়া আরও অপরাধাদি ও তৎফলে বিষয়াদির আগমনে অধোগতি হইয়া থাকে । হিন্দুধর্মাশ্রিত কর্মী-জ্ঞানী ইত্যাদি বহু প্রকার সাধকের মধ্যে কে’ই বা নামের অমুশীলন না করেন ? যে-কোন ক্রিয়া-কলাপে পুরোহিত গৃহে আসিয়া প্রথমেই আচমন করিবে ‘ওঁ বিষ্ণু’ বলিয়া । এখানে তিনি শ্রীভগবানের নামই উচ্চারণ

করিয়া যে শুভকর্ম আরম্ভ করিলেন তাহার ফলরূপে প্রাপ্ত হই-
তেছেন অতি তুচ্ছ নম্বর স্বর্গ । [“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং
বিশালং । ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি ।” গীতা ৯।২১]

যে নাম উচ্চারণে ভগবৎ প্রেমলাভ করিয়া নিত্য-শান্ত-আনন্দ-
ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়, সেই নাম উচ্চারণ করিয়া এই কর্মিগণের
এত অল্পলাভ হইল কেন, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা
প্রয়োজন । বিচার করিলে দেখা যাইবে—কর্মমার্গে নামে শ্রেষ্ঠত্ব
বুদ্ধি নাই—সেখানে যজ্ঞ বা অগ্ন্যাগ্ন ক্রিয়া-কলাপাদিই মুখ্য ।
নাম গৃহীত হয় গোণরূপে কর্মের সিদ্ধির জন্ত, কারণ ভক্তির
আশ্রয় ভিন্ন কোন কর্মের স্বতঃ ফলদানের সামর্থ্য নাই । কর্মী-
দের নামেতে আদর বুদ্ধি নাই,—ইহাদের আদর কর্মে । নামের
সহিত অগ্নি কোন শুভক্রিয়ার সমত্ব চিন্তন পূর্বোক্ত নামাপরাধের
মধ্যে অষ্টম নামাপরাধ—কর্মীরা সমত্ব তো দূরের কথা শ্রীনামকে
গোণ অর্থাৎ ছোট রূপেই চিন্তা করিতেছেন কাজেই নামাপরাধের
ফলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফলপ্রাপ্তি হ্রাস হইয়া ঐ স্বর্গ পর্যন্ত
থাকিল । কর্মী-জ্ঞানীরা তো নামকে গোণ করিবার ফলে ক্ষতি-
পূরণ দিতেছেনই, শ্রীনামের পিতা (১) সক্ষীর্ভনৈকপিতরৌ’—চৈঃ
ভাঃ আঃ ১।১ (১) শ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে কালের
প্রভাবে বহু ক্ষেত্রে আজকাল শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অত্যাদর
বুদ্ধি হ্রাস পাইতে দেখা যাইতেছে । ইহা কাল কালিরই প্রভাব ।
কে কত বেশী নাম-সংখ্যা পূরণ করিলেন ইহাই বড় কথা নয়—

বড় কথা হইল কা'র চিত্তে কতটা নামেতে আদর-বুদ্ধি হইয়াছে । আদর-বুদ্ধির সহিত একটি নামেও অগ্রগতি হইবে আর নামকে সম বা ছোটবুদ্ধি হইতে জাত অপরাধের সহিত লক্ষ লক্ষ নামেও লক্ষ্যের দিকে একপাও অগ্রগতি হইবে না । জীবনভোর নাম করা হইল, অথচ যে বিষয় সেই বিষয়ই আছে, কোন উন্নতি হয় নাই । উপরন্তু হয়ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কিছু জঞ্জাল জুটিয়াছে ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে— দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে ঐ অষ্টম অপরাধটি হইতে যদি আমরা সাবধান হইতে পারি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে অত্যাদরে একমুখ্যতায় শ্রীনামপ্রভুকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি তবে শ্রীনামপ্রভুই বাকী নয়টি অপরাধ হইতে তাঁহার আশ্রিতকে রক্ষা করিয়া লইয়া চলিবেন, আর নামাপরাধের ভয় থাকিবে না ।

নূতন অপরাধের পথ বন্ধ করিয়া নামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ যে কোন প্রকার অনুশীলন করিলেই সঞ্চিত অপরাধরূপ চিত্তমল ক্ষয় হইতে থাকিবে । তবে বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের মধ্যে শ্রীনামের সঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ; আবার শ্রীভগবানের বহু রূপের মধ্যে যেমন স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কৃপাশক্তি, তেজ ইত্যাদি গুণের সর্বাধিক প্রকাশাতিশয্য আছে তেমনি তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামটিও রাম নৃসিংহ ইত্যাদি নাম হইতে অধিক শক্তি-সম্পন্ন । সেইজন্ম শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বার বার* শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনের জয়ধ্বনি করিয়াছেন ।

* 'চেতোদর্পণ-মার্জনং' হইতে আরম্ভ করিয়া "সর্বাঙ্গম্পনং" পর্যন্ত

শ্রীপদ্মপুরাণের ‘নামৈক যশ্ব বাচি’ শ্লোকের প্রথম চরণে বলা হইল—নামের আভাসই সূতার বন্ধনের মত খুব অল্প অপরাধ ক্ষেত্রে অপরাধ ও তৎসঙ্গে সমস্ত পাপমুক্তি অনায়াসলব্ধ হয়। এইকথা বলিবার পর দ্বিতীয় চরণে লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধনের মত কঠিন অপরাধের কথা বলা হইতেছে নিম্ন বাক্যে,—

তচ্চদেহ-দ্রবিন-জনতালোভ-পাষণ্ড মধ্য

নিষ্কিপ্তং স্মান ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

—প০ প০ স্বর্গ ৪৮ অ০

অর্থাৎ কিন্তু সেই নাম যদি দেহ, ধন, জন, বল ইত্যাদির প্রতি লোভ অর্থাৎ অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ জনিত পাষণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিতে নিষ্কিপ্ত হয় তবে শীঘ্র ফলজনক হয় না।*

এরূপ অতি শোচ্য ক্ষেত্রেও নাম কখনই ফলজনক হন না, এরূপ কথা বলা হইল না, শুধু বলা হইল শীঘ্র ফলজনক হন না। ইহারই পরবর্তী শ্লোকে এরূপ ক্ষেত্রেও শ্রীনাম কখন ফলজনক হন তাহাই বলা হইতেছে।

প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে ‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং’ পদের অম্বয় আছে, কাজেই ‘বার বার’ বলা হইল।

* দেহাদি লোভার্থে যে পাষণ্ডা গুর্কীজাদি দশাপরাধযুক্তাস্তনুধ্য ইত্যর্থঃ—শ্রীভক্তিসম্ভর্ষ ১:৫২। নামবলে পাপ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে অপরাধ সঞ্চিত হইতে থাকে আবার অপরাধ বাড়িলেই বিষয়ভোগের অভিনিবেশ বাড়িতে থাকে। এইভাবে এই দুইটি পরস্পরে যেন প্রতিযোগিতায় বাড়িতে থাকে। ঘনীভূত অপরাধে চিত্ত পাষণ্ড প্রাপ্ত হয়।

নামাপরাধযুক্তানাং নামাগ্বেব হরস্তাঘম্ ।

অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তাগ্বেবার্থকরানি চ ॥

—প০ প০ স্বর্গ ৪৮০ অ০

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদের নামই পাপ-অপরাধাদি সমস্ত দূর করিয়া থাকে; নামের অবিশ্রান্ত অনুশীলন তাহাদের পক্ষে ফলকারক হয় ।

অপরাধ বাড়িতে বাড়িতে যখন বজ্রলেপের মত কঠিন হয়, তখন অবিশ্রান্ত নামের অনুশীলনেরই প্রয়োজন, দর্পণে ধূলি কঙ্করাতির আবরণ একবার ছুবার বস্মখণ্ডদ্বারা ঘর্ষণেই পরিষ্কার হইয়া যায় কিন্তু সেই দর্পণ যদি একখানি প্রস্তরের দ্বারা আব-
রিত থাকে তবে সেই প্রস্তর ক্ষয় করিতে প্রচুর সময় ও পরি-
শ্রমের প্রয়োজন হয় । সময় ও পরিশ্রম প্রচুর প্রয়োজন হইলেও
অপরাধ ক্ষয় করিতে হইলে এই নাম ব্যতীত অন্য গতিও আর
কিছু নাই । মূল শ্লোকে নামের পর 'এব' শব্দের দ্বারা ইহাই
বুঝানো হইল ।

সর্বসার কথা হইল—আমাদের মত অপরাধী জীবের অন্য
কোন গতি নাই, একমাত্র গতি হইতেছে—সর্বশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে
অত্যাধরে এক-মুখ্যতায় শ্রীনামকে হৃদয়ে বরণ করিয়া অবিশ্রান্ত
নাম করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতটা সম্ভব বেশী নামসঙ্কীর্তন
করা । এইভাবে চলিলে রতির ভূমিকায় পৌঁছিলে নিরন্তর নাম-
কীর্তনের সামর্থ্য হইবে এবং তখন সম্পূর্ণ নামাপরাধক্ষয়ে প্রেম

ও তৎফলে শ্রীভগবৎ-অনুভব লাভ করা যাইবে । চিন্তে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে বুদ্ধিযোগ পরমকরণ শ্রীনামপ্রভুই দান করিয়া থাকেন । জয় শ্রীনামপ্রভুর জয় ।

ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনং

সাধকের ভজনের প্রত্যেক স্তরে এবং সিদ্ধিতে—সর্ব-অবস্থায় শ্রীনাম সঙ্কীৰ্তন চলিতে থাকে । সাধন অবস্থায় যে ‘নাম’ অপরাধ-ক্ষয় করিতেছে তাহাই সিদ্ধ অবস্থায় প্রেমিকের প্রেম-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠাইতেছে ।* সর্ব অবস্থাতেই নামাশ্রয়ীর জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম বিরাজমান থাকেন ।

পাপ-অপরাধাদিরূপ কঠিন আবরণে জীব এমন জড়প্রায় হইয়া যায় যে তখন দুঃখ আসিলেও সম্মুখের এই জড় দেওয়াল-টির মতই সেই দুঃখের কোন বোধশক্তি তাঁহার প্রায় থাকে না । এইরূপ জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়াই সংসারী জীবের সুখের আশায় নিশ্চিন্ত আরামে সংসারে বাস করা সম্ভব হইতেছে । নতুবা নিরন্তর যে জ্বালায় সে জ্বলিতেছে তাহাতে নিশ্চিন্ত আরামে সংসার করা চলিত না । কিন্তু নামসঙ্কীৰ্তনের ফলে যখন চিত্তমল পরিষ্কার হইতে থাকে তখন ক্রমশঃ সংসার দুঃখের অনুভূতিও

* তস্মাৎ সঙ্কীৰ্তনং বিষ্ণোরিতি অনুদিনমিদমাদরেণ শৃঙ্গমিত্যাदिषু ভক্তেরনে কেবামঙ্গানাং শ্রদ্ধাবৃত্তিসমৃদ্ধিত্বাদেৱপি যদ্বিধানং তন্নিরপরাধানাং প্রেমবৃদ্ধার্থম্; নামাপরাধবতাং তু নামাপরাধক্ষয়ার্থক ।

বাড়িতে থাকে । চিত্তমল ক্রমশঃ অপসারণে এই ছুঃখের অনুভূতি বাড়িতে বাড়িতে রতির ভূমিকায় যখন সীমায় পৌঁছায় তখন সংসারের প্রকৃতরূপ দৃষ্টিগোচর হয় । জড়ভাবে আচ্ছন্ন জীবের যে-সংসার স্নুখের আগার বলিয়া মনে হয়, তাহ ই শুদ্ধচিত্ত জীবের নিকট মহাদাবানল সদৃশ মনে হইতে থাকে । বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইতে সঞ্জাত অগ্নিকণা হইতে প্রজ্জ্বলিত বৃহৎ অগ্নিতে বনভূমি যখন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন বনের পশুপাখী নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকে না । তখন কপোতী কপোত-মুখচুন্দন ভুলিয়া, হরিণ হরিণীর প্রতি তাহার দীঘল কালো নয়নের চাহনি ভুলিয়া—সকলেই প্রাণভয়ে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া পলায়নের জন্ম যত্নপরায়ণ হয় । পাপ-অপরাধাদির অপগমে চিত্ত যেই শুদ্ধ হয়, অমনি সংসারের ভীষণ তাপ অনুভূতিতে জীব আকুল হইয়া পড়ে এবং সেই তাপশান্তির জন্ম আরও আর্তির সহিত নামসঙ্কীর্ণন করিতে থাকে, আর অমনি সেই সংসার-দাবানলও শ্রীনামরূপ অমৃত বর্ষণে নির্বাপিত হইয়া যায় ।

দাবানল যেরূপ বনের নিজেরই বক্ষে বর্ধিত বৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে উত্থিত হয়—ইহা বহিরাগত কিছু নয়, তেমনি জীবের সংসার-তাপও তাহার নিজের বক্ষেই বর্ধিত নানাপ্রকার কামনা বাসনার সংঘর্ষ হইতেই উত্থিত হয়, ইহা বহিরাগত কিছু নয় । এইজন্য এই তাপকে দাবানলের সহিত উপমিত করা হইয়াছে ।

সুখম্‌ হুঃখম্‌ ন কোহপি দাতা
 পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা ।
 অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ ।
 স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ।

—অধ্যাত্মরামায়ণ অযোঃ কাঃ ৬ সর্গ-৬

তাৎপর্যার্থ—সুখ ও হুঃখের কেহ দাতা নয়—পরে দেয়, এরূপ যে মনে করে সেই কুবুদ্ধিগ্রস্ত । তাহা হইলে এই সুখ-হুঃখ কোথা হইতে আসে ? ইহা কি আমার পুরুষাকারের দ্বারা অর্জিত, না এরূপ বলিতে পারো না, ইহাও বৃথাভিমান । পরেও দেয় না, পুরুষাকারের দ্বারাও অর্জিত নয়; তবে আসে কোথা হইতে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘পূর্বজন্মের কর্মফল যাহা বিধাতাপুরুষ কর্তৃক দত্ত হয় এই জীবনে ভোগের জন্ত তাহাই যথাকালে সুখ-হুঃখরূপে আসিয়া উপস্থিত হয় । হুঃখ যেরূপ বিনা অনুসন্ধানে আসিয়া যায় সুখও যথাকালে তেমনি বিনা অনুসন্ধানেই আসে । ইহার জন্ত কোন চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না ।

শ্রীশিষ্টক—দ্বিতীয় অধ্যায়

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতদ্বিনী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ ! স্মরণ কর্তৃস্বরূপে আপনি বহুপ্রকার (কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি) নিজ নামসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে নিজের সর্বশক্তি নিত্যসিদ্ধভাবে স্থাপন করিয়াছেন । আরও সেই নামের শ্রবণ-কীর্তনস্মরণাদির জন্য দেবপূজাদির ত্রায় কোন বিশেষ কালও নির্দিষ্ট করেন নাই, (যে-কোনও সময় নাম করা যায়) । আপনার এতই করুণা কিন্তু আমার এমনই হৃদৈব যে সেই নামে আমার অনুরাগ হইল না ।

অনেক নামের প্রচার

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক প্রকার ।

কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥

—চৈ০ চৈ০ অ০ ২০।১৭

শ্রীভগবানের নাম দুই জাতীয় আছে, এক আজানিক, আর আধুনিক ।# উপরোক্ত শ্লোকে এই আজানিক নামের কথাই বলা হইয়াছে ।

* কোনও ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রণীত আধুনিক

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল আজানিক নাম । আজানিক শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হইল যাহার উৎপত্তি নাই, যাহা নিত্যসিদ্ধ । শ্রীভগবানের নিঃস্বাসরূপে উদ্ভূত বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ নিজেই এই সব নাম প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন । একই সচ্চিদানন্দরসাদিরূপ তত্ত্ব ছুইভাবে আবিভূত হন, যথা— এক ‘স্বরূপে’, অপর ‘নামরূপে’ । এই ছুই আবিভাবের মধ্যে কোন ভেদ নাই ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশৈচতন্ত্ররসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—ইতি পাদ্বে

অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নতা বশতঃ চৈতন্য-রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ছায় নামও চিন্তামণিস্বরূপ এবং পূর্ণ (Infinity) শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত ।

অবতারী স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অসংখ্য ‘স্বরূপ’-অবতার* ব্যক্ত হয় তেমনি তাহা হইতেই অসংখ্য ‘নাম-রূপ-অবতার’ও (পরমাঙ্করাকৃতিও) ব্যক্ত হয় । এই নিত্যসিদ্ধ

নাম যথা—‘গড’ (God) ইত্যাদি শ্রীভগবানের সঙ্গে অভেদ নয় । কাজেই শ্রীভগবানের স্বরণ-নিরপেক্ষভাবে এই সব নামের অনুশীলনে কাজ হয় না । তবে এইসব নাম উচ্চারণের সময় শ্রীভগবৎস্বরণ হইলে কাঙ্ক্ষরী হয় । যা হোক এই আধুনিক নাম আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় ।

* স্বরূপ অবতার—মানুষ বা অগ্র জীবের আকৃতি বিশিষ্ট অবতার

‘নামরূপ-অবতার’* সমূহ, শ্রীকৃষ্ণের ‘স্বরূপ-অবতার’রাম নৃসিংহ-
দির এবং শ্রীকৃষ্ণের ‘নিজ স্বরূপের^v’ রূপ-গুণ-লীলাদিভেদে’
বিবিধ প্রকার আছে ।

যশ্রাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি

নামানি যেহস্ত্রবিগমে বিবশা গৃণন্তি ।

তেহনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা

সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপত্তে ॥

—ভা° ৩।৯।১৫

অর্থাৎ যাঁহার অবতার-গুণ-কর্ম সূচক নাম মৃত্যুকালে
অবশে গ্রহণ করিয়াও অনেক জন্মের পাপরাশি হইতে সহসা
মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
আমি সেই অজ শ্রীভগবানের শরণাগত হইলাম ।

অবতার সূচক নাম—কৃষ্ণ, রাম নৃসিংহ ইত্যাদি

গুণসূচক নাম—দয়ালু, দীনবন্ধু, করুণানিধি ইত্যাদি

কর্মসূচক নাম—গোবিন্দ, গিরিধারী, মধুসূদন কালিয়-

দমন ইত্যাদি ।*

* নামরূপ অবতার যথা—‘কৃষ্ণ’ এই অক্ষরাকৃতি অবতার ।

v শ্রীকৃষ্ণের নিজ স্বরূপ—ব্রজের যশোদা তনয় ।

★ অত্রাবতার-বিড়ম্বনানি নৃসিংহ ইত্যাদিনী, গুণবিড়ম্বনানি ভক্ত-
বাৎসল্যাদীনী, কর্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধন ধরেত্যাদীনী চ ।

—ক্রমসন্দর্ভঃ ভাঃ ৩।৯।১৫

আবার এই স্বরূপ-অবতার রাম নৃসিংহাদিতে যেমন যেমন শক্তির প্রকাশ তাঁহাদের নামেও তত্বুল্য শক্তির প্রকাশই হইয়া থাকে*; সেইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে সহস্র বিষ্ণু নামে যে ফল এক রাম নামে সেই ফল হয় ।^v

কৃষ্ণনামের বিশেষ

পূর্বে দেখানো হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর হইলেন পরতত্ত্বসীমা ও অবতারী, যাঁহা হইতে অসংখ্য অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-কৃপা-মাধুর্যাদি গুণেরও সীমা-প্রাপ্ত প্রকাশাতিশয়্যও হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরিতেই । সমস্ত অবতারাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের এই বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে, নতুবা অপরাধের কারণ হইবে, সেইজন্য স্মৃত গৌসাই শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যান্য অবতারের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গণনা করিলেও পরে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক করিয়া লইয়া আসিয়া তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা অর্থাৎ অবতারিত্ব স্থাপন করিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের ‘এতে চাংশকলাঃ’ শ্লোকে ।

* অবতারাদি সদৃশানি তত্ত্বুল্য শক্তীনীতার্থঃ ।

v রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে ।

সহস্রনামভিস্ত্বলাং রাম নাম বরাননে ॥

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা তুষৎকলাং

একাবৃত্তা তু কৃষ্ণা নামৈক তঃপ্রযচ্ছতি ॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥
তবে স্মৃত গোসাঞি মনে পাএণ বড় ভয় ।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৮-৬৯

অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৮।৭০

নাম ও নামী অভেদ এবং নামীর সমস্ত শক্তি নামেতে
আছে বলিয়া উপরোক্ত বিচার নামের বেলায়ও রাখিতে হইবে ।
শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীগৌরনামের ঐশ্বর্য-কৃপা-মাধুর্যাদিগুণের সর্বশ্রেষ্ঠ
সর্বশাস্ত্র ও মহৎ-অনুভবসিদ্ধ । আবার, শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজে পূর্ণ-
তম এবং পুরীদ্বয়ে ও পরব্যোমে পূর্ণতর ও পূর্ণ* তেমনই
শ্রীকৃষ্ণের নামের বিষয়েও জানিতে হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে জন্ম-কর্ম-লীলা-সূচক নাম হইল সর্বৈশ্বর্য
মাধুর্য প্রকাশের দ্বারা পূর্ণতম । এইজন্য শ্রীভগবান্ ভক্তিরসিক-
শিরোমণি শ্রীনারদঋষিকে বর চাহিতে বলিলে তিনি এই বর
চাহিলেন —

• ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য প্রকাশে পূর্ণতম ।

পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' ॥

— চৈঃ চঃ মধ্য ২।৩৯৬

পায়ং পায়ং ব্রজজনগণ-প্রেমবাপীমরাল

শ্রীমন্নামামৃতমবিরতং গোকুলাঙ্কুশ্চিতং তে ।

তত্তদ্বেশাচরিতনিকরোজ্জ্বলিতং মিষ্টমিষ্টং

সর্বাল্লোকান্ জগতি রময়ন্ মন্ত্ৰচেষ্ঠো ভ্রমাণি ॥

—বৃং ভাং ১।৭।১৪৩

অর্থাৎ—হে ব্রজজনগণের প্রেমসরোবরে ক্রীড়াশীল রাজ-
হংস ! আমি যেন গোকুলরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উথিত সেই সেই
গোপবেশ ও লীলাদির দ্বারা বিকশিত মধুর হইতেও সুমধুর
আপনার সর্বশোভাযুক্ত নামামৃত অবরিত পান করিতে করিতে
উন্মত্তের মত দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া জগতের
সর্বলোককে আনন্দিত করত সর্বত্র বিচরণ করিতে পারি ।

বিবৃতি : সেই নামামৃত কিরূপ তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামি-
পাদ উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—
মধুর শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমথুরানাথ,
শ্রীযাদবেন্দ্র ইত্যাদি নাম হইতেও অতীব মধুর সেই নাম । আচ্ছা,
এই সকল নাম হইতে গোকুলাঙ্কি-সমুখিত নামাবলী সুমধুর
কেন ? গোকুলে সেই সেই পরমানিবর্চনীয় বেশভূষা ও লীলাদির
দ্বারা বিস্তারিত নামাবলী স্বভাবতই অতীব মধুর ।

তাহার মধ্যে বেশের দ্বারা প্রকাশিত নামাবলী—(১)
শিখিপিঞ্জমৌলি, (২) গুঞ্জাবতংস, (৩) কদম্বভূষণ ইত্যাদি । লীলার

দ্বারা প্রকাশিত নামাবলী—(১) পূতনাপ্রাপনাসন, (২) শকটভঞ্জন, (৩) কালিয়দমন ইত্যাদি । ব্রজজনের সঙ্গে সম্বন্ধসূচক নামাবলী—(১) শ্রীনন্দনন্দন, (২) শ্রীযশোদাবৎসল, (৩) শ্রীগোপিকা-মনোহর, (৪) ব্রজজনানন্দ ইত্যাদি ।

স্বস্বখ-বাসনাহীন প্রেম এক ব্রজ বিনা অন্য কোথাও নাই । নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন ও তাঁহাদের অনুগত জনের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার বলবতী আকাজক্ষা আছে এবং ইহার কার্যরূপে তাঁহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির মাদুর্য আশ্বাদনে তন্ময়তা । এই ব্রজপ্রেম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরি বিনা অন্য কেহ জীবকে দান করিতে পারেন না । ব্রজপ্রেমদানে যেমন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরির অধিকার তেমনি গোকুলাকি-উখিত শ্রীকৃষ্ণের নামাবলীর ও শ্রীগৌরহরির নামাবলীরই এই বিশেষ অধিকার আছে । শ্রীরাম-নৃসিংহ-মথুরানাথ-যাদবেন্দ্র নামকীর্তনে প্রেমলাভ হইলেও ব্রজপ্রেম লাভ হইবে না । তবে এখানে একটি বিশেষ কথা হইল এই যে নামী ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণতেই যেমন সমস্ত অবতারাবলী অবস্থান করে তেমনি ব্রজ হইতে উখিত শ্রীকৃষ্ণের নামের ভিতরে সমস্ত অবতারাবলীর নামের পর্যবসান । এইজন্য ভগবানের যে কোন নাম-কীর্তনে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, যদি চিত্ত ব্রজের ভাবে ভাবিত থাকে অর্থাৎ ব্রজবিহারী যদি সেই সেই নামে লক্ষিত হন । শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার অনুগত জনের

দ্বারা হরি-কৃষ্ণ ইত্যাদি নামের অর্থ প্রকাশেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানেন নাই।

প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।

শ্যামসুন্দর ষশোদানন্দন—এই মাত্র জানি ॥

—চৈ০ চৈ০ অ ৭৮১

‘কৃষ্ণ’ শব্দ শ্রবণমাত্র শ্রীগৌরহরির চিত্ত অধিকার করিয়া বসে ব্রজবিহারী শ্রীষশোদানন্দন। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করিবার অবসর কোথায় ?

শ্রীলক্ষ্মীধরের নাম-কৌমুদীতে উপরোক্ত অর্থই প্রকাশিত আছে—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীষশোদাস্তনক্ৰমে।

কৃষ্ণনাম্নো রুচিরিতি সৰ্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণনামের প্রসিদ্ধ অর্থ ‘শ্যামসুন্দর শ্রীষশোদা-
তনয়’ বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রেই নির্ণীত আছে।

মহামন্ত্রের অর্থপ্রকাশ :

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।

হরত্যবিচাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাঙ্কাদম্বরূপিণী।

অতো হরত্যেনৈব শ্রীরাধা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ ।

গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্ষ্যতে ॥

বৈদগ্ধীসারসর্বস্বং মূর্তিলীলাধিদৈবতম্ ।

রাধিকাং রময়ন্তিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ **হরেঃ** (ক) চিদ্ব্যনানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্কে জানাইরা জীবের অবিভ্যা ও তৎকার্য পাপাদি হরণ করেন বলিয়া হরি,— হরি শব্দের সম্বোধনে হরে । অথবা, (খ) আনন্দস্বরূপিণী দেবী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন বলিয়া হরা শব্দ বাচ্য, এই হরা শব্দের সম্বোধনে হরে—কাজেই হরে শব্দে শ্রীরাধাই উদ্দিষ্ট হইতেছেন ।

[অথবা, (গ) ভক্তচিত্তের ভাবানুসারে 'হরে' শব্দে শ্রীরাধার চিতচোরা হরি, শ্রীগোবিন্দও উদ্দিষ্ট হইতে পারেন ।]

কৃষ্ণ : পুঞ্জীভূত আনন্দস্বরূপ, শ্যামলবর্ণ, কমলনয়ন, গোকুলবাসীর আনন্দনিকেতন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ।

রাম : ব্রজে গোপীজনের সঙ্গে সুখক্রীড়ার মূর্তিমান্ অধিদেবতা, কলাবিলাসে অদ্বিতীয়া শ্রীরাধাতে রমণশীল ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই রাম নামে অভিহিত হন ।

কৃষ্ণ নামের অর্থ মথুরানাথ ও যাদবেন্দ্র, হরি নামের অর্থ ভক্তজনদুঃখহর্তা শ্রীভগবান্, রাম নামের অর্থ সীতাপতি রাম সাধারণভাবে করা যাইতে পারিলেও ব্রজপ্রেমের অভিলাষী ভক্তের নিকট এই সব নামের যে বিশেষ অর্থের স্ফূরণ হয় তাহা উপরে আলোচনা করা হইল ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের ১৩ শ্লোকের আনন্দিটীকা-অনুসারে মহামন্ত্রের অর্থ প্রকাশ : শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌরহরি; তাই তিনি কখনও কৃষ্ণভাবে 'রাধে রাধে' ইত্যাদি কীর্তন করিতেছেন, আবার কখনও বা রাধিকাভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কীর্তন করিতেছেন ।

আরও মহামন্ত্র-প্রচারেও এই ক্রমই দেখা যায় : শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণভাবে প্রাণপ্রেয়সীকে সম্বোধন করিতেছেন—'হরে !' অমনি আদরে গলিয়া গিয়া নিজেই আবার রাধাভাবে তাঁহার প্রাণধনের নাম ধরিয়া সম্বোধনে উত্তর দিতেছেন—'কৃষ্ণ' ! এই-রূপে কীর্তন হইতেছে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' । যখন আবার রাধা-ভাবে প্রাণপ্রিয়তমকে পরমাদরে বার বার সম্বোধন করিতেছেন—'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !' অমনি কৃষ্ণভাবে পরমাদরে বার বার সম্বোধনে উত্তর হইতেছে—'হরে ! হরে !' এইরূপে অতি নিগূঢ়ভাবে মধুর প্রেমবিলাসচাতুরী চলিতে থাকে । কৃষ্ণের মনোহরণ করিয়া রাধা হইলেন 'হরা' । মহামন্ত্রের পরের চরণেরও এইরূপ অর্থ বুদ্ধিতে হইবে ।

আবার, ব্রজের দাম্ভ-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসের মধ্যে যে ভক্ত যে রসের সাধক তাঁহার নিকট সেই রসের উদ্দীপক নামই প্রিয় হইয়া থাকে । যেমন সখ্যরসের ভক্তের নিকট 'বলানুজ', শ্রীদামসখা' নামই অধিক প্রিয়, এবং মধুররসের ভক্তের নিকট

‘শ্রীরাধানাথ’, ‘শ্রীরাধারমণ’, ‘শ্রীরাধাবক্ষোমণি’ নামই অধিক প্রিয় হইয়া থাকে ।

যাঁহার যে নাম প্রিয় তাঁহার সেই নামে সত্বর কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ।* শ্রীগোস্বামিগণের কাঁহারও কোন বিশেষ নামে আবেশ আছে বলিয়া বুঝা যায় ।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের প্রিয় নাম :

শ্রীকৃষ্ণ ! গোপাল ! হরে ! মুকুন্দ ! গোবিন্দ !

হে নন্দকিশোর ! কৃষ্ণ !

হা শ্রীযশোদাতনয় ! প্রসীদ, শ্রীবল্লবীজীবন ! রাধিকেশ !

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রিয় নাম :

গোকুলানন্দ ! গোবিন্দ ! গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমা !

প্রাণেশ ! সুন্দরোত্তংস ! নাগরাণাং শিখামণে !

বৃন্দাবনবিধো ! গোষ্ঠযুবরাজ ! মনোহর !

ইত্যাত্মা ব্রজদেবীনাং প্রেয়সি প্রণয়োক্ৰয়ঃ ॥

উপরোক্ত আলোচনাকে দৃঢ় করিবার জন্ত এই সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের অভিমত নীচে দেওয়া যাইতেছে । শ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন—

• সূর্বেষাং ভগবন্নাগ্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ ।

তথাপি স্বপ্রিয়েষাণ্ড স্বার্থসিদ্ধিঃ সূখং ভবেৎ ॥ বৃ• ভা• ২।৩।১৬০

অর্থাৎ সব ভগবৎ নামেরই সমান মহিমা হইলেও নিজ প্রিয় নাককীর্তনেই শীঘ্র স্বপ্রয়োজন সিদ্ধিতে প্রেমানন্দ লাভ হইয়া থাকে ।

শ্রীমন্নান্নাঞ্চ সর্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষপি ।

কৃষ্ণশ্চৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোহপি কশ্চিৎ ॥

—হ° ভ° বি° ১১।২৫৭

অর্থাৎ সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংরূপ অবতার যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অবতারের মধ্যে যেমন কাহারও কোন বিশেষ আছে তেমনি তাঁহাদের নামের মধ্যেও আছে ।

শ্রীসনাতনের টীকার অনুবাদ—সামান্যভাবে সমস্ত নামের মাহাত্ম্য একসঙ্গে লিখিয়া এখন তাঁহার বিশেষ লিখিতে যাইয়া নামমাহাত্ম্যের অভেদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণনামের কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থাপন করা যাইতেছে । শ্রীভগবানের অথবা অশেষ শোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত নামসমূহের মধ্যে কোনও নামের (কৃষ্ণনামের) কোনও মাহাত্ম্যবিশেষ আছে । চিন্তামণির মত সব ভগবৎনামেরই সমান মহিমা হওয়াই উচিত এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা অভেদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখাইতেছেন উপরোক্ত শ্লোকের ‘কৃষ্ণশ্চৈব’ চরণে । যথা—শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি মহাবতারগণ ভগবত্তা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ হইলেও ‘শ্রীকৃষ্ণই কিন্তু স্বয়ং ভগবান্’ শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও যে সাক্ষাৎ ভগবান্ (অংশী), এই বিশেষটুকু দেখানো হইয়াছে । শ্রীধর-স্বামিপাদও এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা

হইয়াছে । পূর্বে বহুপ্রকার কামনার দ্বারা হতচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তৎ কামনা-সিদ্ধির জন্ত তত্তৎ নামবিশেষের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এখানে সর্বফলসিদ্ধির (পুরুষার্থশিরোমণি মধুর ব্রজপ্রেম পর্যন্ত) জন্ত কোনও নামবিশেষের (কৃষ্ণনাম) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে । এখানেই ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে ।

গৌরনামের বিশেষ :

করুণায় ও উদারতায় শ্রীগৌরহরির চিত্তচমৎকারী-বৈশিষ্ট্য সর্বশাস্ত্রসম্মত । এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার নামেও আছে কিনা ইহাই এখন বিচার করা হইতেছে ।

নাম ও নামীতে অভেদ বলিয়া এবং নামীর সমস্ত শক্তিই তাঁহার নামে অর্পিত হয় বলিয়া শ্রীগৌরহরির স্বরূপের এই করুণা ও উদারতাগুণের সর্বাতিশায়ী আতিশয্য তাঁহার নামেও অবশ্যই স্বীকার্য । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিলেন—

অতাপিহ দেখ—চৈতন্য-নাম যেই লয় ।

কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৮।২২

‘কৃষ্ণনাম’ করে অপরাধের বিচার ।

কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

—চৈ০ চ০ আ০ ৮।২৪

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার ।

নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥

—চৈ० চ० আ० ৮।৩১

মৎকৃত ‘শ্রীগৌরকরণা-চন্দ্রিকা-কণা’তে উপরোক্ত পয়ারের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সময় পর্যন্ত যখন গৌরপার্ষদগণ প্রকট ছিলেন, তখন গৌরনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদয় হইত । প্রচুর অপরাধও সেই সময় গৌরনাম উচ্চারণে এক নিমেষে চলিয়া যাইত এবং প্রেমের উদয়ে ভক্তের অঙ্গে অশ্রুধারাাদি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত । অগ্নিপুঞ্জ নির্বাপিত হইলেও যেমন তাহার তাপ কিছুক্ষণ পর্যন্ত থাকিয়া যায় এবং যত সময় যাইতে থাকে তত তাপ হ্রাস পাইতে থাকে, ঠিক তেমনি শ্রীগৌরহরি অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করিলেও তাঁহার দ্বারা প্রজ্বলিত গম্ভীরার মহাপ্রেমাগ্নিপুঞ্জের তাপ বহুদিন পর্যন্ত শান্ত হয় নাই—তাঁহার পার্ষদগণ ঐ প্রেমাগ্নিপুঞ্জকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন । পার্ষদগণের অপ্রকটে ধীরে ধীরে ঐ প্রেমাগ্নি কালের প্রভাবে হ্রাস পাইতেছে । হ্রাস পাইলেও এখনও সাধকভক্তেরও ‘হা গৌর—হা গৌর’ বলিতে বলিতে নীলাচল-গম্ভীরার প্রেম-বিহ্বল সোনারচাঁদ গোরারায়ের করুণ মুখখানি কখনও কোন ভাগ্যে মনে পড়িয়া যায় । বিরহবিধুরা রাইকিশোরীর ভাবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিতেছেন—

‘কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ।

কাঁহা করেঁ, কহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥

—চৈ° চ° মধ্য ২।১৫-১৬

শ্রীগৌরহরির স্মরণে ঐ মহাবিরহ-দাবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সমূহের স্পর্শ সাধকচিত্ত অত্মাপিও পাইয়া থাকে এবং সেই স্পর্শে সাধকের হৃদয় শীঘ্র প্রেমবিহ্বলতা লাভ করে । গৌরনামের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য বীকার্য এবং অত্যাধি প্রযোজ্য । সাধকমাত্রেই ইহা অনুভবও করিয়া থাকেন । শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিলেন—

গৌরান্দ্র বলিতে হবে পুলকশরীর ।

হরি, হরি, বলিতে নয়নে বঁবে নীর ॥

এই পয়ারে শ্রীগৌরনামের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হইয়াছে । কীর্তন আসরে প্রথমে শ্রীগৌরহরির নাম উচ্চারণেই শীঘ্র প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

শ্রীগৌরনাম দ্রুত জীবের অনাদিসঞ্চিত কলুষকালিমা ধৌত করিয়া চিত্তটি শুদ্ধ করিয়া দিলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভাবরূপ কুমুদের বিকাশে ভক্তের অঙ্গে ধূমায়িত সাত্ত্বিকের লক্ষণ পুলক-শিহরণ দেখা যায় । তখন সেই ভক্ত তাহার কলুষকালিমাহারী দয়াল দাতার (শ্রীগৌরহরির) স্মরণে অত্যাধরে (বীপ্সায়) বার বার ‘হরি হরি’ ধ্বনি করিয়া উঠে । এইরূপে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে

শ্রীবাসুঘোষের প্রাণগৌরঙ্গ :

‘গৌরঙ্গ’ বলিয়া না গেল গলিয়া কেমনে সেধেছে সিধি ।

বাসুঘোষ হিয়া পাষাণে মিশিয়া গড়ল কোন বা বিধি ॥

সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ

শ্রীভগবান্ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ । পরমানন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপ; প্রভুতা বা শক্তি হইল শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য, আর শ্রীভগবানের মাধুর্য হইল তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-দির দ্বারা মনোহারিতা । শ্রীভগবানের পরমাঙ্করাকৃতি ‘নাম’ স্বরূপে, ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ ‘নামী’ হইতে সর্ব-বিষয়েই অভিন্ন ।

নাম-নামী স্বরূপে অভিন্ন :

বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইল ‘স্বরূপ’ । নাম ও নামী উভয়ই একই ঘনীভূত উপাদানে গড়া । নাম ও নামীর স্বরূপের অভিন্নতা ‘নামশ্চিন্তামণিঃ’ শ্লোকের ‘চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ’ বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে ! নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন চৈতন্য রসবিগ্রহ, তাঁহার নামও তেমনি চৈতন্য-রসবিগ্রহ । চিত্তচমৎকারী আনন্দই হইল রস-শব্দ-বাচ্য । আবার, ইহা জড় আনন্দের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট চিৎ-আনন্দ । চিৎ-আনন্দই ঘনীভূত হইয়া বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—এক নামীরূপে, অপর নামরূপে,—হুইই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—পুঞ্জীভূত আনন্দ ।

নাম-নামী ঐশ্বৰ্যে অভিন্ন

দ্বিভূজ মুরলীধর যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণে যে শক্তি আছে
তাঁহার নামেও সেই শক্তি যথাযথ আছে । নামী শ্রীকৃষ্ণের শক্তি :

ভিগতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীরন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবান্বনীশ্বরে ॥

—ভা° ১।২।২১

অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপের দর্শনে সংসারবাসনা সগূলে বিনষ্ট
হয় । সমস্ত সংশয়ের অবসান হয়; এবং প্রারন্ধ অপ্রারন্ধ সমস্ত
কর্ম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।

শ্রীকৃষ্ণনামের শক্তি* :

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ ।

সক্ষীর্ন্তিতমযং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥

—ভা° ৬।২।১৮

অর্থাৎ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের 'নাম' নামীস্বরূপের স্মরণ সহ
কিষ্ণা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষরূপে, যেভাবেই হউক কীর্তন করিলে অগ্নি
যেমন কাষ্ঠরাশিকে দহন করে, ঠিক সেইরূপ সমস্ত পাপরাশি
নিঃশেষে দহন করে ।

* গৃহীতং কেনাপীন্দ্রিয়েনেত্যর্থঃ... তত্রান্তঃকরণৈস্তস্মৈ গ্রহণং
নামাক্ষরাদিচিন্তনরূপং, বাহ্যৈর্দ্রিষ্টৈশ্চ যথাযথমুহম্ । ... চক্ষুষা চ কুত্রাপি
কেনচিল্লিখিতস্য নামাক্ষরস্ত দর্শনরূপম্ ।

নাম নামী মাধুর্যে অভিন্ন

ব্রজগোপীগণের নামী শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুর্য-দর্শনের অতৃপ্তি শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছে : ‘অটতি যন্তবানহি’ ইত্যাদি—
(ভা० ১০।৩১।১৫) । অর্থাৎ—

না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিলা আঁখি ছুটি;
তাতে নিমেষ আচ্ছাদন ।

বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ।

মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

—চৈ० চ० মধ্য ২১।১৩৩-১৩৪

নামমাধুর্য-আস্বাদনের অতৃপ্তি শ্রীবিদগ্ধমাধবে এইরূপ আছে :

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলকয়ে
কর্ণক্ৰোড়ে কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাবুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং

নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি যদি জিহ্বায় নটীর ন্যায় নৃত্য-
শীলা হয় তাহা হইলে অসংখ্য অসংখ্য জিহ্বার জন্ত স্পৃহা
জাগায়, যদি কর্ণক্ৰোড়ে অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে অবুদ অবুদ

কর্ণের স্পৃহ্য জাগায়, আর যদি চিত্তপ্রাক্ষণে আবিভূত হয় তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজয় করে, অতএব জানিতে পারিতেছি না কত অমৃত দিয়ে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুইটি নির্মিত হইয়াছে ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে যোঝা গেল নাম ও নামী স্বরূপে, ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে অভিন্ন ।

এই অভিন্নতার মধ্যেও 'নামী' হইতে 'নামে' কিছু বিশেষ আছে । এই বিশেষ হইল নামে করুণাশৃংগের প্রকাশাতিশয্য । নামী হইতেও নাম অধিক করুণাময়; যথা—'পূর্বস্মাৎ পরমেয় হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।' —শ্রীরূপপাদ

নামগ্রহণে কাল-দেশ নিয়ম নাই :

শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি অনুশীলনে কলকালের কোন নিয়ম নাই । স্নেহময়ী মাতার অঙ্কারোহণে শিশুর এবং আলো বাতাস গ্রহণে জীবমাত্রেরই যেমন কোন সময়ের প্রতীক্ষা নাই, তেমনি জীবের পরমাশ্রয় শ্রীনামের অনুশীলনে কোনও বিধি-নিষেধের বেড়া (বেষ্টনী) নাই । খাইতে, শুইতে, শৌচে, অশৌচে যে-কোন অবস্থায় নামকীর্তনাদি করাই বিধি ।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।

দেশকাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয় ॥

খাইতে শুইতে নামকীর্তনাদির শাস্ত্রবিধি :

স্বপন ভুঞ্জন্ ব্রজং স্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা ।

যে বদন্তি হরেণাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

—হরিভক্তিবিলাস ১১।২০০ শ্লোকে

ধৃত নারায়ণ ব্যূহ স্তব

অর্থাৎ খাইতে, শুইতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে, বাক্যা-
লাপের সময়ও যাঁহারা হরিনাম করেন তাঁহাদিগকে বার বার
নমস্কার ।

‘কাল-দেশ নিয়ম নাই’ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি :

ন দেশ নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেণাম্নি লুক্কে ॥

—হ° ভ° বি° ১১।২০২

ধৃত স্কন্ধে বৈশাখ মাহাত্ম্যে ।

অর্থাৎ হে লুক্ক ! অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যযুক্ত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র
শ্রীনামকীর্তনে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টা-
দিতেও নিয়ম নাই ।

আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ

এইশ্লোকে সাধনভক্তির (আসক্তি পর্যন্ত) স্তরের সাধকের
চিত্তে দৈত্বের উদয়ে উৎকণ্ঠার কথা বলা হইয়াছে । এখানে
‘অনুরাগ’ শব্দে নামে অত্যাধর বুদ্ধিকে বুঝানো হইয়াছে—নামে
অত্যাধর-বুদ্ধিই ভজনজগতের খেই । অত্যাধর-বুদ্ধিতে শ্রীনামকে

এক-মুখ্যতায় আশ্রয় করিবার ভাগ্য যাঁহার হয়, তাঁহাকে শ্রীনাম-
প্রভুই কৃপা করিয়া সাধনজগতে যাহা কিছু প্রয়োজন যথাসময়ে
সব দান করিয়া থাকেন। কাজেই এই বুদ্ধিটি জাত না হওয়াই
জীবের সত্যকারের হুর্দৈব—অশু যাহা কিছু হুর্দৈব তাহা এই
হুর্দৈবেরই অধীন। সেইজন্যই শ্রীগৌরহরি আর কিছুকে হুর্দৈব-
রূপে নির্দিষ্ট না করিয়া ‘নামে অনুরাগ’ না থাকাকেই একমাত্র
হুর্দৈবরূপে ব্যক্ত করিলেন।



শ্রীশিক্ষাষ্টক—তৃতীয় শ্লোক

তৃণাদপি সুনীচেন তারোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষসম সহিষ্ণু ও অমানি
মানদ হইয়া সদা হরি নাম কীর্তন করিবে ।

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।

আপনি নিরভিমानी, অগ্রে দিবে মান ॥

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ।

ভৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥

কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয় ।

শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥

এইমত বৈষ্ণব কাবে কিছু না মাগিবে ।

অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে ॥

সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ ।

এই মত আচার করে ভক্তির্ধর্ম-পোষ ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৬-৩০

উপরোক্ত 'বিধিবাক্য' পালনের সামর্থ্য অবিজ্ঞাগ্রস্ত জীবের
নাই । কারণ এইটি হইল লক্ষ্যস্থল অর্থাৎ সাধ্য—ইহা সাধনার
সিদ্ধিতে লভ্য । উপরোক্ত শ্লোকে লক্ষণের দ্বারা 'রতিন্তর'কে

প্রকাশ করা হইয়াছে। [রতির লক্ষণ—ক্ষান্তি, মানশূন্যতা, নামগানে সদা কুচি ইত্যাদি—ভং রং সিং ১।৩।২৫-২৬]। সাঁতার শিখিবার জন্য জলে নামিবারই প্রয়োজন, জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না। তেমনি উপরোক্তভাবে সদা কীর্তনের সামর্থ্যালাভের জন্য সাধনে প্রবৃত্ত জীবের কর্তব্য হইল—ঐভাবগুলি গ্রহণের জন্য চেষ্টাশীল থাকিয়া যতটা সম্ভব বেশী সময় নিরপরাধে নামকীর্তন করা। এইরূপ সাধনে ভাবগুলি ক্রমশঃ চিন্তে দৃঢ় হইতে থাকে এবং রতির ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হয়। তখন হরি-কীর্তন সদা চলে এবং এক কৃষ্ণনামেই কৃষ্ণপদে প্রেম হয়; যথা—‘এইমত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥’—চৈং ৮ং অং ২০।২৬

তৃণাদপি সুনীচেন :

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। —চৈং ৮ং আ ২০।১৭

নিরপরাধে নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে আসক্তির ভূমিকায় চিন্তমল—পাপাদি এবং তাহার মূল অবিद्या—(প্রায়) সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গেলে সেই নির্মল চিন্তে রতির উদয় হয়। অবিद्या-গ্রস্ত জীবের জড়বিষয় দেহ-গেহাদিই প্রিয় হইয়া থাকে এবং তাহাদের সেবাতেই সে নিরন্তর মত্ত থাকে। এই অবস্থায় সংকুল বিद्या ও ধনাদির অহঙ্কার তাহাদের বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকে। তখন তাহাদের নিজের শক্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর হইয়া থাকে। অসত্য বস্তুকেই তাহাদের সত্য বলিয়া মনে হয়। প্রতিক্ষণে

পরিণামশীল জড়বস্তুকেই তাহারা অজর-অমর বলিয়া মান্ত করে—‘অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাইপদ পাসরিয়া অসত্যের সত্য করি মানে।’ নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা মহাপাপজনক পরদ্রোহাদি দুষ্কর্মে সদা নিরত থাকে। পরের দুঃখ তাহাদের চিত্তকে স্পর্শ করে না।

রতির ভূমিকায় চিত্তমল অবিচার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে জীবচিত্তের উপরোক্ত ভাবেরও তিরোধান হয়। নির্মলচিত্ত ভক্ত তখন কৃষ্ণদাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যের উপলক্ষি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সে তখন উপলক্ষি করে—আমি অনুচৈতন্য জীব বিভূচৈতন্য কৃষ্ণের দাস। এই জগতের সব কিছুরই আমার প্রভুরই বিভূতি—তঁহার দ্বারাই চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যাপারে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের শক্তির কোনই মূল্য নাই। দাসের কাজ শুধু প্রভুর সেবা করিয়া যাওয়া। একটি তৃণগুচ্ছও শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত নড়ে না—অনন্ত কোটি জীব তঁহার নিয়মাধীন কালশ্রোতে ভাসমান হইয়া একের পর এক চলিয়া যাইতেছে—কাহারও এই সংসারে এক মুহূর্ত দাঁড়াইবার অবসর নাই। কালবশে কত রাজা কত ধনী কত রাষ্ট্রনেতা চলিয়া যাইতেছে—আবার সেই স্থান নূতনের দ্বারা পূরণ হইতেছে। এই শ্রোতে ভাসমান আমার মত মরণশীল কর্মবশ জীবের কতটুকু শক্তি আছে? যে শক্তি লইয়া আজ আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছি, এই কালের শক্তির কাছে তাহা কত ক্ষুদ্র তাহা সহজেই অনুমেয়।

যে ইন্দ্রিয়দ্বারা কার্য সম্পাদন হয় সেই ইন্দ্রিয়গুলিই তো আমার বশ নয়, তাহারা কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশ হইয়া আছে। ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে এক মুহূর্ত স্থির করিবার চেষ্টা করিতেই আমার যে কতটুকু ক্ষমতা, তাহা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় আমার অহঙ্কারের আছে কি-যে অহঙ্কার করিব? তাই সত্যদ্রষ্টা নিজের অহমিকাকে দূরে সরাইয়া তাহার প্রভুর ইচ্ছার সঙ্গে তাহার ইচ্ছাকে মিলাইয়া দিয়া দেহ-দৈহিকাদির আবেশ এবং ঐহিক-পারত্রিক সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সদা নামসঙ্কীৰ্তন করিতে থাকে। এই ভক্ত সর্বসদগুণযুক্ত হইলেও নিজের প্রতি জগদ্বিলক্ষণ অসাধারণ অশক্ত অর্থাৎ বস্তুতঃ কিছুই করিতে সমর্থ নহে, এবং অধম-অপকৃষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে।*

সর্বার্থদাতা শ্রীনামচিন্তামণির করুণায় রতির ভূমিকায় ভক্তের চিন্তে 'তৃণাদপি স্তনীচ' ভাব গাঢ় হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিন্তের এই অবস্থাটি হইল সাধ্য অর্থাৎ লক্ষ্য। এই অবস্থাটি প্রাপ্ত হইতে সাধনার প্রয়োজন আছে। ভজনের আদিতে সাধক-চিন্তে শ্রদ্ধার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভজনের অনুকূল বিষয় গ্রহণের ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনের সঙ্কল্প করিতে হয়, তবেই শ্রদ্ধাটি ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে রতির ভূমিকায় পৌঁছাইতে

* দৈন্ত—অসাধারণো জগদ্বিলক্ষণঃ অশক্তঃ কিঞ্চিদপি কর্তুম-সমর্থঃ। অধমশ্যাপকৃষ্ট ইতি বুদ্ধিরাঅনি যেন সদা শ্রাৎ।

পারে। রতি দৈন্যমূলক বলিয়া চিত্তের এই 'তৃণাদপি স্ননীচ' ভাবটি ভজনের অনুকূল বিষয়, কাজেই সাধকমাত্রেরই এই ভাবটিকে যত্নের সহিত রক্ষা করা প্রয়োজন।

রতির ভূমিকায় পৌঁছবার পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষতঃ শ্রদ্ধার তরল অবস্থায়, এই ভাবটি রক্ষা করা সব সময় সম্ভব না হইলেও বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, ইহাকে রক্ষা করিবার জন্ত। সাধকের চিত্তে যত থাকিলে শ্রীনামপ্রভুই করুণা করিয়া ইহার রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন। সাধকের এই দৈন্য সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

যয়া বাচেহয়া দৈন্যং মত্যা চ স্বের্ঘ্যমেতি তৎ ।

তাং যত্নেন ভজেদ্বিদ্ভাং স্তবিরুদ্ধানি বর্জয়েৎ ॥

—বৃ° ভা° ২।৫।২২৩

অর্থাৎ অতএব যে বাক্যের দ্বারা, যে চেষ্টার দ্বারা, এবং যে বুদ্ধিদ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, চতুর সাধক যত্নপূর্বক তাহা রক্ষা করিবেন এবং তদবিরুদ্ধ আচরণ বর্জন করিবেন।*

শ্রীসনাতন টীকার অনুবাদ : প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া

* প্রেমণো দৈন্যমূলকত্বাদবশ্যং যত্নতো দৈন্যং রক্ষণীয়মিত্যাহ—
যয়েতি। ইহয়া—কায়ব্যাপারেণেত্যর্থঃ, মত্যা মনোব্যাপারেণেত্যর্থঃ।
তত্ত্বুক্তপ্রকারকং দৈন্যং স্থিরং শ্রাং। তাং বাচমীহাং মতিঞ্চ ভজেৎ শ্রদ্ধয়া
শ্রয়েৎ। তস্ম দৈন্যশ্চ তৎস্বের্ঘ্যশ্চ বা বিরুদ্ধানি বাগাদীনি যত্নতো বর্জয়েৎ।

—বৃ° ভা° ২।৫।২২৩ টীকা

অবশ্য যত্নের সহিত দৈন্ত্য রক্ষণীয়, এই জন্ত উপরোক্ত শ্লোকে বলা হইতেছে 'যয়া' ইত্যাদি। 'স্টিহয়া'—জিহ্বা-কর্ণাদি কায়িক ব্যাপার দ্বারা। যে প্রকারে দৈন্ত্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, কায়-বাক্য-মনের সেইরূপ ব্যবহার শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করা উচিত। আর দৈন্ত্যের বিঘাতক কায়-বাক্য-মনের ব্যবহার যত্নের সহিত বর্জন করা উচিত।*

এইরূপে পুরুষ-প্রযত্নসাধ্য দৈন্ত্যের কথা বলিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ আর একটি দৈন্ত্যের কথা বলিতেছেন, যাহা শ্রীভগবদ্-প্রসাদলক্ষ্য।

দৈন্ত্যন্ত পরমং প্রেমণঃ পরিপাকেন জন্ত্যতে ।

তাসাং গোকুলনারীগামিব কৃষ্ণবিয়োগতঃ ॥

—বৃ° ভা° ২ ৫।২২৪

অর্থাৎ উত্তম দৈন্ত্য প্রেমের পরিপাক অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। ইহা গোকুলনারীগণের কৃষ্ণবিরহ-জাত দৈন্ত্যের মত।

উপরোক্ত শ্লোকের শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের টীকার অনুবাদঃ এইরূপে পুরুষ-প্রযত্ন লৌকিক দৈন্ত্যের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীভগবদ্-প্রসাদজ লোকাভীত দৈন্ত্যের কথা বলিতেছেন।

• শরণাগতি—১ আশুকুল্য সঙ্কল্প, ২ প্রাতিকূল্য বিবর্জন, ৩ তিনিই আমার রক্ষাকর্তা এতাদৃশ বিশ্বাস, ৪ গোপ্তৃত্বে বরণ, ৫ আত্মসমর্পণ, ৬ কার্পণ্য (আর্তি)।

পরমোত্তম দৈত্য ভগবৎ-বিষয়ক প্রেমের গাঢ় অবস্থায় প্রাহুর্ভূত হয়। অত্যা সামান্যতর শ্রীকৃষ্ণবিরহ প্রায় সকল ভক্তেই কমবেশী বর্তমান রহিয়াছে। তথাপি তাদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ তদনুরূপ দৈত্য কখনও উৎপন্ন হয় না। অতএব তাহাদের ছুঃখ-হানি বশতঃ সুখলাভও হইতেছে না। মূলে 'তু' শব্দ দ্বারা ইহা অপেক্ষা পূর্বোক্ত দৈত্যের ন্যূনতা সূচিত হইতেছে। এই অলৌকিক দৈত্য কোথায় কি প্রকার, তাহাই বলিবার জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন,—‘তাসাং’ ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলে বিরহে শ্রীরাধাদির যেরূপ দৈত্য উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষে তাঁহার মাধুর্য অনুভবের দ্বারা ভক্তের প্রেমসমুদ্রের উচ্ছলিত অবস্থায় বিরহে এই দৈত্য বিশেষের উদয় হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকাংশের ধ্বনি। আবার, প্রেম-তার-তম্যে এই অলৌকিক দৈত্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।*

তরোরিব সহিষ্ণুনা

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ।

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ॥

* এবং পুরুষপ্রযত্নসাধ্যং লৌকিকং দৈত্তমুক্তা শ্রীভগবৎপ্রসাদজং

লোকাভীতমপ্যাহ-দৈত্তমিতি । পরমমুত্তমস্ত দৈত্তং প্রেম্ণ ভগবদ্বিষয়ক-ভাব-বিশেষশ্চ পরিপাকেন পরমনিষ্ঠ্যৈব জন্মতে প্রাহুর্ভাব্যতে, অত্যা সামান্যেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিরহঃ প্রায়ঃ সর্বেষেব বর্ততে, তথাপি দৈত্তং তাদৃশং নৈবোৎপত্ততে, তচ্চ প্রেমাভাবাদেব । অতএব তেবাং ছুঃখহানিঃ সুখা-

শুখাইয়া মৈলে করে পানী না মাগয় ।

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ॥

ধর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥

—চৈ० চ० অ ২০।১৭-১৯

চিত্তের এই অবস্থা হইল, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমান্বুরের অল্পভাব 'ক্ষান্তির' অবস্থা; [ভ० র० সি० ১।৩।২৫]। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত থাকিলেও যে অক্ষুন্নতা—তাহাকে ক্ষান্তি বলে। এই অবস্থায় ভক্ত প্রেমাঙ্গনচ্ছুরিত নয়নে সুখ-দুঃখের প্রকৃত কারণ দর্শন করিতে পারে। সে দর্শন করে 'সুখ-দুঃখের কারণ সে নিজেই, বাহিরের কিছু নয়, বাহিরের জন বাহক মাত্র। তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের স্ব-অর্জিত কর্মই প্রকৃতপক্ষে তাহার সুখ-দুঃখের কারণ। তাহার নিজ অর্জিত অনাদি কর্মস্বূপ হইতে যতটুকু এই জীবনে ভোগ করিবার জন্ম বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই যখন যেটুকু ফলোন্মুখ হইতেছে, বাহিরের কোন জন বাহকরূপে তাহাকে ততটুকু পৌছাইয়া দিতেছে মাত্র। এ অবস্থায় বাহকের উপর ঐ

বাপ্তিশ্চ কদাচিদপি ন শ্রাদিতি দিক্। তু-শব্দেনাস্ত্রাপেক্ষয়াপি পূর্বোক্ত
দৈগ্ধ্য নূনত্বং সূচিতম্। তচ্চ কুতঃ স্ত্রাৎ, কিদৃশং বেত্যত আহ—তাসা-
মিতি। কৃষ্ণস্য বিয়োগতঃ মথুরাগমনাদিবিরহতো হেতোঃ শ্রীরাধাদীনাং
ষাদৃশমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেনানেন শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহবিশেষতঃ প্রায় স্ত্রীমাধুর্যানু-
ভবাদিনৈব প্রেমবিশেষোদয়াদ্ভাবিরহে দৈগ্ধবিশেষো জায়ত ইতি ধ্বনি-
তম্। তত্র চ প্ৰেমতারতমোন দৈগ্ধ্যদ্যপি তাদৃক্ভবহম্।

—বৃ० ভা० ২।৫।২২৪ টীকা

সুখদুঃখের কতৃৎ আরোপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বাজার হইতে গৃহস্বামীর ক্রীত ভালমন্দ বস্তু বাহক মস্তকে বহন করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলে সেই সব বস্তুর গুণাগুণের জ্ঞান সেই বাহকের প্রতি যেমন গৃহকর্ত্রীর চিত্তে অনুকূল-প্রতিকূল কোনরূপ ভাবেরই সৃজন হয় না তেমনি রতির ভূমিকায় উন্নত ভক্তকে কেহ মানের দ্বারা ভূষিত অথবা অপমানের দ্বারা জর্জরিত করিলে—উভয় অবস্থায়ই সেই মান বা অপমান দানকারী ব্যক্তির প্রতি তাহার চিত্তে অনুকূল-প্রতিকূল কোনরূপ ভাবেরই সৃজন হয় না। এইরূপ সুখদুঃখের প্রকৃত রূপ যাহার দর্শন করিবার সামর্থ্য হয় তাহার ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোন ক্ষোভ হয় না! বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু বলে না সেইরূপ অতীব নির্দয় ভাবে পীড়িত হইলেও ভক্তের চিত্তে পীড়নকারীর প্রতি কোনও বিরুদ্ধভাবের উদ্বেক হয় না। আবার বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করে না সেইরূপ নিজের ভরণপোষণের জন্য ভক্ত কাহারও দ্বারস্থ হন না। ভক্তের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তাঁহার প্রভুর নিকট হইতেই যথাসময়ে অবশ্য আসিবে। ভক্তের এইরূপ একান্ত নির্ভরশীলতা আসিলে তাঁহার 'বোঝা' অবশ্য শ্রীভগবান্ বহন করিয়া থাকেন—তিনি গীতায় নিজমুখে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন [তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—গীতা ৯।২২]

ভক্তের চিত্ত অতি কোমল হইয়া থাকে। পরের দুঃখে

তাঁহার হৃদয় কাঁদে। বৃক্ষ যেমন যাচককে অকাতরে আপন ধন ফুল-ফল ইত্যাদি দান করে ভক্তও তেমনি যে-কোনও যাচককে সাধারণ জাগতিক বস্তু তো দান করেনই, এমন-কি জীবের পরম মঙ্গলের বস্তু শ্রীভগবৎ-উন্মুখতা ও তাঁহার হৃদয়ের পরমাদরের ধন 'শ্রীকৃষ্ণনাম'কে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মাত্রকেই অকাতরে দান করেন—এমনই তাঁহার দয়া। ভক্ত জীবের সংসারদুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া শ্রীনামপ্রভুর নিকট আকুল হইয়া প্রার্থনা করেন—‘হা গৌর ! হা কৃষ্ণ ! হা পরমকরণ শ্রীনামপ্রভু ! কখন তোমার এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব তোমার আশ্রয়ে আসিয়া শ্রীনামসঙ্কীর্ণনে মত্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবে ?’

শ্রীকৃষ্ণভক্তির ভূমিকায় ভক্তের প্রারব্ধ কর্মফল থাকে না। ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ অতি অনায়াসে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ভক্তের সুখ যাহা দেখা যায়, তাহা ভক্তিরই নির্ধারিত ফল, আর দুঃখ-দৈন্য যাহা দেখা যায়, তাহা আসে কোনও জগৎ-মঙ্গল কার্যের জন্য, ভক্ত ও শ্রীভগবানের ইচ্ছায়। যেমন শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সর্পদংশনে মৃত্যুরূপ শাপ গ্রহণ। আবার, কখনও এই দুঃখ-দৈন্যরূপ সঞ্চারি-ভাবগুলি ভক্তের ভক্তিরসমাগরকে উচ্ছলিত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়—যেমন পাণ্ডবদের দুঃখ-দৈন্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণের করুণাই। [ভক্তিরস সঞ্চারি লক্ষণ ইত্যাদি প্রীতি সন্দর্ভ ১২০]

আসক্তির ভূমিকা পর্যন্ত ভক্তের কঠিন অপরাধোখ দুঃখ-

দৈন্য ও ভক্ত্যোথ সুখ উভয়ই বর্তমান থাকিলেও, ইহাদের বিষ থাকে না। এই সব সুখ-দুঃখ এই সাধক ভক্তকে বিচলিতও করে না। সে মনে করে স্নেহময় পিতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গলের জগ্ন কখনও তাহাকে দুঃখ কখনও নিম্বপত্রের রস পান করান, কখনও আদর করেন আবার কখনও চপেটাঘাত করেন—সেইরূপ আমার পরমকরণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণই আমার মঙ্গলের জন্য এই সব সুখ-দুঃখ ভোগ করাইতেছেন। আমার প্রকৃত মঙ্গল কিসে হইবে তাহা তিনিই জানেন, আমি তাহার কি জানি। ভজনের নিয়ন্তরে এই ভাবটি পোষণ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইয়া নিরপরাধে নাম-সঙ্কীৰ্তন কারিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভু ক্রমশঃ তাহার এই ভাব পুষ্টি করিয়া তোলেন।*

অমানী

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

—চৈ০ চ০ অন্ত ২০।২৫

আসক্তির ভূমিকাতেই সংসারের কারণ অবিদ্যা নিঃশেষে চলিয়া যায়; কাজেই রতির ভূমিকায় ভক্তের জড়বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, গৃহ, কুল প্রভৃতিতে অহঙ্কার থাকে না—তাহারা জড় অভিমানশূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামসঙ্কীৰ্তনে তন্ময় হইয়া থাকেন।

• বিপদঃ সন্তু তাঃ শঙ্খতত্র তত্র জগদ্গুরো।

ভবতোদর্শনং যঃ স্যাৎপুনর্ভবদর্শনম্ ॥

দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মায়ারচিত ভ্রান্তির উপরই জীবের দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে অভিমান প্রতিষ্ঠিত; কাজেই দেহাভিমান থাকা পর্যন্ত ‘অমানীত্ব’-ভাব স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না। তবে সাধন-ভূমিকাতে চিত্তের ঐ অবস্থাটি ‘আলুকূল্যস্ত সঙ্কল্প’ হিসাবে রক্ষার জন্য সাধক যত্নপরায়ণ হইয়া অত্যাদরে নামসঙ্কীৰ্তন করিতে থাকিলে শ্রীনামপ্রভু চিত্তকে ক্রমশঃ ‘অমানী’ করিয়া তুলেন।

ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের দাস্যাভিমানবশতঃ তাঁহার প্রভুব যশোগানে তন্ময় হইয়া থাকেন। তিনি জানেন যশ-সম্মান সবই তাঁহার প্রভুর প্রাপ্য, ইহাতে দাসের কোনও অধিকার নাই।* কাজেই ভক্তকে কেহ সম্মান করিলে সেই সম্মান তিনি আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দিয়া নত হইয়া থাকেন। ভক্তিলতাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ কতগুলি উপশাখার উদগম হয়। এই উপশাখাগুলিকে বাড়িতে দিলে মূল লতাটি নির্জীব হইয়া পড়ে; কাজেই এই উপশাখাগুলিকে প্রথমেই ছেদন করা প্রয়োজন। ভক্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ভীত হন—কারণ এই সব হইল ভক্তিদেবীর সাধককে বঞ্চনা করিবার মোহনাস্ত্র। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সঙ্ঘন্ধে বলা হইয়াছে—

* বিদ্যা-ধনাগার কুলাভিমানিনো দেহাদিদারাত্মজনিত্যবুদ্ধয়ঃ।

ইষ্টানুদেবান্ ফলকাজ্জিণো। য়ে জীবন্তু ভাস্তে ন লভতে কৈবল্যম্।

—বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিপাদ

‘প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ।’—চৈ° চ° মধ্য ৪।১৪৭ ।
 শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠাকে ধৃষ্টা ঋপচ-রমণীর সহিত
 তুলনা করিয়াছেন,—[প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা ঋপচ-রমণী—শ্রীমনঃ-শিক্ষা
 শ্রীদাস গোস্বামী] । কারণ প্রতিষ্ঠার ঋপের একবার পড়িলে
 সাধকের আর রক্ষা নাই । সাধক সম্মান হইতে দূরে থাকিবার
 চেষ্টা করিবেন আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শাসনকে কল্যাণকর বলিয়া
 বলমানন করিবেন ।

‘প্রতিষ্ঠাবাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালরমণী ।
 নাচিছে হৃদয়ে মোর দিবস রজনী ॥
 হে মন, কেমনে শুদ্ধ প্রেম মহাজন ।
 স্পর্শিবেন মোর ছুষ্ট হৃদয় ভবন ॥’

—কোন ভক্তকৃত অনুবাদ

মানদ

“জীবে সম্মান দিবে জানি ‘কৃষ্ণ’-অধিষ্ঠান ।”

—চৈ° চ° অ । ২°।২৫

বৃক্ষলতাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম
 সমস্ত জীবেরই ভিতরে আংশিক প্রকাশে পরমাত্মরূপে শ্রীভগ-
 বান্ আছে। ইহার ভিতরে একটু বিশেষ হইলেন সাধু, যাহার
 ভিতরে শ্রীভগবান্ শুধু পরমাত্মরূপে নন, সাক্ষাৎভাবেই—পূর্ণ
 মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দরূপেই বিশ্রাম করেন ।

তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।

গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ —নরোত্তম

জীবমাত্রই শ্রীভগবৎ-মন্দির; এই দর্শনটি রতির ভূমিকায় স্বাভাবিক ও দৃঢ় হয় বলিয়া রতিপ্রাপ্ত ভক্ত শ্রীভগবৎ-মন্দির বুদ্ধিতে জীবমাত্রকেই যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন ।

ভজনের সাধন-স্তরের প্রথম অবস্থায় উপরোক্তরূপ বুদ্ধি স্থির না হইলেও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলের মধ্যেই অন্তর্ঘামিরূপে তাহার উপাস্ত আছেন এইরূপ মনে করিয়া প্রণাম করা উচিত । কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নয় । ইহাতে শ্রীনামপ্রভুর সন্তোষ হইবে এবং তিনি রূপা করিয়া অচিরে বুদ্ধি স্বাভাবিক ও স্থির করিয়া দিবেন ।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অন্তর্দেহেষু ভূতানাং আন্তে হরিরীশ্বরঃ ।

সর্ব তদ্ধিষ্ণমীক্ষধমেবং বস্তোষিতো হসৌ ॥

ভা০—৬।৫।১৩

অর্থাৎ—সকল জীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে শ্রীহরি বিরাজমান্ আছেন । অতএব আপনারা সকলকেই শ্রীহরি-মন্দির-রূপে দর্শন করুন । এইরূপ দর্শনেই আপনারা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন ।

সর্বভূতে অন্তর্ঘামী-দর্শন স্বাভাবিক ও দৃঢ় করিবার সাধন বলিতেছেন—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্ ।

প্রণমেদগুবদ্ধুমাবাশ্চাণ্ডালগোখরম্ ॥ —ভা° ১১।২৯।১৬

অর্থাৎ উপহাসকারী বন্ধু, দেহ-বিষয়ে উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কুকুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ-প্রণত হইবে ।

জীবে অন্তর্ঘামী-বুদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া গেলে মনে মনে দণ্ডবৎ করিলেও চলিতে পারে । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বুদ্ধি স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত তো কায়বাক্য-মনের দ্বারাই ইহা করিতে হইবে—[‘যাবৎ সর্বেষু……বৃত্তিভিঃ ॥ —ভা° ১১।২৯।১৭] ।

সাধারণভাবে সর্বজীবে মানদানের কথা বলিয়া এইবার ভজনের বিশেষ কথা বলা হইতেছে : সাধারণজীবে যে মানদান, সেখানে সেই জীবের প্রতি চিন্তের কোন অভিনিবেশ থাকে না, অভিনিবেশ থাকে মানদানকারীর উপাস্ত্রের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মায়, যিনি ঐ জীবের ভিতর আছেন । সেখানে খোলসটি অর্থাৎ ঐ জীবটি ভাল কি মন্দ এইরূপ কোনও বিচারও নাই, তাহার সহিত কোনও আদান-প্রদানও নাই । কিন্তু ভক্তের সহিত ব্যবহারে চিন্তের অভিনিবেশ থাকে ঐ ভক্ততেই । এখানে আদান প্রদানের কথা আছে—প্ৰীতির কথা আছে ।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে বলিলেন—

কৃষ্ণেতি যশ্চ গিরি তং মনসাদ্রিয়েত

দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিষ্চ ভজন্তুমীশম্ ।

শুশ্রাবয়া ভজনবিজ্ঞমনগ্রমণ্য

নিন্দাদিশূণ্য হৃদমীপ্সিত সঙ্গলক্ষ্যা ॥

অর্থাৎ বাঁহার বাক্যে কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবে; যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়া নিয়মিত কৃষ্ণকীর্তনে রত আছেন, তাঁহাকে বার বার প্রণতি দ্বারা আদর করিবে; ভজনবিজ্ঞ, নামে একনিষ্ঠ, অণ্ডের নিন্দাদিশূণ্য সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে শুশ্রাবা দ্বারা সম্মান করিবে ।

কুলিনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগৌরহরি নামের অনুশীলনের তারতম্যেই ভক্তের তারতম্য বিচার দেখাইয়াছেন,— এখানেও সেই নিয়মই অবলম্বিত হইয়াছে । ভক্তের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম স্তর অনুসারে তাঁহাকে মানদানেরও তারতম্য হইয়া থাকে । কোন্ ভক্তকে কি ভাবে মানদান করিতে হইবে তাহাই উপরোক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট য়ইয়াছে ।

সিদ্ধদেহের ভাবোচিত স্তবে ভজনবিজ্ঞ উত্তমভক্তের উল্লাস হয়—ইহাই তাঁহার উত্তম শুশ্রাবা, ইহাই তাঁহাকে প্রকৃষ্ট মানদান । শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী শ্রীরূপপাদকে এইরূপ স্তুতি দ্বারাই বিলাপ-কুসুমাজলিতে মানদান করিয়াছেন—

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেহস্মিন্

পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি ।

বিশ্বাধরে ক্ষতমনাগতভতৃ'কায়া

যন্তে ব্যাধায়ি কিমুতচ্ছুকপুঙ্গবেন ॥

—বিলাপ কুসুমাজলি—১

তাৎপর্যার্থ—হে সখি ! রূপমঞ্জরি ! তুমি এই ব্রজমণ্ডলে
সতী বলিয়া বিখ্যাত, কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন কর না,
তবে ভর্তার অবিগ্ৰহমানতায় তোমার যে বিশ্বাসধরে ক্ষত ইহা কি
শুকশ্রেষ্ঠ বিধান করিয়াছে ?

সদা নামসংকীৰ্তন

রতির ভূমিকায় ভক্তচিত্তে ‘তৃণাদপি স্তনীচ’ ভাবগুলি
স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় নামমাধুর্য এতটাই আশ্বাদন
হইতে থাকে যে ভক্ত আর নামকীর্তন ছাড়িয়া একমুহূর্তও
থাকিতে পারেন না। জাগরণে-শয়নে-স্বপনে সকল অবস্থায়
শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-রসিকের রসনা নামকীর্তনে সদা চঞ্চল থাকে।
জল বিনা মীনের মত অনুক্ষণ নামকীর্তন বিনা তাঁহার প্রাণ
বাঁচে না।



শ্রীশিক্ষাষ্টক—চতুর্থ শ্লোক

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতান্ত্রাক্তরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ—হে জগদীশ ! আমি তোমার চরণে ধন প্রার্থনা করি না, লোকবল প্রার্থনা করি না, সুন্দরী পত্নী কিম্বা কাব্যশও প্রার্থনা করি না । আমার একমাত্র প্রার্থনা—জন্মে জন্মে যেন তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে ।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী ।

‘শুদ্ধভক্তি’ দেহ মোরে কৃষ্ণ ! কৃপা করি ॥’

—চৈ০ চ০ অ-২০।৩০

এইটি হইল প্রেমের ভূমিকায় আকৃষ্ট ভক্তের দৈন্ত্যভাবের উক্তি । শ্রীগৌরহরি নিজ আচরণ-দ্বারে ভজনের স্তর সরহস্ত জগৎকে জানাইতেছেন ।

রতির ভূমিকায় ‘তৃণাদপি’ শ্লোকের ভাব স্বাভাবিকতা ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এবং ইহার উচ্চসীমায় অপরাধ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় । এ অবস্থায় যেই একবার কৃষ্ণনাম করা হয় অমনি প্রেমের উদয় হয় ।

এইমত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয় ।

কৃষ্ণের চরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

—চৈ० চ० অ० ২০।২৬

শ্রীনামপ্রভুর এই ছরুহ-অদ্ভুত ঐশ্বর্য বলিতে বলিতে
গম্ভীরায় শ্রীগৌরহরির চিন্তে নামমাধুর্যের স্ফূরণ হইল ।

ঐশ্বর্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হইল ।

মাধুর্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥

—চৈ० চ० মধ্য-২১।৯৯

ইহাতে প্রভুর প্রেমসাগর উচ্ছলিত-উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ।
প্রভুর এই প্রেমসাগরে তখন দৈগ্ধনামক ব্যভিচারি ভাব-তরঙ্গের
সৃজন হইল ।* এই ভাবের কার্য হইল চিন্তে ছঃখ, ত্রাস ও অপ-
রাধাদির উদয়ে নিজ বিষয়ে অতি নিকৃষ্টতা বুদ্ধি জন্মান ।^v এই

* বিশেষণাভি মুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং পুতি ।

বাগঙ্গ-সঙ্ক-সূচ্যা য়ে জ্ঞেয়ান্তে ব্যভিচারিণঃ ॥

—ভং রং সিং ২।৪।১—২

অর্থাৎ বিশেষ সাহায্য করত স্থায়িভাবের (রতি) পুতি গমনশীল
অথচ বাক্য, অঙ্গ বা অন্তঃকরণ ধর্মদ্বারা সমুচিত হয় বাহারা, তাহা-
দিগকে ব্যভিচারী ভাব বলে । তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া
সমুদ্রকেই বধিত করত তাহাতেই লীন হইয়া যায়; তদ্রূপ ব্যভিচারী
ভাবগুলিও স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়িভাবের বুদ্ধি করত পরে
তাহাতেই মিশিয়া যায় ।

^v দৈগ্ধম্—ছঃখত্রাসাপরাধাঠৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা ।

—ভং রং সিং ২।৪।২১

দৈশ্যভাবের উদয়ে প্রভুর মনে হইল তাঁহার চিত্তে প্রেম নাই,
তিনি কৃষ্ণের নিকট 'শুদ্ধভক্তি' প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈশ্য বাড়িল ।

'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ ঠাই মাগিতে লাগিল ॥

প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।

সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ' ॥

ভক্তভাব-অঙ্গীকারী শ্রীগৌরসুন্দরের যে দৈশ্যোথ-মনোভাব
এই চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ :

হে জগদীশ ! তুমি জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা । কাজেই
তোমার করুণার ইঙ্গিতেই দেবতাগণের দ্বারা জগতের জীবের
নানারূপ ভোগসামগ্রী লাভ হইতেছে । তোমার ইচ্ছামাত্রে আমি
ধন-জন সবকিছু লাভ করিতে পারি,—ইহা আমি জানি; কিন্তু
ঐসব ভোগ্যবস্তুরে আমার কিছুমাত্র কামনা নাই । আর তুমিও
তো নিজ প্রিয়জনকে—যাঁহারা তোমাতে একান্তভাবে চিত্ত
সমর্পণ করিয়াছে এবং তুমিও যাঁহাদিগকে নিজজন বলিয়া স্বীকার
করিয়াছ তাহাদিগকে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্তমান
রহিয়াছে, তাহা দান কর না । যেহেতু উহা হইতে শক্রতা, উদ্বেগ,
মনস্তাপ, গর্ব, কলহাদির উদ্ভব হইয়া থাকে ।* শ্রীভগবানের
নিষ্কপট কৃপার যেখানে প্রকাশ হয়,—সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম
মোক্ষ বিষয়ের আর কোন চেষ্টা থাকে না । একান্ত শুদ্ধভক্তের

যদি কোন কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের প্রয়াস কখনও আসিয়াও যায়, তবে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা নাশ করিয়া থাকেন !* শুদ্ধাপ্রীতির উদয়ে ভক্ত ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিক্তি এমন-কি মোক্ষ-প্রাপ্তিও ইচ্ছা করেন না ।

শুদ্ধভক্তের প্রাণ প্রবল উৎকর্ষায় সদা ব্যাকুল থাকে তার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ! সে শুধু চায় তার প্রাণ-প্রিয়কে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা করিয়া সুখী করিতে, আর প্রিয়ের সৌন্দর্য-মাধুর্য-সৌম্যাদি গুণ-লীলা-বৈদগ্ধাদি দ্বারা নিজের সর্বেন্দ্রিয়কে আহ্লাদিত করিতে ।

শুদ্ধভক্তি

শুদ্ধভক্তের মনের ভাব শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকে ব্যক্ত আছে—

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ

স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ।

প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা

মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে হ্যাম্ ॥ —ভা০ ৬।১১।২৬

অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত শ্রীবৃত্ত বলিতেছেন—হে কমললোচন ! অজাতপক্ষ পক্ষিগণক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, রঞ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাতৃস্তনের জন্য

* 'ত্রৈবগিকায়াসবিঘাতমস্মৎ' —৬।১।২৩—ক্রমসন্দর্ভ টীকা

প্রতীক্ষা করে, প্রেয়সী যেরূপ বিদেশগত প্রিয়ের জন্ম বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় মিলনের অপেক্ষা করে, আমার মনও একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

বিবৃতি—‘অতি উৎকর্ষায় ব্যাকুল হইলেও ভক্তের শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তি শ্রীভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাতেই হইতে পারে;—ভক্তের শক্তিতে হয় না। এই আশয়ে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হইতেছে, যথা—অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক পেচকের দ্বারা ভীত অথবা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া—মাতাকে কখন পাইব, এইরূপে প্রতিক্ষণ দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হইয়া অবস্থান করে; বৃক্ষ পত্রের কিঞ্চিৎ সঞ্চালনেই—‘এই বৃষি মাতা আসিল’ এইরূপ মনে করিয়া কোমল কলকূজন করিতে করিতে চঞ্চুপুট প্রসারিত করে,—আর সেইক্ষণে তাহার মাতা যেমন আসিয়া পেচকাদি হইতে রক্ষা করে এবং শাবকদের জন্ম স্বাভাবিক মাতৃস্নেহে পৃথক ভাবে আনীত ক্ষুদ্র কীটাদি শাবকদের চঞ্চুপুটে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদের ক্ষুধার উপশম করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও ত্রিতাপ হইতে এবং ইন্দ্রাদি শত্রু হইতে শ্রীবৃত্তাসুরকে রক্ষা করিয়া স্বর্গ ও ব্রহ্মপদাদি ভোগদানে তাহার অভীষ্ট-পূরণ করিবার জন্ম যেন ইচ্ছা করিতেছেন—এইরূপ কথার আশঙ্কায় মনের অসন্তোষে বৃত্তাসুর বলিতেছেন—‘তোমার সেবা ও মাধুর্য-আস্বাদন বিনা আমার আর কিছু অভীষ্ট নাই। আর তোমার প্রাপ্তির প্রতিকূল এই অসুর দেহ বিনা অণু কিছু তাপও আমার নাই।’ স্বার্থ-

প্রণোদিত প্রীতির দৃষ্টান্তে মতের অসম্বোধে অগ্র একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইতেছে—‘স্তুগ্ং যথা ইতি’ । নবপ্রসূত গোবৎস গৃহস্থের গৃহে দামবদ্ধ অবস্থায় ক্ষুধায় মাতার স্তুগ্ংপানের জন্তু যেমন একতানমন হইয়া আর্ত হয়, সেইরূপ ।—এখানেও ছন্ধটি মাতার দেহজাত হইলেও গোবৎসের স্বস্বখাভিলাষই দেখা যায়, মাতার কোন সেবার লিপ্সা এখানে নাই—তাহাতেই মনের অসম্বোধে বৃত্ত অগ্র দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন,—‘প্রিয়ং প্রিয়েব’ ইত্যাদি । প্রীতিমন্তু পতি দূরদেশগত হইলে প্রেমবতী নারী যেমন বিরহে জর্জরিত হইয়া তাহার সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রিয় কাস্তকে সেবা করিয়া সুখী করিবার জন্তু এবং প্রিয় কাস্তের সৌন্দর্য সৌন্দর্যাদি গুণ-লীলা-বৈদখ্যাদি দ্বারা নিজের সর্বেন্দ্রিয়কে সুখী করিবার জন্তু উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও শ্রীভগবান্কে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সেবা করিবার জন্তু উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া আছি ।’ —শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা

এই সর্বশেষ দৃষ্টান্তটিতেই শুদ্ধভক্তের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে ।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ আছে :

অগ্গাভিলাষিতাশূণ্ণং জ্ঞানকস্ম্যাগ্গনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অর্থাৎ অগ্ৰাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃত অথচ আনুকূল্যাৎক শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলে ।

শ্রীমুকুন্দগোস্বামী-টীকার তাৎপর্য : অনুশীলন শব্দে— দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা অভ্যাসকে বুঝায় । ‘কৃষ্ণ’ শব্দ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হইলেও ইহা অগ্ৰাণ্য ভগবৎ স্বরূপেরও বাচ্য । আনুকূল্য বিশেষণটি ভক্তিমাত্র সিদ্ধির জগ্ৰ; আনুকূল্য অর্থ—শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি, ‘শক্তিগণকে আনয়ন কর’ বলিলে যেমন শস্ত্র সহিত আনয়নই ধ্বনিত হয়,—তদ্রূপ এই ভক্তিমার্গে আনুকূল্য বিধানটিও উত্তমা ভক্তির অন্তর্গত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে । অগ্ৰাভিলাষিতাশূন্য প্রভৃতি পদদ্বয় উত্তমা ভক্তির তটস্থলক্ষণ । জ্ঞান—আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কর্ম—স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক দান ব্রতাদি । মূলের ‘জ্ঞান-কর্মাদি’ পদের ‘আদি’ পদে আলম্ব্যও গৃহীত । এই লক্ষণটি সাধন ভক্তি হইতে মহাভাব পর্যন্ত সর্বত্রই সঙ্গত ।

শ্রীজীব ও শ্রীবিষ্ণুনাথ-টীকার তাৎপর্য* : ‘ক্রিয়া’ শব্দে যেমন ধাতুর অর্থ মাত্রই সৃচনা করে, তদ্রূপ ‘অনুশীলন’ শব্দও ধাতুর অর্থই অভিব্যক্ত করে । ধাতুর অর্থ দ্বিবিধ - প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক । প্রথমটি— কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টারূপ । দ্বিতীয়টি—প্রবৃত্তিমূলক ধাত্বর্থ হইতে ভিন্ন - এস্থলে রতি-প্রেমাদি স্থায়িভাবরূপ; এবং সেবানামাপরাধাদিশূন্যতা । তাহা হইলে

* শ্রীভ০ র০ সি০ - শ্রীহরিদাস দাস কৃত সংস্করণ হইতে গৃহীত ।

‘কৃষ্ণানুশীলন’ শব্দে কৃষ্ণ-সম্বন্ধি এবং কৃষ্ণ-নিমিত্ত অনুশীলনই বোধ্য, যেহেতু ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুমাত্র (কৃষ্ণপরিকরাদিও) বা কৃষ্ণার্থ বস্তুমাত্রই বলা হইয়াছে। এই লক্ষণে রত্যাদি স্থায়ী-ভাবে বা বাভিচারী ভাবে অব্যাপ্তি দোষ হয় না—যেহেতু শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়াদি সাধন সমূহে ভাবভক্তিও অন্তর্নিহিত আছে। এই কৃষ্ণানুশীলন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের কৃপা হইতেই লভ্য। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ এই অনুশীলন দেহাদির বৃত্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ‘কৃষ্ণ’ শব্দ স্বয়ং ভগবানের বাচক হইলেও অগ্ৰাণ্য ভগবদবতারেরও বোধক। কৃষ্ণে এবং অগ্ৰাণ্য অব-তারে তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্য। প্রাতিকূল্য আচরণে ভক্তির সিদ্ধ হয় না বলিয়া ভক্তির স্বরূপনির্ণয় করত বিশেষণ দিলেন— আনুকূল্যময়। আনুকূল্য বলিতে যদি ভক্তির বিষয়-আবলম্বন শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিকেই বুঝায়, তবে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়; যেহেতু অসুরের সহিত যুদ্ধরসাস্বাদন শ্রীকৃষ্ণের রুচি কর হইলেও তাহাতে অসুরগণের দ্বেষরূপ প্রাতিকূল্য ভাব আছে বলিয়া ভক্তিরস হইল না। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ক-উত্তারণের জগ্ন মা যশোদার গমন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের রুচি-কর না হইলেও মা যশোদার প্রাতিকূল্য-ভাব না থাকতে, তাহা-তেই ভক্তিরসের পোষণ হইল। সুতরাং আনুকূল্য বলিতে প্রাতি-কূল্যাশ্রয়তাই শ্রীরূপপ্রভুর বিবক্ষিত। বিশেষণ আনুকূল্য-শব্দ-দ্বারাই যখন ভক্তির সিদ্ধ হয়, ভক্তি সামাগ্র্যই যখন শ্রীকৃষ্ণের

প্রীতিদায়ক, তখন আর বিশেষ্য অনুশীলনপদ রাখা কেন? একথাও বলা চলে না। যেহেতু সামান্য ঘটে প্রাতিকূল্যশৃঙ্খতা আছে বলিয়া কি তাহাতে ভক্তিরসও আছে?

এক্ষণে উত্তমত্ব-সিদ্ধির জন্ম অনুশীলন-পদের দুইটি বিশেষণ দিতেছেন—ভক্তি ব্যতিরিক্ত অথ কিছুতেই ফলাভিসন্ধি রহিত। ভক্তি-বুদ্ধির উদ্যোগে তৎকামনা অনভিপ্রেত নহে। মূলে অভিলাষ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ‘অভিলাষিতা’ পদের ব্যবহারের তাৎপর্য বলিতেছেন স্বভাবার্থ ছোতনা করিবার জন্ম ‘ইন্’ প্রত্যয়টি ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ‘অভিলাষিতা’ পদে নিত্য অভিলাষযুক্ত ব্যক্তির স্বভাবটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ফলতঃ কোনও ভক্তের কখনও মরণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যদি তিনি ভগবানের নিকট বিপত্তি ত্রাণের জন্ম প্রার্থনাও করেন তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, যেহেতু তৎকালীন স্বভাব বিপর্যয়ই ঐরূপ প্রার্থনার কারণ; কিন্তু এই ভাবটি তাহার স্বাভাবিক নয়। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বাচ্য, কিন্তু ভজনীয়ত্বের অনুসন্ধান নিত্য অপেক্ষণীয় বলিয়া অবশ্যগ্রাহ্য। কর্ম—স্মার্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি, কিন্তু ভজনীয় বস্তুর পরিচর্যাদি কর্ম হইলেও কৃষ্ণানুশীলনাত্মক বলিয়া সর্বথাই আদরণীয়। ‘আদি’ পদে ফল-বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির অভ্যাস-ত্যাগই বোধ্য। ‘অনাবৃত’ পদের তাৎপর্য - এই ভক্তির আবরক জ্ঞান-কর্মাদিই নিষিদ্ধ, কিন্তু ভক্তির আবরক না হইলে তাহা তাহাই অভিপ্রেত।

ভক্তির আবরণ বলিতে শাস্ত্রশাসনে নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় হওয়ার ভয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মজ্ঞানাদিতে প্রবৃত্তি এবং ভক্ত্যাদি ইষ্টপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপে শ্রদ্ধাপূর্বক তাহাতে প্রবৃত্তি । এই দুইটি শুদ্ধভক্তিতে ত্যাজ্য । কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্ত কোন মহানুভব ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধারহিত হইয়া পিত্রাদি শ্রাদ্ধও করেন, তাহাতে তাহার শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত হইতে পারে না । এখানে শ্রীকৃষ্ণানু-শীলনই কৃষ্ণভক্তি’—এই কথা বলা উচিত হইলেও ভাগবতাদি-শাস্ত্রসমূহে শুধু ভক্তি-শব্দের শ্রীকৃষ্ণভক্তিতেই পর্যাবসান হই-তেছে দেখিয়া এ স্থানেও শুধু ভক্তি-শব্দই ব্যবহৃত হইল ।

এই শুদ্ধভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা ।

বৈধীভক্তি

যত্র রাগানবাপ্তহাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।

শাসনেনৈব শাস্ত্রস্ম সা বৈধী ভক্তিরূচ্যতে ॥

— ভ০ র০ সি০ ১।২।৬

তাৎপর্য সাধারণতঃ ভজনে প্রবৃত্তি হয় লোভের বশবর্তী হইয়া বা শাস্ত্রশাসনের দ্বারা চালিত হইয়া । যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হইয়া শাস্ত্রশাসনই প্রবর্তক হয়—তাহাকে বৈধীভক্তি বলে । যথা, শাস্ত্রশাসন - প্রত্যহই বিষ্ণু-স্মরণ করিবে, কখনও যেন বিষ্ণু-বিস্মরণ না হয় । বিষ্ণুকে ভুলিলে বিস্মরণ-কর্তার সর্ব-নিষেধ প্রতিপাদিত অনন্ত নরকপাতই হইবে ।

রাগানুগা ভক্তি

বিরাজস্বীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাতিষু ।

রাগাত্মিকামনুষ্যতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

—ভ০ র০ সি০ ১।২।২৭০

তাৎপর্যার্থ—শ্রীমূর্তির দর্শন অথবা শ্রীভাগবতের দশম-স্কন্ধের লীলা-শ্রবণ হইতে ভজনে লোভবশতঃ শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামী হইয়া যে ভজন, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে ।

এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হইল এই যে*—বৈধী ভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনু-কুলতর্কের অপেক্ষা করে; কিন্তু রতির আবির্ভাবে উহা করে না । রাগভক্তিতে কিন্তু প্রথম প্রবৃত্তির পূর্বেই লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া কখনই শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, অতএব ইহাই মহান্ উৎকর্ষ । কিন্তু লোভের বস্তু প্রাপ্তির জন্ম শাস্ত্রাদির ও তদুক্ত সাধনের অনু-সন্ধান অবশ্যই কর্তব্য । তাৎপর্য এইযে শাস্ত্রশাসনে ভজন বিধিমাৰ্গ

• বৈধীভক্ত্যুৎখ রাগ : স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ দ্বিবিধা—কশ্চচিৎ শাস্ত্র-শাসনে নৈব শ্রী গুরুপদিষ্টগুরুভক্তৌ প্রবৃত্তিমতো ভজনাভ্যাস-পোনঃপুণ্ড্রেন নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তিভূমিকা অধিকৃতশ্ছেল্লিরাণাং বৃত্তির্হরৌ স্বাভাবিকী ভবতি, যথা—প্রাকৃত লোকানাং পতি-পুত্রাদিষু ।

রাগানুগা ভক্তিতে রাগ : কশ্চচিচ্চ প্রাচীনার্কাচীন-তাদৃশ-মহৎ সঙ্গ কৃপা জনিত্ত বিলক্ষণ-সংস্কারবশেন গুরুপদেশাং পূর্বমেবানন্তরমেব বা

লোভবশতঃ বিধিমার্গে (শাস্ত্রবিধি অনুসরণে) ভজন রাগমার্গ । এই ভজনভেদে দুই জাতীয় রতির উদয় হয় । (ভ০ র০ সিন্ধু০ ১।২।২৯৩ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা) । ইহার মধ্যে রাগভক্ত্যুৎ-রতি জাতি ও পরিমাণে আধিক্যবশতঃ এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানে অনাদরহেতু এবং শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের সম কিম্বা বড় জ্ঞানহেতু অতি-শয় গাঢ় হইয়া থাকে । বৈধীভক্ত্যুৎ-রতি জাতি ও পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বশতঃ এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানস্পৃষ্ট মমতাবিশিষ্ট বলিয়া তাদৃশ গাঢ় হয় না । (—মাধুর্যকাদম্বিনী ৬ম বৃষ্টি) ।

রাগানুগা-সাধনভক্তির পরিপাটি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্ন তিনটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে :

১ । কৃষ্ণং স্মরণং জনকস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্ঘ্যাবাসং ব্রজে সদা ॥

—ভ০ র০ স০ ১।২।২৯৪

অর্থাৎ রাগানুগায় সাধক নিজ্জাভিলষিত ভাবোচিত লীলা-বিলাসী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এবং স্বজাতীয়-ভাবযুক্ত ব্রজ-জনকে স্মরণ করিতে করিতে এবং তাঁহাদের কথায় রত থাকিয়া সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহ-দ্বারাই সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন ।

শাস্ত্রশাসনং বিনৈব স্বভাবত এবেন্দ্রিয়ানাং ভক্তিশাস্ত্রোক্ত আচরণবতী
এব যা হরৌ বৃত্তিঃ সাপি স্বাভাবিক জ্ঞেয়া । পূর্বপ্ৰবৈধভক্তেঃ প্রমাণে-
নৈবোৎকর্ষঃ পরগ্ৰা রাগানুগায়ান্ত জাত্যেবোৎকর্ষ অস্বাভাবি-
ক্যাস্ত স্বাভাবিকাণ্যং সকাশাৎ প্রমাণেন জাত্যা চ নিকর্ষঃ ।

(—শ্রী ভা০ ৩২৫।৩২ শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা)

বিবৃতি : ব্রজে ভক্তিমাত্রই রাগমার্গের ভক্তি, ইহা দুই প্রকার—এক সম্বন্ধানুগা, অপর কামরূপা। যে রাগাত্মিকায় পিতা মাতা-বন্ধু ইত্যাদি কোনরূপ 'সম্বন্ধ' কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্তক হয় ও নিয়ামক হয় তাহাকে বলে সম্বন্ধরূপা। ব্রজের নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুবল ইত্যাদির শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতি হইল সম্বন্ধরূপা। আর নিত্য-সিদ্ধরাগের বশবতী হইয়া যাঁহারা কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনায় তন্ময় হইয়া সর্বনিরপেক্ষভাবে কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া সেবা করেন তাঁহাদের ভক্তিকে কামরূপা রাগাত্মিকা বলে। ব্রজকিশোরীগণ এই কামরূপার আশ্রয়।

এই কামরূপার অনুগামিনী ভক্তিকে বলে কামানুগা ভক্তি—ইহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়, কারণ শ্রীগৌর-হরির প্রদত্ত নামসঙ্কীৰ্তন হইতে জীবচিত্তে সাধারণতঃ এই কামানুগাভক্তিরই উদগম হয়। কারণ এই বিশেষ বস্তুটি দেওয়ার জন্মই শ্রীগৌরহরির এবার আগমন—['অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুমুরতোজ্জলরসাং স্বভাশ্রিয়ম্' - চৈঃ চঃ আঃ ১।১১]

এই রাগানুগায় স্মর ই মুখ্য সাধন, কারণ রাগ মনের ধর্ম।* রাগানুগার মুখ্যসাধন এই স্মরণেরও দাতা হইলেন শ্রীনাম-প্রভু - শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইলেই

* অত্র রাগানুগায়ঃ যশুধ্যাশ্চ তশ্চাপি স্মরণশ্চ কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব, কীর্তনশ্চৈব এতদ্ব্যুগাধিকারত্বাৎ সর্বভক্তিমার্গেষু সর্বশাস্ত্রৈশ্চ শ্চৈব সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদনাচ্চ। (রাগবত্ৰুচন্দ্রিকা)।

স্মরণ সম্ভব হয়, কাজেই এই স্মরণেরও কীর্তনের অধীনতা
অবশ্যস্বীকার্য্য ।

প্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিজ ভাবোচিত লীলাবিলাসী বৃন্দাবনেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণকে* এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজবাস্তিত প্রিয়জনকে স্মরণ করিবে—
এই বাস্তিত প্রিয়জন কিরূপ ? কামানুগা সাধকের অনুসরণীয়
কামরূপার আশ্রয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা,
শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিই সাধকের বাস্তিত এই প্রিয়জন । শ্রীকৃষ্ণও
অতি-বাস্তিত, তবে তাঁহার প্রিয়জন এই শ্রীরাধাদির উজ্জ্বলভাবে
একান্ত নিষ্ঠাহেতু তাঁহাদিগেতেই বাস্তার আধিক্য থাকে । ইহা-
দিগকে স্মরণ ও ইহাদের লীলাকথায় রত থাকিয়া সদা ব্রজে

* শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত রাগানুগান্তকের নিজ ভাবোচিত শ্রীকৃষ্ণ
কিরূপ তাহা নীচের শ্লোকে পাওয়া যায় ।

বর্হোত্তমবিলাসকুন্তলভরঃ মাধুধামগ্নাননং

প্রোন্মীলনবযৌবনং শ্রুধিলসদেগু শ্রুণাদামৃতম্ ।

আপীনস্তনকুটুমলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্ছকাস্ত জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্ ॥

— কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ । ৪

অর্থাৎ যাঁহার শিরোদেশ শিখিপুচ্ছশোভিত, কুন্তল স্মশোভিত,
যাঁহার চন্দ্রবদন ঈষৎ হাস্যাদিতে মগ্ন, যাঁহার নবযৌবন প্রোন্মীলিত
হইরাছে । যিনি বেগুনাদামৃতে প্রকৃষ্টরূপে বিলাস করিতেছেন এবং যিনি
গোপীগণের ঈষৎস্থল স্তনকেরক দ্বারা পরিসেবিত, সেই জগতের অদ্ভুত
ব্রমণ হরূপ চিন্ময়জ্যোতি আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হউন ।

বাস করিবে -- সাধক ও সিদ্ধ উভয় দেহেই ব্রজবাস অবশ্য কর্তব্য-
রূপে নিরূপিত হইয়াছে। সাধক দেহে ব্রজবাস কোনও অনিবার্য
করণে যদি সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ মনের দ্বারা ব্রজবাস
করিতে হইবে।

২। সেবা সাধকরূপে সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।

তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

—ভং রং সিং ১।২।২৯৫

অর্থাৎ সাধকরূপে যথাবস্থিতদেহে এবং সিদ্ধরূপে অন্ত-
শ্চিত্তিত অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে সেই ব্রজস্থ নিজাভীষ্ট
শ্রীকৃষ্ণের রতি-বিশেষ লাভেচ্ছু ব্যক্তি—ব্রজলোকগণের অনুসরণ
করত সেবা করিবেন।

বিরূতি : সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের
এবং সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখ ব্রজলোকের অনুসরণে সেবা
করিবার কথাই এখানে বলা হইয়াছে—অনুসরণ অর্থে অনুকরণ
নহে—চিত্তবৃত্তিতে মিলই এখানে ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-
প্রদত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে সাধকের চিত্তে যে ভাবটি অঙ্কুরিত
হয়, তাহা হইল মঞ্জরীভাব—কামানুগার অন্তর্গত তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা
ভক্তি।

মঞ্জরীভাব : ব্রজগোপিগণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে
—তবে প্রীতির প্রকারভেদে ইহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে
বিভক্ত করা যায়। এক, যাহারা কৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ ইচ্ছা

করেন (শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী যুথেশ্বরীগণ); অপর, যাঁহাদের চিত্তে
 লেশমাত্র সন্তোষ ইচ্ছা নাই—যাঁহারা নিজের সহিত সন্তোষ
 হইতেও কোটিগুণ সুখলাভ করেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনে, নিত্য-
 সখী—আপেক্ষিক লঘু এই মঞ্জরীদের চিত্ত সুনির্মল দর্পণের মত
 —শ্রীরাধা-চিত্তের মহাভাবের ছব্ব প্রতিফলন যাহা ললিতা-
 বিশাখাদি সখীগণের চিত্তেও হয় না—তাহা এই মঞ্জরীদের চিত্তে
 হয়। কাজেই শ্রীরাধাচিত্তের সুখামৃতসিন্ধুর পূর্ণ আশ্বাদন একমাত্র
 ইহারাই পাইতে পারেন। ইহাদের চিত্তের মধুরারতি শ্রীকৃষ্ণের
 চুম্বন-আলিঙ্গনাদি (অনুভাবাদি) বিনাই রসতাপ্রাপ্ত হইতে কোন
 অসুবিধা হয় না, কারণ শ্রীরাধার চিত্তের উচ্ছলিত রসটিই ইহা-
 দের চিত্তে ছব্ব প্রতিফলিত হইয়া ইহাদের রতিকে রসতাপ্রাপ্ত
 করাইয়া থাকে। এই নিত্যসখী মঞ্জরীদের ভাবের অনুগা ভাবটিই
 শ্রীগৌরহরি জীবকে দান করিলেন। এই ভাবের স্বরূপ হইল—
 ‘তত্তত্তাবেচ্ছাত্ত্বিকা কামানুগা রতি’। ইহাদের অভিলাষ শ্রীরাধার
 দাস্ত। ইহাদের প্রাপ্য মহাভাবের সীমায় শ্রীরাধার চিত্তের উচ্ছ-
 লিত রসটির আশ্বাদন।

সেবা মানে পরিচর্যা। সাধকদেহের সেবা—ফুল-তুলসী
 চন্দন, বিবিধ প্রকার নৈবেদ্য এবং অগ্ন্যাত্ত নানাপ্রকার সেবার
 উপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধা-
 কৃষ্ণের পরিচর্যা। মানস সেবা—মনে মনে নানারূপ উত্তম উত্তম
 সেবোপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা সেবা; আরও

পাদসম্বাহন, বীজন, মাল্যগ্রন্থন ইত্যাদি নানাপ্রকার সেবা মানসে হইতে পারে ।

৩। শ্রবণোৎকীৰ্ত্তনাদিনী বৈধভক্ত্যাদিতানি তু ।

যাশ্চক্ষ্যানি চ তাশ্চত্র বিজ্ঞেয়ানি মনৌষিভিঃ ॥

—ভ০ র০ সি০ ১।২।২৯৬

অর্থাৎ বৈধভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি (শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইতে কার্ত্তিকাদি ব্রত পর্যন্ত ৬৪ প্রকার অঙ্গ)* যে সকল ভক্ত্যঙ্গ

* ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ : গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। সন্ধর্ম-শিক্ষা পৃচ্ছা, সাধুমাৰ্গানুগমন। কৃষ্ণপ্ৰীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস। ষাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যপবাস। ষাত্ৰাশ্বখ গো বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। সেবা নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জন। অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব। হানি-লাভে সম, শোকা-দির বশ না হইবে। অশ্লদেব, অশ্লশাস্ত্র নিন্দা না করিব। বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিব। প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদেগ না দিব। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবে-দন। অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি। অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি। পরিক্রম, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীৰ্ত্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহা-প্রসাদভোজন। আরত্ৰিক মহোৎসব-শ্রীমূর্তি দর্শন। নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন। তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন। জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লক্ষ্য ভক্তগণ। সর্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত। 'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ব। —(চৈ০ চ০ মধ্য ২২।১১২-১২৪)

পূর্বে কথিত হইয়াছে তাহাই এই রাগানুগা ভক্তিরও অঙ্গ বলিয়া মনীষিগণ জানেন ।

বিষয় : শ্রীমামসঙ্কীর্তনই সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের কারণ বা অঙ্গী,তিনিই কৃপা করিয়া যে যে ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ করেন তাহাই পরমাদরে ভক্তচিত্তে গৃহীত হয় । কাহারও একটি, কাহারও দুইটি, কাহারও বা অধিক ভক্ত্যঙ্গের প্রকাশ হইতে পারে ।

৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটি প্রধান । শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—‘সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন,* ভাগবত শ্রবণ । মথুরা-বাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥’ আবার এই পাঁচের মধ্যে বীজধর্মী নামসঙ্কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব শ্রীগৌর-হরির মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে; যথা—‘তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন’; ‘হর্ষে প্রভু কহে শোন স্বরূপ রামরায় । নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥’

এখানে বিশেষ কথা হইল এই যে এই ভক্ত্যঙ্গগুলি আমাদের বিষয়াবিষ্ট চিত্তকে টিউন (Tune) করিয়া যথাকালে স্মরণাঙ্গ ভক্তিতে লইয়া যায় ।

* এখানে অঙ্গী নামকীর্তনকেও ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গণনা করা হইল । যেমন একটি বীজ বৃক্ষের কারণ বা অঙ্গী হইয়াও পাতা ফুল ফলাদি অঙ্গের মত আবার শত সহস্র বীজরূপ অঙ্গের প্রকাশ করে— ইহাও সেইরূপ ।

শ্রীসনাতন-শীক্ষায় শ্রীগৌরহরি এই রাগানুগাভক্তির পরি-
চয় এইভাবে দিয়াছেন—

রাগান্বিকা-ভক্তি—‘মুখ্যা’ ব্রজবাসী-জনে ।

তার অনুগত ভক্তির ‘রাগানুগা’-নামে ॥

ইষ্টে ‘গাঢ়-তৃষ্ণা’—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ।

ইষ্টে ‘অবিষ্টতা’—তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥

রাগময়ী-ভক্তির হয় ‘রাগান্বিকা’ নাম ।

তাহা শুনি’ লুদ্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥

—চৈ০ চ০ মধ্য ২২।১৪৫-১৫৯

এই পর্যন্ত রাগানুগাভক্তির পরিচয় দানের পর এইবার
ইহার সাধন বলিতেছেন :

বাহু অভ্যঙ্গুর,—ইহার দুই ত’ সাধন ।

‘বাহে’ সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ।

‘মনে’ নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত’ লাগিয়া ।

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥*

—চৈ০ চ০ মধ্য ২২।১৫২।১৫৫

• শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত রাগানুগাভক্তের উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে বৈধীভক্তি পর্যন্তই জানা ছিল—রাগানুগাভক্তি যাহা একমাত্র ব্রজের ধন—তাহা জগতে প্রায় দুর্লভই ছিল। আবার, রাগানুগাভক্তির মধ্যেও যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই উন্নত-উজ্জ্বলরসের কথা তো জগতে অবিদিতই ছিল; (অনর্পিতচরীং চিরাৎ চৈ০ চ০ ১।১।৩)। তাঁহার ভাণ্ডারের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনটিই দাতার শিরোমণি গৌর ছুহাতে জগতের আপামর জনসাধারণকে তাঁহার প্রকটকালে বিলাইয়াছেন এবং অপ্রকটেও এইটিই পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন— এই ‘শিক্ষাষ্টকের’ মধ্যে। তাঁহার দেওয়া শ্রীহরিনাম এই যুগে নিরপরাধে যে গ্রহণ করিবে, তাঁহারই ব্রজের মধুরারতিই লাভ হইবে। শ্রীগৌর-আগমনের পর আর বৈধী ভক্তি রহিল না। বর্তমান সময়ের এই মহান্ বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে।

তনু শ্রীগৌরসুন্দর এবং ব্রজের কুঞ্জে লীলাপরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগৌর-সুন্দর-প্রবর্তিত ও প্রদত্ত ‘নাম-প্রেমরূপ’ অবদান প্রভাবে কলিজীবের পক্ষে উভয় লীলারসেরই আশ্বাদন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরলীলারসার্গবে তদুক্তরূপে সত্তরংগকালে প্রেম বিলাস-বিবর্ত গৌরলীলা রসের ও শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্তনানন্দের অপূর্ব আশ্বাদন ও রসমত্ততায় ডুবিয়া গেলে মঞ্জরীরূপে ব্রজের নিভৃত কুঞ্জে প্রেম বিলসিত ব্রজকিশোর কিশোরীর অন্তরঙ্গসেবা প্রাপ্তি হয়। জীবের ‘সাধাসীমা’ এইখানে—নিত্যকালের জগৎ এই উভয় লীলায় যুগপৎ অবস্থানে।

শ্রীগৌর-আনীত প্রেমমন্দাকিনী ধারা-যে ব্রজের মধুর-
রসের প্রবাহ, তাহা প্রতক্ষ্ণ্ণা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের
লেখনীতে স্পষ্ট হইয়াছে --

অভুদ্ গেহে গেহে তুমুল হরিসংকীর্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রব্যতিকরঃ ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়শ্চান্নায়াদপি জগতি গৌরেহবতরতি ॥

— শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১১৪

অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে
তুমুল হরিসংকীর্তন রব উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফলে দেহে দেহে
উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল । এই কীর্তনে শ্রুতির
অগোচর ব্রজের মধুররস উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল ।

আলোচ্য রাগানুগা-ভজনের সংক্ষিপ্তসার শ্রীরূপপাদের
লেখনীমুখে এইভাবে প্রকাশিত আছে

“তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সংকীর্তনানু-
স্মৃত্যাঃ ক্রমেণ রসনাং মনসি নির্যোজ্য ।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়ৈদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥”

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-চরিতাদি মধুরস্বরে গীতাদি
ছন্দে কীর্তন ও তৎপশ্চাৎ এই কীর্তনের অনুগতভাবে স্মরণ,

এইরূপ ক্রম অনুসারে জিহ্বা ও মনকে নিয়োজিত করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান পূর্বক কৃষ্ণ-অনুরাগী জনের অনুগামী হইয়া জীবনের সমস্ত সময় যাপন করিবে—ইহাই উপদেশ-সার ।



শ্রীশিক্ষাষ্টক—পঞ্চম শ্লোক

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পাতিতং মাং বিষমে ভবাস্বধৌ ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিত্তয় ॥

অর্থাৎ অয়ি নন্দতনুজ ! বিষম সংসারসমুদ্রে পতিত তোমার দাসকে তুমি কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণকমলের ধূলিতুল্য বিবেচনা কর ।

অতি দৈন্ত্রে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান ।

আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।

পড়িয়াছোঁ ভবার্গবে মায়াবন্ধ হঞা ॥

কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম ।

তোমার সেবক, করেঁ তোমার সেবন ॥

—চৈ০ চ- অ ২০।৩১, ৩৩, ৩৪

এই পঞ্চম শ্লোকটিতে বিদ্যাবধু অর্থাৎ প্রেমস্বরের উচ্ছলিত অবস্থার বর্ণনা হইয়াছে—শ্রীগৌরের মধুর প্রেমরসসমুদ্রে নাম-সঙ্কীর্ণরূপ-ঝঙ্জাঘাতে নানারূপ বিচিত্র তরঙ্গ উঠিয়াছে । দাস্য-ভাবতরঙ্গে পড়িয়া তিনি বলিতেছেন—‘তোমার নিত্যদাস মুঞি’। নামসঙ্কাত নৈ দাস্যভাবের উদর :

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণই ভক্তি । নামসঙ্কীর্ণ একটি জিনিস, আর ভক্তি একটি পৃথক্ জিনিস—নামসঙ্কীর্ণ হইতে ভক্তির

উদয় হয়, -- এরূপ নয় । শ্রীভাগবতের 'এতাবানব' (ভা० ৬।৩। ২২) শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবচরণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়াছেন । তিনি বলিলেন -- 'তন্নামগ্রহণাদিভিরিতি তৃতীয়া প্রকৃত্যাভিরূপ ইতিবৎ ।' অর্থাৎ 'এতাবানব' শ্লোকে 'ভক্তিয়োগের' সহিত 'নামগ্রহণের' অভেদার্থে ই 'নামগ্রহণাদি' বাক্যের পর তৃতীয়া বিভক্তিয়োগে 'নামগ্রহণাদিভিঃ' পদটি হইয়াছে ।

শ্রীনামসঙ্কীর্তন ভজনের প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রূপেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আমাদের জিহ্বা, কণ্ঠাদি জড় ইন্দ্রিয় দ্বারাই গৃহীত হয় । এই অবস্থায় ইহার নাম হয় সাধনভক্তি । এই নামসঙ্কীর্তনই ভজনের আসক্তিস্তর অতিক্রান্তে জীবের চিত্তে ভাব বা রতিরূপে উদ্ভিত হন । ইহাই হইল প্রেমের অঙ্কুর অবস্থা ! ভাবই গাঢ় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয় । দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন - এই তিনে অভেদ ।

তত্ত্ব বস্তু - কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ ।

নামসঙ্কীর্তন সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥

- চৈ० চ० আ० ১ ৯৬

লাল-নীল বিভিন্ন রঙের কাচের আধারে জল যেমন বিভিন্ন রঙে প্রকাশিত হয়, তেমনি 'মহৎসঙ্গ হইতে জাত চিত্তের অবস্থা ভেদে একই প্রেম দাম্ভ, সখ্যাদি বিভিন্ন স্থায়িভাবরূপে

প্রকাশ পায়। আবার এই স্থায়িত্ব গুলি বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রী মিলনে, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ রসে পরিণত হয়।* জীবের স্বরূপ হইল নিত্য কৃষ্ণদাস। চিত্তের আবরণ উন্মোচনে রতির ভূমিকায় জীবের এই নিজ স্বরূপের স্ফূরণ হয়। এই দাস ভাবটিই হইল জীবের স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ উপাদান। কাচ যেমন রঙের দ্বারা রঞ্জিত হইলেও তাহার স্বরূপ-গত ধর্ম ত্যাগ করে না, তেমনি জীব মহৎসঙ্গ দ্বারা দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর যে কোনও রঙেই রঞ্জিত হউক না কেন—সে তাহার নিত্যস্বরূপ দাস্ত্যভাব, সেবাই যাতাব প্রাণ, তাহা কখনই ত্যাগ করে না। এই দাস্ত্যভাবটি দাস্ত্যভাবের ভক্তে তো আছেই—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের ভক্তেতেও আছে।

কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।

গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্ত্যভাব ॥

চৈ০ চৈ০ আ০ ৭।৫২

শাস্ত্র-দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কোনও সত্য নির্ণয়ে গ্রায়শাস্ত্র দশবিধ প্রমাণ (যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা) স্বীকার করেন। এইগুলির মধ্যে একমাত্র শব্দ-

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দান শ্রীনামসঙ্কীর্তন হইতে ব্রজের দাস্য-সখ্যাতি চারটি ভাব হয়। ব্রজে শান্তরস নাই। কাজেই শান্তরসের কথা এখানে বলা হইল না।

প্রমাণ ব্যতীত আর সবগুলিই যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষহুঁষ্ট তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝা যায় । কাজেই ভক্তিশাস্ত্রে অপ্রাকৃত বস্তু নির্ণয়ে বেদ-পুরাণাদি শব্দ বা শাস্ত্র প্রমাণই একমাত্র নির্ভর-শীল বলিয়া মাগ্ন করা হয় । উপরোক্ত পয়্যারে যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপে মহৎ-অনুভবসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যের অব-তারণা করা হইতেছে । কারণ মহতের চিত্ত শুদ্ধমত্বের দ্বারা উজ্জ্বল, সেখানে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ চতুষ্টিয়ের স্থান নাই; কাজেই শাস্ত্রবাক্য-মহৎ অনুভব সিদ্ধ হইলে,—তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ-রূপে গ্রাহ্য ।

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ।

মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥

—চৈ० চ० আ० ৬।৫৩

বাৎসল্যরসসমুদ্রে দাস্যভাবতরঙ্গ : অত্বে কি কথা
—মহৎ-শিরোমণি ব্রজরাজ নন্দবাবার শুদ্ধবাৎসল্য-রসসমুদ্রেও
দাস্যভাবের তরঙ্গ উঠিতে দেখা যায় । ‘শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান
নাই তার । তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ॥’ চৈ० চ० আ०

ইহা তাঁহার নিজমুখ-বাক্যেই প্রকাশিত আছে; যথা—

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে গোকুলে পাঠাইলেন,
শ্রীনন্দযশোদাদি ব্রজজনকে তাঁহার বিরহে সান্ধনা দানের জগ্ন ।
উদ্ধব ভাবিলেন—যদি শ্রীনন্দযশোদাকে বুঝাইতে পারি—শ্রীকৃষ্ণ
সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা হইলে পুত্রবিরহ আপনিই চলিয়া যাইবে ।

কারণ ভগবানের জন্ম আর বিরহ কি ? তিনি তো সর্বত্রই
আছেন । তাঁহার মত নিকটতম আর কে আছে ? তিনি সর্ব জীব-
চিন্তে অতি প্রিয় বন্ধুর মত নিত্য অবস্থান করিতেছেন । কথায়
কথায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু নন্দযশোদার
শোক অপনোদন হইল না । ইহার পর উদ্ধব কৃষ্ণসন্দেশ দানে
গোপীকুলকে সাস্তুনাদান পূর্বক যখন মথুরা যাইতেছেন, তখন
নন্দাদি গোপগণ সাস্ত্রানয়নে উদ্ধবকে বলিলেন—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদানুজাশ্রয়াঃ ।

বাচোহভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্লাদাধিষু ॥

—ভা০ ১০।৪৭।৬৬

অর্থাৎ হে উদ্ধব ! আমাদের মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-
পদ্মাবলম্বিনী হউক, বাক্য শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন করুক এবং শরীর
তদীয় প্রণামাদিতে রত থাকুক ।

উপরোক্ত বাক্যে বাৎসল্য-রসাধার পিতামাতাদের ভিতরেও যে
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্ত্রভাবের স্ফূরণ হয়, তাহা প্রমাণিত
হইল । এখানে সাধারণভাবে মনে হইতে পারে উদ্ধবের মুখে
শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা শুনিয়া সেই অনুভবে ঐশ্বর্যজ্ঞানের উদ-
য়েই উপরোক্ত কথাগুলি শ্রীনন্দাদি গোপগণ বলিতেছেন; কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ।

শ্রীনন্দযশোদাদির মনের প্রকৃতভাব এইরূপে ব্যক্ত করা
যাইতে পারে : হে আয়ুধ্মন্ উদ্ধব ! তোমার বর্ণিত মহারূপগুণের

নিধি আমাদের বালকের প্রতি আমরা মহাকঠোর ব্যবহার করিয়াছিলাম—এখনও করিতেছি। তখন (শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিল) আমরা অতি স্নেহে যে-সব লালন-পালনাদি করিয়াছিলাম—তাহা যে সবই কৃত্রিম ছিল তাহা এখন বুঝিতেছি। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি কি করিয়া? পিতা জগতে একজন ছিলেন,—সে ‘দশরথ’, যিনি পুত্র রামের বনগমন শ্রবণমাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের তো সেই পুত্র কৃষ্ণে প্রেমগন্ধও নাই। এই কথা জানিয়াই তো আমাদের অভিজ্ঞচূড়ামণি পুত্র আমাদের মত নিষ্ঠুর পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বসুদেব-দেবকী নামক অশ্রুহইজনকে পিতামাতা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন—তোমার বর্ণিত পরমেশ্বরত্বের অবিতর্ক্য-অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা। অতএব ত্রিজগতের মধ্যে অতি দুর্ভাগা আমাদের শিক্।

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে শ্রীনন্দ-যশোদার কৃষ্ণপ্রেমসাগরে মহা-আবর্তের সৃষ্টি হইল—মহা অনুরাগোথ অতি দৈন্তের উদয়ে তিনি বলিতে লাগিলেন—‘এ জন্ম তো গেলই; ভবিষ্যতের কোন জন্মে যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে রতি-মতি হয়;—ইহাই প্রার্থনা। শ্রীনন্দযশোদার মনাদি সর্বেন্দ্রিয় নিয়ত শ্রীকৃষ্ণরূপাদিতে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও এইরূপ প্রার্থনার উদয়ে দৈন্ত্যনামক সঞ্চারিভাবেরই মহাপ্রাবল্য বোঝা যাইতেছে। এখানে শ্রীনন্দযশোদাদির বিরহ-বৈবশ্য ও তাহাদের প্রতি

শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীণ্য জ্ঞান-জনিত মহাদৈন্ত্রে নিজ নিজ ভাববিচ্যুতি হইতেই এই দাস্ত্রভাবের উদয় বৃদ্ধিতে হইবে।—(শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা)

সখ্যরসসমুদ্রে দাস্ত্রভাবতরঙ্গঃ কৃষ্ণপ্রেম গুরু, সম ও লঘুকে দাস্ত্রভাব করায়—গুরুবর্গের দাস্ত্রভাবের কথা বলিয়া এখন সখাদের দাস্ত্রভাবের কথা বলা হইতেছে।

শুদ্ধমার্ঘ্যজ্ঞানযুক্ত শ্রীদামাদি ব্রজবালকগণ যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণসখারূপেই জানে—এই কৃষ্ণ যে আবার পরমেশ্বর এরূপ কোন চিন্তাই তাহাদের মনে স্থান পায় না। তবু বস্তুস্বভাব বিনা-অনুসন্ধানে আপন কাজ করিয়া যায়; তাই কৃষ্ণ-প্রেমের প্রভাবেই কখনও কখনও এই সখাগণ দাস্ত্রভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন করিয়া থাকেন—

শ্রীদামাদি ব্রজে ষত সখার নিচয় ।

ঐশ্বৰ্য্যজ্ঞানহীন—কেবল-সখ্যময় ॥

কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ ।

তারা দাস্ত্রভাবে করে চরণ সেবন ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৬১-৬২

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্ম মহাত্মনঃ ।

অপরে হতপাপানো* ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥

—ভাঃ ১০।১৫।১৭

* ততস্তাদৃশ-তৎসেবাস্তুরায়রূপঃ পাপান্যবৈরিত্যাগ্ননমধিক্ষিপত্তি ।

অর্থাৎ পরমভাগ্যবান্ কোন কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-
সম্বাহন করিতে লাগিলেন, এবং অপর পাপশূত্র কেহ কেহ
পাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন ।

মধুররসসমুদ্রে দাস্ত্যভাবতরঙ্গ ঃ কৃষ্ণপ্রেমে যাঁহারা
সর্বাধিক গরীয়সী, যাঁহাদের প্রেমের মহিমা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া
দ্বারকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীউদ্ধব মহাশয় পদধূলি প্রার্থনা করিয়া-
ছিলেন সেই ব্রজগোপীগণের দাস্ত্যভাবের কথা এইবার বলা
হইতেছে ।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ ।

যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥

যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন ।

তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৬৫

তেষাং নিত্যতাদৃশভেঃপি অয়মাত্মাপহতপাপা (শ্রীভাঃ ৮।১।৫) ইতিবৎ
ভৎপুয়োগঃ ।—শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভাৎপর্যার্থ— ব্রজবালকগণ নিত্যসিদ্ধ-পরিকর, তাঁহারা জীব নয় ।
ইহাদের সেবার অন্তরায় পাপ থাকিতে পারে না,—তবে যে এখানে পাপ
যাওয়ার কথা বলা হইল, ইহা শ্রুতিতে যেমন ‘অয়মাত্মা অপহতপাপা’
বাক্যে নিত্য-আত্মার নিত্য-পাপশূত্রতার কথা বলা হইয়াছে । এখানেও
তেমনি গোপবালকদের নিত্য-পাপশূত্রতা সূচিত হইতেছে ।

ব্রজজনার্তিহন বীর যোষিতাং নিজ-জনস্বয়ধ্বংসনশ্চিত ।

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চাকু দর্শয় ॥

ভা০ ১০।৩।৬

অর্থাৎ হে ব্রজজনার্তি-বিনাশন ! হে বীর ! হে নিজজনের গর্ব-নাশক মূহুহাস্যকারী ! হে সখে ! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে ভজনা কর এবং তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও ।

শ্লোক-তাৎপর্য : অপরাপর গোপীগণ বলিলেন—
‘যোষিৎগণের মধ্যে যাহারা ব্রজবাসিনী তাহাদের কামপীড়া নিরাময় করিয়া থাক; কিন্তু আকাশচারী অগ্ৰ্যন্ত দেবীগণের তাদৃশ ক্লেশ অপনোদন কর না । ৩৫ অধ্যায়ের—‘ব্যোমযান-বনিতাঃ’ ইত্যাদি—শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে । হে বীর ! দুর্বীর মদন-প্রভাব জয়ী ! এত বীর হইয়াও তুমি আমাদের সৌভাগ্য গর্ব ও তাহা হইতে উখিত আমাদের বাম্যভাব মানও সহ করিতে পার না—এইজগ্ৰেই অসহবোধে মূহু হাসি দ্বারা নিজজনের মান নাশ করিয়া থাক । যদি বল, শীঘ্র বর গ্রহণ কর,—তাহাতে বলিতেছি,—‘তোমার কিঙ্করী আমাদিগকে ভজনা কর ।’ তোমরা যদি আমার কিঙ্করীই হইবে, তবে প্রভুর মত আঞ্জা করিতেছ কিরূপে ? ইহার উত্তরে গোপীগণ বলিতেছেন—‘তুমি আমাদের সখা, এই কারণেই আমাদিগকে ভজিতে বলিতেছি ।’ ভাল ! তাহা হইলে বল—তোমাদিগকে কিভাবে ভজনা করিব ?

তাহাতেই বলিতেছেন—তোমার মুখকমল দর্শন করাও ।—
শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ।

এখানে ‘তোমার কিঙ্করী’ পদে গোপীগণের দাস্যভাব
সূচিত হইতেছে ।

ব্রজের অগ্র গোপীগণ তো দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-
শিরোমণি শ্রীমতীরাধিকাও দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ।

তাঁ সবার কথা রত্ন, শ্রীমতী রাধিকা ।

সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥

তেঁহ যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ ।

যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বন্ধ অনুক্ষণ ॥ চৈঃচঃআঃ ডাঃডঃ

শারদীয় রাসের আরম্ভে কোনও লীলাকৌতুকের জন্ত
শ্রীকৃষ্ণ রাসমঞ্চ হইতে অন্তর্ধান করিয়া প্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধি-
কাকে লইয়া বনভ্রমণে বাহির হইলেন । নানা লীলাবিলাসে
একাকী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধার চিত্তে গর্বে’র উদয়
হইল । তিনি কেশবকে বলিলেন—আমি বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত
হইয়া পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে ক্রোড়ে
করিয়া লইয়া চল । স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার এই কৃত্রিম আলম্বা-
দিময় গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে অন্তর্হিত
হইলে মহা বিরহের উদয়ে শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন ।

হা নাথ ! রমণ ! প্রেষ্ঠ ! কাসি কাসি মহাভূজ !

দাস্যাস্তে কৃপণায় মে সখে ! দর্শয় সন্নিধিम् ॥ -১০।৩০।৩১

অর্থাৎ হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রিয়তম ! হা মহাভুজ !
হে সখে ! তুমি কোষায় ? তুমি কোথায় ? এই দীনা দাসীকে
তোমার নিকট লইয়া যাও ।

শ্লোক তাৎপর্য ৃ ‘নাথ’ সম্বোধনের অভিপ্রায় হইল
এই যে, তোমার বিরহদাবাগ্নিতে দহমান এই দেহ হইতে প্রাণ-
বায়ু বহির্গত হইতে উগত হইয়াছে । বল যত্নেও আমরা ইহা রক্ষা
করিতে পারিতেছি না, তুমি এই দেহের ‘নাথ’ তথা মালিক,
অতএব শীঘ্র আসিয়া তোমার ধন তুমি রক্ষা কর । অম্মার নিজের
স্বার্থের জন্ত ইহা রক্ষার প্রার্থনা করিতেছি না; কিন্তু তোমার
স্বার্থের জন্তই করিতেছি—তাই বলিতেছি ‘হে রমণ’ ইত্যাদি ।
সমস্ত গোপীদের ত্যাগ করিয়া রমণসুখবিশেষের জন্ত যাহাকে
এতদূরে নির্জনে লইয়া আসিলে, সেই আমি মরিয়া গেলে এই-
প্রকার রতিসুখ অশ্রুত লাভ করিতে না পারিয়া আমার স্মরণে
তুমিও দুঃখে বিলাপ করিবে । যদি বল—হউক আমার দুঃখ
তাহাতে তোমার কি ? সেইজন্ত বলিতেছি ‘হে প্রেষ্ঠ’ ! অর্থাৎ
হে আমার একান্ত প্রিয়তম ! তোমার দুঃখ কোটিগুণ হইয়াই
আমার বৃকে বাজে । আমার প্রাণকোটিনির্মঞ্জুনীয় তোমার পাদ-
কমলনখাংশের দুঃখও আমি মরিয়াও সহ্য করিতে পারিব না ।
অতএব দয়া করিয়া তোমার নিকটে লইয়া আমার সেই দুঃখ
দূর কর । যদি বল—নির্গতপ্রায় প্রাণ আমি কি করিয়া রক্ষা
করিতে সমর্থ হইব ? তত্বত্তরে বলিতেছি—তুমি মহাভুজ ।

তোমার মৃতসঞ্জীবনীতুল্য ভূজ-স্পর্শমাত্রেই এই দেহ সুস্থ ও সুশী-
তল হইবে; এবং তাহাতে প্রাণ নিজেই আসিয়া স্থির হইবে ।
যদি জানই যে আমি ব্যতীত তোমার এই অবস্থা হইবে তবে
মহারাজকুমার পরম সুকুমার আদরণীয় আমাকে—‘তোমার
যেখানে মনে লয়, সেখানে আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চল’—
এইরূপ আদেশ করিলে কেন ? ইহার উত্তরে, অতি-দৈন্ত্রে ব্যগ্র-
তার সহিত বলিতেছেন—‘আমি তোমার দীনা দাসী’ ।
তৎকালীন বিলাসশ্রম জনিত নিজালস্যে অভিভূত হইয়াই উক্ত-
প্রকার বলিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর ।

এখানে ‘তোমার দীনা দাসী’ বাক্যে শ্রীরাধার দাস্যভাব
সূচিত হইতেছে ।

দ্বারকামহিষী-কুক্লেগ্যাতির কৃষ্ণদাসী-অভিমান শ্রীমদ্ভাগ-
বতের (১০।৮৩।৮) শ্লোকের ‘তচ্ছ্রীনিকেতচরণেহস্ত মমার্চনায়—
অর্থাৎ ‘সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন-চরণ-সেবা আমার
চিরদিনের জন্য থাকুক’ এই বাক্যে ব্যক্ত আছে ।

উপসংহার ৩ : অতঃপর কি কথা শ্রীবলদেব মহাশয়, যাঁর
ভাব শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় তিনিও আপনাকে দাস-ভাবনা
করেন ! আর শিব নিরন্তর কৃষ্ণদাস-অভিমান বশতঃ কৃষ্ণগুণ-
লীলা গানে প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন ।
কৃষ্ণদাস ভাব-বিনা আর কে আছে ?

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।
 গুণাবতার তেঁহো, সর্বদেব-অবতংস ॥
 তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্ত্র প্রত্যাশা ।
 নিরন্তর কহে শিব, ‘মুত্রিঃ কৃষ্ণদাস ॥’
 কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর !
 কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
 পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয় ।
 কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্ত্র-ভাব সে করয় ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৬।৭৭-৮০



শ্রীশিক্ষাষ্টক—ষষ্ঠ শ্লোক

নয়নং গলদশ্ৰুধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা ।

পুলকৈর্নিচিৎতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ! সেদিন আমার কবে হইবে—যখন কৃষ্ণ বলিতে আমার নয়নে অশ্রুধারা নামিয়া আসিবে, বদন গদগদ বাক্যে রুদ্ধ হইয়া আসিবে, আর সমস্ত দেহ পুলকে আঙ্গুত হইয়া যাইবে ।

পুন অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্ত্য হইল উদগম ।

কৃষ্ণ-ঠাই মাগে সপ্রেম নাম-সঙ্কীর্তন ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।

দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥

—চৈ০ চ০ অ০ ২০।৩৫, ৩৭

শ্রীগৌরহরির প্রেমসমুদ্রে নামসঙ্কীর্তনরূপ-বন্ধাবাতে দৈন্ত্য নামক যে সঞ্চারি-ভাবের উদগম হইয়াছিল তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । তিনি অতি-দৈন্ত্যে ও উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণের নিকট দাসত্বের বিনিময়ে সপ্রেম-নামসঙ্কীর্তন ভিক্ষা করিতেছেন । দৈন্ত্যের উদয়ে জীব-অভিমাণে গৌরহরির এখন মনে হইতেছে তাঁহার চিত্তে প্রেম নাই, যে-প্রেমবিনা কৃষ্ণভ্রমরের অণু কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না । কাজেই তাঁহার ভাণ্ডারে কৃষ্ণসেবার উপকরণ কিছুই না পাইয়া নিজেকে অতি দরিদ্র মনে হইতে লাগিল । আবার যে

প্রেমে ব্রজরাজনন্দনের সেবা হইতে পারে, সেই ব্রজপ্রেম এক ব্রজরাজনন্দন বিনা অগ্ৰ কাহারও দানের শক্তিও নাই; তাই সেই সমর্থ-বদান্তের নিকটই তিনি ঐ বস্তুটি প্রার্থনা করিতেছেন 'দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন' ।

শ্রীরাধার দাস্য (মঞ্জরীভাব) প্রার্থনা ৩ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের উপরোক্ত পয়ারে 'সপ্রেম নামসঙ্কীৰ্তন' ও 'দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন' বাক্য দুইটির অপূর্ব ধ্বনি আছে । সোজাসুজি প্রেমভিক্ষা চাহিলেই তো হইত, কিন্তু দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহার বিনিময়ে প্রেম দিতে বলিতেছেন কেন ? এই 'কেন'র উত্তর একটু বিচার করিলেই পাওয়া যায়, যথা—নাম-সঙ্কীৰ্তন হইতে যে শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতির উদয় হয়, তাহাতে স্বসুখ-বাসনার কোন কথাই থাকে না, সেখানে থাকে শুধু কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনা, যাহার প্রাপ্তির জগ্ৰ প্রয়োজন হয় কৃষ্ণদাসত্বে নিয়োজন । এই জাতীয় স্বসুখ-বাসনাহীন প্ৰীতি ব্রজের বাহিরে আর কোথাও নাই । মধুর রসাস্ত্রিত দ্বারকা-মহিষীদের ভিতরেও সুখবাসনা আছে । এই জাতীয় ভক্তিকে রাগমার্গের ভক্তি বলে, আর ইহার অঙ্গী বা আত্মা হইল শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন । শ্রীগৌরহরি নামসঙ্কীৰ্তনের মাধ্যমে জগৎকে দান করিতেছেন এই রাগভক্তির মধ্যেও যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসগৰ্ভা প্রেমভক্তি, যাহা ব্রজের কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের মধ্যে নিরন্তর উচ্ছলিত-উদ্বেলিত হইতেছে । ব্রজের নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরীগণ ব্যতীত এই রসটির পূর্ণ

আস্পাদন আর কাহারও হয় না। শ্রীরাধার ভাবের ছবছ প্রতিফলন একমাত্র শ্রীরাধার দাসী এই মঞ্জরীদের সুনির্মল স্বচ্ছ চিত্তেই হইতে পারে। শ্রীগৌরহরি এই মঞ্জরীভাব যাহা চিরকাল অনর্পিত ছিল তাহাই পরম করুণায় এই কলির জীবকে দান করিয়াছেন। আজ যে কেহ রাধার দাস্য অভিলাষ করিয়া প্রেমের সহিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনপরায়ণ হইবেন, তিনিই ঐ ভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজে কুঞ্জসেবা লাভ করিবেন। এই দাসত্বের কথাই এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যথা,—

যে সর্ব্ব-নৈরপেক্ষ্যে রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্ ।

সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্তি তন্মাম তাদৃশ প্রিয়তাময়াঃ ॥

—বৃং ভাং ২।১।২১

তাৎপর্যার্থ—যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সাধ্য-সাধনে অপেক্ষারহিত ও তাদৃশ প্রেমের সত্তিত কেবল শ্রীরাধার দাস্য অভিলাষ করিয়া নামসঙ্কীর্তন করেন, তাঁহারা ব্রজের কুঞ্জে সেবাধিকার লাভ করেন।

নামসঙ্কীর্তনে ও প্রেমে অভেদঃ উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীগৌরহরি 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' ইত্যাদি লক্ষণে অর্থাৎ বিশেষণে কোন একটি বিশেষ প্রেম-স্তরের কথা বলিয়া শ্লোকের শেষ চরণে সেইটি প্রাপ্তির অবশ্যস্তাবি উপায়রূপে 'নামগ্রহণে'র উল্লেখ করিয়া এই দুইএর অভেদত্বই স্থাপন করিলেন। অত্যাদরে নামসঙ্কীর্তনে দ্রুত অবশ্য প্রেমপ্রাপ্তি হয়। এস্থলে প্রেম—কার্য,

আর নামসঙ্কীৰ্তন—কারণ। সাধারণতঃ, কারণই কার্যের পূর্বে স্থান পায়। কিন্তু এখানে প্রেমরূপ কার্যকে নামসঙ্কীৰ্তনরূপ কারণের পূর্বে স্থান দেওয়াতে চতুর্থ প্রকারের অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে—ইহার তাৎপর্য হইল যেখানেই নিরপরাধে নাম আছে সেখানেই প্রেম আসিয়াই গিয়াছে জানিতে হইবে; শুধু ইহার বহিঃপ্রকাশে যেটুকু সময়াপেক্ষ। শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও দেখান হইয়াছে যে ‘কৃষ্ণ’, ‘কৃষ্ণপ্রেম’ ও ‘কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন’ এই তিনে অভেদ; সেই কথাটিই এখানে শ্রীগৌরহরির মুখে ব্যক্ত হইল।

বৃহত্তাগবতায়তের ‘মণ্ডামহে’ [বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৪৮] শ্লোক হইতে ‘বিচিত্রলীলা’ শ্লোক (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৮) পর্যন্ত শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠপার্বদদের মুখে নামসঙ্কীৰ্তনের সার্বভৌমত্ব অতি-উল্লাসের সহিত কীৰ্তন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তির ফল প্রেম ও সঙ্কীৰ্তনের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সাধনস্তরে যে শ্রীনামসঙ্কীৰ্তন সাধন ভক্তিরূপে প্রকাশ পায় তাহাই রতির স্তরে ভাব ভক্তিরূপে উদ্ভিত হয়; যথা,—

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ ।

ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সর্দৈবাব্যভিচারতঃ ॥

— বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৫

অর্থাৎ সেইজন্য ভক্তিরসিকগণ নামসঙ্কীৰ্তনকেই ভক্তির ফল প্রেম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ, নামসঙ্কীৰ্তনই

অব্যর্থ ভগবৎপ্রেমসম্পত্তি প্রাপ্ত করান, ইহার কখনও অগ্রথা-চরণ হয় না ।

বিবৃতি—কর্ম এবং জ্ঞানের সাধন একটি, আর সাধ্য হয় আর একটি । কর্মের সাধন যজ্ঞ, আর প্রাপ্তি হইল স্বর্গ; জ্ঞানের সাধন 'জীবে ব্রহ্মে ঐক্য চিন্তন' সিদ্ধিকালে (ব্রহ্মসাযুজ্যালাভে) লোপ পায়, তখন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা কিছুই থাকে না ।

কিন্তু ভক্তিমার্গের একটি বৈশিষ্ট্য হইল এখানে সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সাধনের ফল এক । সাধনভক্তি হইতে সাধ্যভক্তি প্রেমের উদয় হয় [ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যাঃ] । শিক্ষাষ্টকের উপরোল্ল শ্লোকে এই কথাটি ধ্বনিত হইয়াছে । বৃহদ্রাগবতামৃতের 'তদেবমন্ত্রতে' শ্লোকে ঐ কথাটিকেই আরও একটু বিস্তার করা হইয়াছে—এখানে বিশেষ কথা হইল এই যে সমস্ত প্রকার সাধনভক্তির প্রেমই ফল, ইহা সত্য কিন্তু নামসঙ্কীর্ণরূপ সাধনভক্তিঘাজনে সেই প্রেম অবশ্য লাভ হয় বলিয়া উপচারে (লক্ষণ দ্বারা বোধিত) এই নামসঙ্কীর্ণনকে তাহার ফল প্রেমের সহিত এক মনে করা হয়; যথা,—

সল্লক্ষণং প্রেমভরম্ম কৃষ্ণে, কৈশিচিদ্রসজ্জেকৃত কথ্যত তৎ ।

প্রেম্ণোভরেনৈব* নিজেষ্ট নামসঙ্কীর্ণনং স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা ॥

—বৃ° ভা° ২।৪।১৬৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তনই কৃষ্ণপ্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া কোন কোনও নামসঙ্কীৰ্তন-লম্পট ভক্ত নামসঙ্কীৰ্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যেহেতু স্ফূট আৰ্ত্তিভরে নিজ প্রিয়ের যে নামসঙ্কীৰ্তন তাহা কেবল প্রেমের আধিক্যেই আবিভূত হয়।

শ্রীসনাতনপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিলেন—এইরূপ নামসঙ্কীৰ্তনে প্রেম আবিভূত হয়, আবার প্রেমের দ্বারা সঙ্কীৰ্তনও সিদ্ধ হয়। অতএব নাম সঙ্কীৰ্তন ও প্রেম অন্তোন্তসিদ্ধ—উভয়ে উভয়ের কার্যকারণতা সম্পন্নহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।^v

নাম্নান্ত সঙ্কীৰ্তনমার্তিভারান্নেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।

রাত্নৌ বিয়োগাৎ স্বপতে রথাস্তীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি ॥

—বৃ° ভা° ২।৩।১৬৭

অর্থাৎ বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক ও রাত্রিতে পতিবিয়োগ বিধুরা চক্রবাকীর করুণ বিলাপের গায় ভক্তসকল প্রেমভরে বিরহ-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্তন করিয়া থাকেন।

শ্লোক তাৎপর্যঃ কিন্তু প্রেমবিশেষের দ্বারাই নামসঙ্কীৰ্তন হইয়া থাকে। পরমার্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ-বোধেই নামসঙ্কীৰ্তনই হইয়া থাকে—ইহা বিশ্বাস কর। বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকের গায় আৰ্ত্তস্বরে ‘প্রিয়! প্রিয় হে! বলিয়া আক্রোশনের

v এবং নামসঙ্কীৰ্তন—প্রেমগোহ্নোহ্নং কার্যকারণতা সিদ্ধা। ততোহ্ভেদোহপি সিদ্ধ ইতি দিক্। —বৃ° ভা° ২।৩।১৬৬ টীকা

শ্রায় এবং রাত্রিকালে নিজপতি-বিরহে চক্রবাকীসমূহের করুণ
 আহ্বানের শ্রায় ভক্তসকলও পরম বিরহজ প্রেমার্তিতে প্রায়
 নামসঙ্কীর্ণন করিয়া থাকেন । * ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রজগোপী-
 গণ । অক্রুর ব্রজগোপীর প্রাণধন গোবিন্দকে রথে করিয়া মথুরায়
 লইয়া চলিয়াছেন । এই সংবাদ শ্রবণে ব্রজদেবীগণ পাগলিনীর
 শ্রায় বিলাপ করিতে করিতে রথাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন
 এবং শ্রীকৃষ্ণকে রথ হইতে অবতরণ করাইবার জন্ত রথের দিকে
 ধাবিত হইলেন কিন্তু স্তম্ভাদি ভাবের উদগমে চলিতে না পারিয়া
 লজ্জা ত্যাগ করিয়া ব্রজ-বৃদ্ধদের সম্মুখেই তাঁহাদের মনের ভাব-
 প্রকাশক নামসঙ্কীর্ণনে আর্তস্বরে তাঁহাদের প্রাণনাথকে ডাকিতে
 লাগিলেন; যথা,—এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-
 বিষক্তমানসাঃ বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুহুঃ স্ম সুস্মরং, গোবিন্দ !
 দামোদর ! মাধবেতি ! ॥—ভা০ ১০।৩৯।৩১

* কিন্তু প্রেমবিশেষেইব নামসঙ্কীর্ণনম্ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনোপ-
 পাদয়ন্তি—নাম্নামিতি । আর্তেভারাদ্ গৌরবাক্তেতোরেব নাম্নাং সঙ্কীর্ণনং
 ভবন্তীতি প্রতীহি । কিমিব ? প্রারুণি বর্ষাসু মেঘং বিনা চাতকানা-
 মাক্রোশনমার্ভস্বরেণ ! প্রিয় প্রিয়েত্যাহ্বানমিব, তথা রাত্রৌ স্বপতিবির-
 হাং রথাদ্ভীর্গস্য চক্রবাকীর্গস্য চাক্রোশনবৎ । এবং বিরহজ-প্রেম্গ্ণেব
 পুণ্যো নাম-সঙ্কীর্ণনং স্যাদিত্যুক্তম্ । বিরহদ্বারাবির্ভবতঃ প্লেম্গ্ণশ্চ পরম-
 বৈশিষ্ট্যং পূর্বোপাখ্যানান্তে পুণ্যোনোক্তমেবাগ্রেহপি বক্ষ্যতে । এবং পর-
 মার্তাণা বিচিত্রমধুরগাথা-পুবন্ধেন ভগবনামসঙ্কীর্ণনম কার্যামিতি তাৎপর্যম্ ।
 ‘সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ’ ইতি শ্রয়াৎ ।

অর্থাৎ এইরূপ বলিতে বলিতে অতিশয় বিরহাতুরা শ্রীকৃষ্ণ-
গতচিন্তা ব্রজদেবীগণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া ‘হে গোবিন্দ ! হে
দামোদর ! হে মাধব !’ বলিয়া উচ্চস্বরে করুণভাবে রোদন করিতে
লাগিলেন ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী এবং সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্যার্থ : ‘হে
গোবিন্দ’ এই সম্বোধনের দ্বারা জানাইলেন তুমি গোকুলের ইন্দ্র,
তুমি ভিন্ন এই গোকুল ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে ।
কিন্সা হে গোবিন্দ, তুমি আমাদের শত সহস্র গো অর্থাৎ মন
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে লাভ কর, অর্থাৎ তোমার সহিতই
গমনশীলা ইহাদিগকে কৃপা পূর্বক গ্রহণ কর—তোমার মনো-
বৃষভেন্দ্রের সহিত ইহাদিগকে সঙ্গম করাইয়া রক্ষা কর, উপেক্ষা
করিও না । আমাদের শরীর তোমার সঙ্গের অযোগ্য বলিয়া
মন্দভাগ্য—যদি তুমি না আস তবে ইহা এখানেই বিনাশ প্রাপ্ত
হইবে । যদি স্ত্রীবধের পাপ এখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর
তবে আমাদিগকে গ্রহণ কর । তারপর সম্বোধন করিলেন ‘হে
দামোদর’—এই সম্বোধন দ্বারা জানাইলেন—যাঁহার প্রেমে তুমি
বন্ধন স্বীকার করিয়াছ সেই মাতা যশোমতীকে তুমি ত্যাগ করিও
না—যদি তুমি পরশ্ব না আস তাহা হইলে তিনি অবশ্য মরিয়া
যাইবেন । তুমি মাতৃহন্তার ভাগী হইও না । তারপর সম্বোধন
করিলেন, ‘হে মাধব’—এই সম্বোধন দ্বারা জানাইলেন—‘মা’
শব্দে পরমা লক্ষ্মী শ্রীবাধা আর ‘ধব’ শব্দে পতি । হে রাধানাথ,

হে রাধার নয়নমণি, হে রাধার বঙ্কোমণি—তুমি আমাদের কোটি দাবানল তুল্য এই বিরহানলে ফেলিয়া চলিয়া যাইও না । তোমার প্রাণপ্রিয় সুকুমারী রাধা এই দাবনল তাপ কি করিয়া সহ্য করিবে—তোমার অদর্শনে এই কুসুমকলিকা শুকাইয়া এই গোকুলের রজে ঝরিয়া পড়িবে—তোমার ধন রক্ষা করিবার দায়িত্ব তোমারই । তাই বলি আমাদের নিবেদন গ্রহণ কর । আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না ।]

এইরূপে দেখা যায় বিরহরূপ দ্বারকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভাবিত প্রেমের পরম বৈশিষ্ট্যের কথা শাস্ত্রে নির্ণীত আছে ; (এই বৈশিষ্ট্য হইল পরম আর্তিভরে প্রিয়ের নামসঙ্কীর্ণন)। ‘সিদ্ধের যাহা লক্ষণ সাধকের তাহাই ‘সাধন’ এই গ্যায় অনুসারে পরম আর্তিভরে বিচিত্র মধুরগাথা-প্রবন্ধে শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ণনই সাধকের কর্তব্য এবং ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য ।—শ্রীসনাতন টীকা

স্তর নির্ণয় ৩ শিক্ষাষ্টকের এই ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেরতির কোন অবস্থার কথা বলা হইতেছে তাহাই এখন বিচার করা হইতেছে ।

এই বিচারের খেই ধরিতে হইবে ঐ ‘গলদশ্ৰুধারয়া’ বাক্যে । এখানে ছই-এক বিন্দু নয়, ‘অশ্রু ধারার’ কথা বলা হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কোন অবস্থায় ‘অশ্রু ধারা’ নামিয়া

আসে, তাহাই শাস্ত্র হইতে মিলাইতে পারিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই হইল ভক্তের দেহে চাঞ্চল্য জন্মানো ;
যথা,—

প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় ।

উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥

শ্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ ।

উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্ত্য ॥

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।

কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥

—চৈঃ চৈঃ আঃ ৭।৮৮-৯০

শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতি-দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে ‘সত্ত্ব’ বলা হয়—এই ‘সত্ত্ব’ হইতে উৎপন্নভাবে ‘সাত্ত্বিক’ বলা হয় । আর কতগুলি ভাব আছে যাহা ‘সত্ত্ব’ হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহাতে বুদ্ধির প্রবেশ আছে বলিয়া ইহাদের ‘অনুভব’ নাম দেওয়া হইয়াছে । তাহা হইলে চিত্তের এই ভাবের বহিঃপ্রকাশ দুই প্রকার—
(১) অনুভব, (২) সাত্ত্বিকভাব ।

(১) অনুভব—নৃত্য, বিলুঠন, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জ্বন্তা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষারাহিত্য, লাল্যশ্রাব, অটুহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা, স্মিত ইত্যাদি । (২) সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় ।

পাত্রভেদে প্রেমের কম-বেশী আছে, আবার একই চিত্তে অবস্থাভেদে সমুদ্রের মত প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। প্রেমের তারতম্যে উপরোক্ত ভাবগুলির প্রকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। কখনও একটি-দুইটি বা অধিক আবার কখনও প্রেমের আধিক্যে সমস্তগুলিরই উদয় হইতে পারে। আবার এই ভাবগুলি প্রেমের মাত্রা অনুসারে কখনও স্তিমিত অবস্থায় আবার কখনও অতি উজ্জ্বল অবস্থায় প্রকাশ হইতে পারে। ইহারা প্রেমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর উত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত এই চারিভেদে প্রাপ্ত হয়।

ধূমায়িত অবস্থায়—দুইটি কি একটি সাত্ত্বিক ভাবের ঈষৎ উদয় হয়; (গোপন করিতে পারা যায়) যথা,—নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু এবং দেহে ঈষৎ পুলক। জ্বলিত অবস্থায়—দুই তিনটি সাত্ত্বিকভাব যুগপৎ উদ্দিত হয়, (কষ্টে গোপন করিতে পারা যায়)।

দীপ্ত—বৃদ্ধি প্রাপ্ত তিন চার বা পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব যদি একই কালে উদ্দিত হয় এবং তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে না পারা যায় - তবেই দীপ্ত নামক সাত্ত্বিক ভাব হয়; যথা,—নয়নে অশ্রুব্যাপ্ত, বাক্য গদগদ ও শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

উদ্দীপ্ত—একই সময়ে পাঁচ ছয় বা সকল সাত্ত্বিক ভাবই উদ্দিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা উদ্দীপ্ত নাম ধরে। এই অবস্থায় ভক্ত শ্বেদ, পুলক, স্তম্ভাদিতে আকুল হইয়া যায়। এই উদ্দীপ্ত ভাবই আবার মহাভাবের অবস্থায়

সুদীপ্ত হয়, তখন সমস্ত ভাবগুলিই সীমাপ্রাপ্ত উৎকর্ষতা লাভ করে ।

তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণগুলির সঙ্গে শিক্ষাষ্টকের ‘নয়নং গলদশ্রদ্ধারয়া’ শ্লোকের লক্ষণগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই ষষ্ঠ শ্লোকে প্রেমের এমন একটি উৎকর্ষতা প্রাপ্ত অবস্থার কথা বলা হইতেছে, যে-অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব দীপ্ত হইয়া প্রকাশপায় । প্রথম শ্লোকের ঐ ‘আনন্দাসুধিবর্ধনং’ বাক্যেরই অর্থ বিশ্লেষণ এই ষষ্ঠ শ্লোকেও চলিতেছে ।



শ্রীশিক্ষাষ্টক—সপ্তম শ্লোক

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।

শৃণ্বায়িতং জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেন মে ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাধার ভাবে গম্ভীরাবিলাসী শ্রীগৌরহরি বলিতেছেন—গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষকালও একযুগের মত দীর্ঘ মনে হইতেছে, চক্ষু হইতে বর্ষার ধারার মত অশ্রুবর্ষণ হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শৃণ্ব বলিয়া বোধ হইতেছে ।

রসাস্তুরাবেশে হইল বিয়োগ-ক্ষুরণ ।

উদ্বেগ, বিবাদ, দৈন্ত্রে করে প্রলাপন ॥

উদ্বগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম ।

বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥

গোবিন্দ-বিরহে শৃণ্ব হৈল ত্রিভুবন ।

তুমানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

—চৈ° চ° অ° ২°।৩৮-৪°-৪১

শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা রাইকিশোরীর মত শ্রীগৌরহরি উদ্বেগ, বিবাদ ও দৈন্ত্রে প্রলাপ করিতে লাগিলেন । শ্রীরায়ে রামানন্দের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন—'সখি বিশাখে ! আমার প্রাণনাথ কোথায়, তাকে কি আমি পাইব, আমার যে আর সময় কাটে না—এক নিমেষ কালও যে আমার একযুগ

দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে, এই প্রলয়ান্নি তুল্য ছঃসহ তাপ আমি যে আর সহ করিতে পারিতেছি না । নয়নের জলই এখন আমার সম্বল হইয়াছে—নয়ন হইতে বর্ষার ধারার মত জল নামিয়া আসিয়া আমার বক্ষ প্রাবিত করিয়া দিতেছে, কিন্তু কই সখি ইহাতেও তো আমার বক্ষের বিরহতাপ নির্বাপিত হইতেছে না, আরও যেন বাড়িয়া যাইতেছে । বল সখি ! আমি এখন কি করি, আমার বক্ষোমণি শ্যামসুন্দরের অভাবে আমার যে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—জগতের কিছুই আর ভাল লাগিতেছে না—সব শূন্য, অর্থহীন বলিয়া মনে হইতেছে । এত ছঃখে আমার মরণই যে ছিল ভাল, কিন্তু সখি, আমার কঠিন প্রাণ তো বাহির হইতেছে না—কি করি উপায় ।

গুঞ্জে অলিপুঞ্জ বহু কুঞ্জে মন মাতিয়া ।

মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মবু ছাতিয়া ॥

বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধসহ মারুতা ।

কুন্দকলি-শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁছ নৃত্যতা ॥

সখি মন্দ মবু ভাঁগিয়া ।

কান্ত বিনা ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহ বাঁচিয়া ॥

ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পুরিয়া ।

অঙ্গ মবু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া ॥

পশু মবু ছঃখ হেরি রোয়ে পশু পাখিরে ।

বল্লীনবকুঞ্জ ভেল তুঙ্গ-ভয় ভাজিরে ॥

গচ্ছ সখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহ নাহরে ।

স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে ॥

স্তব নির্ণয় : শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে ‘পূর্ণামৃতাস্বাদনং’ বাক্যে সূত্রাকারে নামসঙ্কীর্তন হইতে প্রেমিকভক্তের রসাস্বাদনের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সপ্তম শ্লোকে বিস্তারিত হইতেছে ।

রোগীর দেহ-বিকারাদি যেমন তাহার ভিতরের কোন ব্যাধিরই ইঙ্গিত করে তেমনি প্রেমিকের দেহের বৈকল্যভাব এবং প্রলাপ-উক্তি তাঁহার অন্তরের ভাব-সম্পদেরই ইঙ্গিত করে । প্রেমময়ভাবে নামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে প্রভুর মহাবিরহের উদয় হইল । পরমবিরহজ প্রেমবিশেষ ও নামসঙ্কীর্তনের কার্য-কারণ সম্বন্ধ—উভয়ে উভয়ের পোষক । নামসঙ্কীর্তন হইতে প্রেমবিরহের উদয় হয়, আবার এই বিরহাতিতে নামসঙ্কীর্তন হইয়া থাকে । পূর্বেও ইহা আলোচিত হইয়াছে । এই বিরহজনিত প্রেম-বিশেষের যে কি গভীরতা কি মাহাত্ম্য তাহাই ইঙ্গিত করিবার জন্ত এখানে প্রভুর অঙ্গে ভাবের কয়েকটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণন করা হইয়াছে । ‘নয়নে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুবর্ষণ’, ‘ক্ষণকল্পত’ ইত্যাদি অনুভাব অধিক্রমমহাভাবের ‘মোহনকে’ ইঙ্গিত করিতেছে । প্রেমের সর্বোন্নত কক্ষায় অবস্থিত মাদন-ভাববতী শ্রীরাধার ভাবটি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন শ্রীগৌরহরিরূপে । মাদনই শ্রীগৌরের স্থায়িভাব, এই স্থায়িভাবরূপ আস্তরণের উপর বিভিন্ন সময়ে স্নেহ-মানাদি বিভিন্নরূপ চিত্রের অঙ্কন ও বিলয়ন হইয়া

থাকে। এই শ্লোকে 'মোহন ভাবে' শ্রীগৌরহরির বিপ্রলম্বরসাস্বাদনের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই রসাস্বাদনের পরিমাণ করা ভাষার অতীত—ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতে পারে।

বিরহভাবের স্বরূপ : প্রেমের দুই অবস্থা—এক মিলন, অপর বিরহ। পরমানন্দই প্রেমের উপাদান বলিয়া উভয় অবস্থাতেই ভক্ত পরমানন্দ সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে থাকে। বিরহ বা বিপ্রলম্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ছুঃখের মত দেখা গেলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে ছুঃখ নহে, ইহা অলৌকিক অনির্বচনীয় পরমানন্দের সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা-বিশেষ। প্রাকৃত জগতেও ইহার একটি তুলনা মিলে—অগ্নিপ্রতিযোগী বরফখণ্ডের স্পর্শে পাদাদি অঙ্গে মহাজাড্য উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শবৎ প্রতীতি হয়; কিন্তু সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শপ্রতীতি মিথ্যা—পরমমহাজাড্যই সত্য। তদ্রূপ বিপ্রলম্বে ছুঃখ-প্রতীতি মিথ্যা—সুখই সত্য।—
শ্রীবৃং ভাং ১।৭।২২৮ 'ছুঃখবৎ প্রতীয়মানশ্চৈব' ইত্যাদি।

আরও গোপীপ্রেমের এক অদ্ভুত স্বভাব এই যে ইহাতে মিলনেও বিচ্ছেদ আশঙ্কা আসিয়া চিত্ত জুড়িয়া বসে—মিলন সুখকে স্থায়ী হইতে দেয় না। পূর্ণ-আলিঙ্গিত অবস্থাতেই বিরহবেদনার অস্থিরতা উঠে - ['বাসন্তীভিরয়ং ন মে কচভরঃ' ইত্যাদি শ্রীবিদগ্ধমাধব]। যতপি পরমমধুর মহা-আনন্দঘনগুর্তি শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ আলিঙ্গনাদি-দ্বারা বস্তুস্বভাবে তদনুরূপ পরমানন্দ-বিশেষও গোপীগণের চিত্তে কদাচিত্ কখনও উদ্ভিত

হইয়া থাকে তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত প্রেমবিশেষের পরম-মহত্ত্ব আছে বলিয়া এবং ইহা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমসুখবিশেষময় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদপাত্রভূতা গোপীগণে প্রায় এই বিরহই উদিত হইয়া থাকে ।*

অতএব আমরা বুঝিলাম, এই সপ্তম শ্লোকের বাহ্যার্থে বিরহ-দুঃখের মত যাহা দেখা যায়, তাহার গূঢ় তাৎপর্য হইল চরম-কাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমসুখবিশেষ ।

যদিও সকল ভগৎভক্তেরই ভগবৎপ্রাপ্তির অভাবে বিরহদশা উপস্থিত হয়, তথাপি গোপীসদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ বিরহাতির সম্যক্ অনুদয়ে তাদৃশ মহাসুখ লাভ হয় না ।



* যद्यপি পরমমধুর মহানন্দধনমূর্ত্তেঃ শ্রীনন্দনন্দনশ্চ সাক্ষাদালিঙ্গ-
নাদিনা বস্তুস্ব ভাবতত্ত্বদনুরূপপরমানন্দবিশেষোৎপি কদাচিত্তাসাম্যবিভবতি
তথাপি তদীয়বিরহজপ্রেমবিশেষশ্চৈব পরমমহত্ত্বাচ্চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তপরমসুখ-
বিশেষময়ত্বাত্তনমহাপ্রসাদবিশেষপাত্রভূতাসু তাসু পুংস্বস্তথৈবাসাবুদেতী-
ত্বহম্ । —বৃং ভাং ১।৭।২৬

শ্রীশিক্ষাষ্টক—অষ্টম শ্লোক

আশ্লিষ্য পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ষহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাম
রায়কে বলিতেছেন—হে সখি বিশাখে ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী
আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলে নিষ্পেষিতই করুন কিম্বা
অদর্শনে মর্মাহতই করুন অথবা সেই লম্পট যেখানে সেখানে
বিহারই করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন ।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে ‘সর্ব্বাশ্রয়পনং’ বাক্যে যে কথা
বলা হইয়াছে তাহারই সুগম্ভীর ভাষ্য হইল এই অষ্টম শ্লোক ।
যিনি কৃষ্ণপ্রেমরসসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন তাঁহার আর কৃষ্ণের
দোষগুণ বিচারের অবসর কোথায় ? চাতক যেমন একান্ত-নির্ভর-
তায় মেঘের পানে তাকাইয়া থাকে—মেঘ সুশীতল বারি দানে
তাঁহার তৃষ্ণাই নিবারণ করুক বা বজ্রাঘাতে তাঁহার জীবনই নাশ
করুক—চাতক যেমন মেঘ বিনা অগ্নি জলাশয়ের দিকে চাহিয়াও
দেখে না, ঠিক সেইরূপ নবীননীরদাভ শ্যামসুন্দরের মাধুর্যে মগ্ন
শ্রীরাধার অগ্নি দিকে তাকাইবার অবসর নাই ।

শ্রীরাধার নির্মল চিত্তে যে প্রেম আছে তাহার স্বরূপ হইল—মহাভাবের ‘মাদন’। উন্নতোজ্জ্বল রসগর্ভা প্রেমভক্তিরই সর্বোন্নত কক্ষায় অবস্থিত এইটি। এই রসের নায়ক হইলেন শ্রীযশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছা বিনা আর কোন বাঞ্ছা শ্রীরাধার চিত্তে নাই—তাঁহার চিত্তের ভাব কামগন্ধহীন। নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধাই কৃষ্ণসেবার অধীরতায় অনন্তকোটি গোপীরূপে বিস্তার লাভ করিয়া কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি করিয়া থাকেন।

নামসঙ্কীর্ণনরূপ বাঙ্গাবাতে শ্রীরাধাভাবে-বিভাবিত শ্রীগৌর-চিত্তের মহাভাব-সমুদ্রে ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য ইত্যাদি নানারূপ তরঙ্গ-বৈচিত্রীর উদ্ভব হইল। অতি উৎকণ্ঠায় তাঁহার চিত্ত আশা-নিরাশা রূপ সংশয় দোলায় ছলিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা-চিত্তের এই তরঙ্গ-রঙ্গ দেখিতে ভালবাসেন। তাই তিনি দূরে দূরে থাকিয়া এই অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী অবলোকন করিতেছেন—এই আশ্বাদন চমৎকারিতায় তাঁহার বদনকমলে মুহুমন্দ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। এদিকে শ্রীরাধার বেদনাক্লিষ্ট শুষ্ক বদনকমল দেখিয়া সখীগণ সমবেদনায় অধীর হইয়া রাধাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—‘সখি! তুমি এক শঠের হাতে পড়িয়াছ, তাই তোমার এই গতি হইল,—শঠের সহিত সরল ব্যবহারে কাজ চলে না—‘শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ’। সেই শঠ তোমার প্রতি যেরূপ ঔদাসীণ্য দেখাইতেছে তুমিও সেইরূপ ঔদাসীণ্য দেখাও, তবে তখন সে নিজেই প্রেমভঙ্গের ভয়ে মিলনের জন্ম অধীর

মোরে যদি দিয়া ছুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই ছুঃখ—মোর সুখবর্ষ ॥

** ** **

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ ।

হৃদয়-উপরে ধরেঁা, সেবা করি সুখী করেঁা,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান ।

কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৮, ৫৯

॥ জয় শ্রীগৌর-গোবিন্দ জয় ॥

ଅଭିମତ

অভিষত

[প্রণেতা- সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের

পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে]

শাস্ত্রিক প্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ পণ্ডিত শ্রীমৎদীনশরণ
বাবাজী মহারাজ—শ্রীবৃন্দাবন

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা কণা (২) শ্রীচৈতন্য-
শিক্ষাষ্টক (৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ :

*** গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-
আস্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে গুহ মহা-
শয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়ত্ব এবং অনুভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত
হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বাস্তঃকরণে কামনা
করি। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই জাতীয়
ভক্তিশাস্ত্র এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার
করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিহেতু
কৃপা তাঁহার সম্বল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা।

ভজনানন্দী রসাবদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎপ্রেমানন্দ

দাস ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, বৃন্দাবন।

(১) শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা : শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের

দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরণা-চন্দ্রিকাকণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আম্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাди আকর গ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্য-ভাবে এই গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্ব-সিদ্ধান্তগুলি অতি সুকৌশলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোস্বামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক : শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখনিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গোড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সুত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্ত পূর্ণ হইয়াছে। সর্বত্র গোস্বামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুখবোধ্য ও প্রাজ্ঞল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ : শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবশ্য পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথার্থ লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছে তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বেকার বহু সংশয়-সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ২০১৬২ তারিখ

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ (২) শ্রীপৌরকরুণা-চন্দ্রিকা
কণা, (৩) শ্রী শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক :

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে 'শ্রীমাধব-মাধুর্ঘ্য-মঞ্জুষা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উর্দ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গৌড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন-চর্চার তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্য-দের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আশ্বাদন করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত, দর্শন এবং ষড়্গোস্বামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্র মহলে, গবেষকমহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐসব আকরগ্রন্থ কিন্তু সুবোধ্য সুলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমনে পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্ব-গত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞ-ভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের সুলিখিত অনুবাদেই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি

সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠকদেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাতে তাতে সন্দেহ নাই।



শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ প্রেমানন্দ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ :

*** এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল।***

শ্রীব্রজবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ :

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল নৃসিংহ বল্লাভ গোস্বামী

বেদান্তশাস্ত্রী, বৃন্দাবন :

মধুরবৃন্দাবিন-মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবগু। আপনার রচনামণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাত্ত বিষয়ের আলোচনা নিজ গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রমাণরাজির

দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক ।

প্রেমিক ভক্ত ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত 'টুথ' সাপ্তাহিক পত্রিকা ফেব্রুয়ারী .৯৭০

•••As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the Philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurva that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder. resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban,

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterised by deep affection reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with Consummate skill.

We are sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

AMRITA BAZAR PATRIKA, CALCUTTA -18. 1. 70

“The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has been interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source books ••• and his way of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike.”

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জলনীলমণি, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তি-সাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

—০—

শ্রীমন্ন্যাসকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোদামি-বিরচিত

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

রাধাকুণ্ডবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহারাজ :

***এই সুবিশাল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সামান্য কিছু এখানে ওখানে প্রকাশিত দেখা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এই অভাব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, বিশেষ করে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তগণের পক্ষে যে প্রভূত-গুরুত্বপূর্ণ একথা গ্রন্থের রসাস্বাদনকারী ব্যক্তিমাত্রেরই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণায় ব্রজবাসনিষ্ঠ, পরমভাগবত ও বহু ভক্তিগ্রন্থের সুলেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় এবিষয়ে প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে এই ছুঁহকার্যে হস্তক্ষেপ করে স্মহৎ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর এই মহৎ-চেষ্ঠা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, বিস্ময়াবহও বটে; কারণ বিপুল ধৈর্য

ও অটুট অধ্যবসায় ব্যতীত এত স্বেচ্ছা রহস্যময় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভবপর নয়। তাঁর অগ্রতম বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি পরম নামনিষ্ঠ ভাগবত। শ্রীনামের অনুকম্পায় তিনি এই সেবা-ব্রতে আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছেন। তাঁর অনুবাদের ভাষা প্রাজ্ঞল এবং সুললিত, তাঁর অনুবাদ ভাবমাধুর্যে সর্বোপরি তাঁর ভক্তিভাবিত হৃদয়ে আবেগোচ্ছাসে ভরপুর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'সুখবর্তনী' টীকার যথাস্থানে সন্নিবেশ করে তিনি পণ্ডিতগণেরও গ্রন্থাস্বাদনে পরমোপকার সাধন করেছেন। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—অনুবাদক দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করে এইভাবে শ্রীশ্রীগোষামিপাদগণের বাণীর মাধুর্য সাধারণের নিকট সুলভ করে দিয়ে তাঁর অজস্র করুণা-লাভে ধন্য হোন্। সুধীজন অনুবাদের রসমাধুরী আশ্বাদন করলেই তাঁর এই সুবিপুল পরিশ্রম সার্থক হবে।—ইত্যলম্।

গোবর্ধনবাসী ভজনানন্দী পণ্ডিতপ্রবর ভাগবতভূষণ

শ্রীপ্রিয়াচরণদাস বাবাজী মহারাজ :

শ্রীশ্রীগৌরহরির পদারবিন্দ মকরন্দ পানোন্মত্ত মধুব্রত শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপুর গোষামিপাদ বিরচিত শ্রীশ্রীআনন্দ বৃন্দাবনচম্পুর শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদকৃত সুখবর্তনী নামক টীকার আনুগত্যে গণপত্রাদির মূলানুবাদ বঙ্গানুবাদ আজ পর্যন্ত কোনও মহানুভব প্রকাশে সাহসী হন নাই। শ্রীগুরুকৃপা বিভা-বিতান্তঃকরণ শ্রীযুক্ত শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ ভক্তপ্রবর কতৃক উক্ত গ্রন্থ-

খানির সাবলীল বঙ্গানুবাদ সূচাক্রমে সকলের বোধগম্য বঙ্গ-ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছেন ।

ইহা গুরুকৃপা ব্যতীত কখনও-ই সম্ভব হইতে পারে না । শ্রীচৈতন্যক প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এইরূপ মূল, টীকা ও প্রাজ্ঞল গৌরভাষা সম্বলিত সর্বাঙ্গ সুন্দর অতি বিলক্ষণ সুসজ্জিত সংস্করণ আদৌ প্রকাশ হয় নাই; সুতরাং স্বপ্রকাশক স্বমহিমায়-মহীয়ান গ্রন্থখানি স্বায়ু প্রকাশে বৈষ্ণব সমাজের সুদীর্ঘকালের অভাবমোচন করত গৌড়ীয় গ্রন্থ ভাণ্ডারে চতুর্দশ শতাব্দির এক অভিনব অবদান ঘোষণা করিয়াছেন । ইহাতে যে বৈষ্ণবগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই । শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ কমলে সকাঁকু প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি এই প্রকার গোস্বামী গ্রন্থ সমূহের কলেবর সংস্কার পূর্বক রসিক ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করুন ! আশা করি শ্রীশ্রীগোস্বামিগণ প্রণীত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থসমূহের সানুবাদ মূল, টীকা বৈষ্ণবজগতে বহুল প্রচার তৎকর্তৃক সাধিত হউক । অলমিতি বিস্তারণ ।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভজনানন্দী শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী
মহারাজ—ভক্তিরত্ন, ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, ভাগবত বেদান্ত-
শাস্ত্রী, পরাবিছাচার্য :

এই গ্রন্থ ভাবগান্ধীর্ষে, পদলালিত্যে, অর্থগৌরবে উপমার
ঝঙ্কারে এবং দর্শন সিদ্ধান্ত সমন্বিত মধুররসে এক অনুপম অদ্বয়

গ্রন্থ । ইহার তুলনা জগতে নাই । এ যেন মধুর রস পরিপূর্ণ
 নারিকেল ফল । যমক, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, সন্ধি, সমাসের কঠিন
 আবরণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দ তিরস্কারী ভাগবতপরমহংসগণের
 আশ্বাঢ় চিন্মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের কামগন্ধহীন চিন্ময় প্রেমরস
 বিগ্ৰহমান্ । নারিকেলের আবরণ উদ্ভেদন ব্যতীত যেমন তার
 অন্তর্নিহিত মধুর রসের আশ্বাদন সম্ভব হয় না, সেই প্রকার এই
 গ্রন্থের যমক অনুপ্রাসাদিরূপ গাঢ় আবরণ উন্মোচন করিতে না
 পারিলে এই অপ্রাকৃত রস আশ্বাদনের কোন সম্ভাবনা নাই ।
 আর ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে । তাই পরমভাগবত সপার্ষদ
 শ্রীগৌরাজের পরম কৃপাভাজন—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়
 করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে এই মাধুর্যরস পান করাইবার
 মানসে রসিকাচার্য শ্রীপাদ-শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃত—‘সুখবর্তনী’
 টীকার আনুগত্যে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জলভাষায় প্রকাশ
 করিয়াছেন । ইহার দ্বারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনগণ যে
 বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য । উদারচেতা ব্যক্তি-
 গণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়াও অণ্ডের হিত
 করিয়া থাকেন সেইরূপ অনুবাদক মহাশয় নিজের স্বার্থ অর্থাৎ
 নিজ নামের স্ব-অর্থ, অর্থাৎ মণীন্দ্র—কৌশলভ, তাহার নাথ যে
 শ্রীকৃষ্ণ, তাহার গুহ—গোপনকারী হইয়াও আজ ঔদার্যগুণে
 মগ্নিত হইয়া বেদ-প্রতিপাদ সেই শ্রীকৃষ্ণ-রস জগতে বিতরণের
 জন্ত বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন । মহামহিম

শ্রীশ্রীযুগল চরণে প্রার্থনা করি—তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে সম্প্রদায়ের এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন এবং এই মহৎকার্যে আনুকূল্য বিধানকারীগণের সহিত 'ভুরিদা' রূপে স-পার্ষদ শ্রীগৌরোঙ্গের কৃপামৃত লাভে ধন্য হউন ।
ইত্যলম্ ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

জীবোধম—শ্রীকৃষ্ণদাস



শ্রীমন্নামামৃত-সিন্ধু-বিন্দু সম্বন্ধে অভিমত

ভজনবিজ্ঞ পরমপণ্ডিত, ভাগবতভূষণ

শ্রীগোবর্ধনবাসী শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ :

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ কৃত শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধু-বিন্দু গ্রন্থখানা পাঠে প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম । গ্রন্থখানা নামে বিন্দু হইলেও ইহা সিন্ধুতুল্য । শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধক জীবনে যে সব প্রশ্ন সাধারণতঃ উদ্ভিত হয় তার যথাযথ মিমাংসা হইয়াছে এই গ্রন্থে অতি নিপুণতার সহিত । বিভিন্ন দিক্ দিয়া এই নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে । শ্রীগৌরহরি রামরায়কে লক্ষ্য করিয়া জগতকে

বলিলেন—“পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।” এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। যথোপযুক্ত উদ্ধৃতির সন্মারোহ দেখিয়া মনে হয় গুহ মহাশয় শাস্ত্র-সমূহে পাকা ডুবুরির মতো গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন। তার পূর্বাপর বিচারশক্তি পরিপক্ব দশা প্রাপ্ত। যুক্তির সূক্ষ্মতা অখণ্ডনীয়। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণ এই গ্রন্থপাঠে যে প্রচুর উপকৃত হইবেন, তা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমাদের সম্প্রদায়ের জীবন-সর্বস্ব শ্রীনামপ্রভুর মহিমা মাধুর্যময় এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বৈরাগ্যবিছাভক্তিয়োগনিষ্ঠ পরমপণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনবাসী
শ্রীঅমর সেন (Dr. Amar Sen M. S.) মহাশয় :

*** আপনার প্রণীত শ্রীমন্মামৃতসিন্ধু-বিন্দু পুস্তিকাটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম—তাহা আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া আপনার চরণে বার বার প্রণাম জানিয়েছি। শ্রীনামের আশ্রয়ই আমাদের মুখ্য সাধন। এই নামের সাধনকালে সাধকের অন্তরে যা যা সমস্যা উদিত হইতে পারে সেই সমস্যাগুলি প্রশ্নাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া—তাহার সমাধানগুলি আপনি অতি অপূর্ব ভাবে শাস্ত্র প্রমাণ সহ উল্লিখিত করে আমাদের সাধক জগতে এক মহান্ বস্তু দান করেছেন—আমরা সকল বৈষ্ণব মতাবলম্বী সাধকই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি